Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আমার সন্তান আমার জান্নাত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা রাহাত আহমাদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মো:মালেক মিয়া

রোলঃ 2309011666

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আমার সন্তান আমার জান্নাত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা রাহাত আহমাদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মো:মালেক মিয়া

রোলঃ 2309011666

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " আমার সন্তান আমার জান্নাত " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মো:মালেক মিয়া, আইডিঃ 2309011666 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা রাহাত আহমাদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " আমার সন্তান আমার জান্নাত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা রাহাত আহমাদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

Malek

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

মো:মালেক মিয়া

আইডিঃ 2309011666

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভুমিকা.....5

পেক্ষাপট :.....8

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :.....11

অধ্যায় ১: সন্তান আল্লাহর নেয়ামত ও আমানত:.....15

অধ্যায় ২:সন্তানের হক ও দায়িত্ব :.....20

অধ্যায়৩:সন্তান লালনপালন তালীম-তারবিয়াত.....28

অধ্যায় ৪:সন্তান ও জান্নাত-কুরআন ও হাদিসের আলোকে।.....33

অধ্যায় ৫:সন্তানদের অবহেলা ও সমাজে বিপর্যয়:.....37

উপসংহার:.....70

ভুমিকা

আমার সন্তান আমার জান্নাত" উক্তিটি সন্তানের প্রতি বাবা-মায়ের গভীর ভালোবাসা, স্নেহ এবং দায়িত্ববোধকে বোঝায়। এটি কেবল একটি আবেগপ্রবণ কথা নয়, বরং এর একটি আধ্যাত্মিক তাৎপর্যও রয়েছে, যেমন সৎভাবে সন্তান প্রতিপালন করা হলে তা জান্নাতের কারণ হতে পারে। সন্তানকে সঠিক শিক্ষা, ভালো আচরণ এবং নৈতিক মূল্যবোধ শেখানোর মাধ্যমে একজন বাবা-মা তার নিজের এবং সন্তানের ভবিষ্যতের জন্য জান্নাতের পথ প্রশস্ত করেন। নেককার সন্তান আল্লাহর দেওয়া বড় নেয়ামত,আল্লাহর কাছে নেককার সন্তান চাইতে হয়,নবীরা আল্লাহর কাছে নেককার সন্তান চেয়েছেন সেই দোয়া গুলো আল্লাহ কুরআনে তুলে ধরেছেন যেমন:

- সূরা ইবরাহীম (১৪): ৪০: "হে আমার রব! আমাকে নামায কায়েমকারী বানান এবং আমার সন্তান-সন্ততির মধ্য থেকেও (একদলকে)। হে আমাদের রব! আর আমাদের দুআ কবুল করুন।"
- সূরা সাফফাত (৩৭:১০০): "হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একটি সুপুত্র দান করুন।"
- সূরা আলে ইমরান (৩:৩৮): "হে আমার রব! আপনার পক্ষ থেকে আমাকে একটি পূতপবিত্র সন্তান দান করুন। নিশ্চয়ই আপনি প্রার্থনা শ্রবণকারী।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"তোমরা সেই নারীকে বিয়ে করো, যে অধিক সন্তান জন্ম দেবে এবং স্বামীকে অধিক ভালোবাসবে। কেননা কিয়ামতের দিন আমি তোমাদের সংখ্যাধিক্যে গর্ব করব।" (আবু দাউদ: ২০৫০, নাসায়ি: ৩২২৭)

এ হাদিসে রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাদের উৎসাহিত করেছেন অধিক সন্তান জন্ম দিতে, যাতে উম্মতের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন: *"যে মুসলমানের তিনটি সন্তান মারা যায়, আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন সন্তানদের প্রতি দয়া করার কারণে।"*(বুখারি: ১১৮৩, মুসলিম: ২৬৩২)

এ থেকে বোঝা যায়, বেশি সন্তান থাকলে জান্নাতে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা কর না দারিদ্রের কারণে, আমিই তোমাদের রিযিক দান করি এবং তাদেরও আমি করব"- (আন'আম ৬ঃ ১৫১)। আল্লাহ আরো বলেন-

সন্তান মানুষের জীবনে সব চেয়ে বড় নিয়ামত,সন্তান শুধু পারিবারিক সুখ শান্তির কারণ নয়,বরং সন্তান আখিরাতেও জান্নাতের কারণ হয়ে উঠে যেমন হাদিসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন:

»إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَه«ُ

"মানুষ যখন মারা যায়, তখন তিনটি আমল ব্যতীত তার সমস্ত আমল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়ঃ ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ, তার রেখে যাওয়া এমন ইলম, যদ্বারা উপকার সাধিত হয় এবং এমন সৎ সন্তান, যে তার জন্য দো'আ করে" (মুসলিম)। তাছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবদ্দশায় কখনই আমল পরিত্যাগ করেননি।

যে সন্তান যে নেককার এবং তার পিতামাতার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করে। এমন সন্তান মা বাবার জন্য দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জাহানে কল্যাণের।

অপরদিকে সন্তান যদি খারাপ হয় বদকার হয় তাহলে সেই সন্তানি হবে বাবা মার জন্য জাহান্নামে যাওয়ার কারণ,দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জাহানেই বিপদ জনক যেমন:আল্লাহ তায়ালা কোরআনে বলছেন, 'হে ইমানদারগণ, তোমরা তোমাদের নিজেদের এবং তোমাদের পরিবারবর্গ (স্ত্রী-সন্তানদের) জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও। (সুরা তাহরিম : ৬)

কোরআনের ভাষ্যমতে মা-বাবা সন্তানদের জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোর জন্য পদক্ষেপ না নিলে সন্তানের পাপাচার ও অন্যায়-অপকর্মের দায়ভার তাদেরও বহন করতে হবে। এমনকি তারা মারা যাওয়ার পরও সন্তানের গোনাহের একটা অংশ (যে কাজে জীবিত থাকাকালে তারা নিষেধ করেননি, বরং সমর্থন জানিয়েছেন) তাদের আমলনামায় জমা হতে থাকবে।

ইবনে মাজাহের এক হাদিসে হজরত জারির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) জানিয়েছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কেউ ভালো কাজের প্রচলন করলে এবং তার অনুসরণ করা হলে সে তার নিজের সওয়াবও পাবে এবং তার অনুসারীদের সমপরিমাণ সওয়াব পাবে, তাদের সওয়াব থেকে একটুও কমানো হবে না। আবার কেউ মন্দ কাজের প্রচলন করলে এবং তার অনুসরণ করা হলে তার ওপর নিজের গোনাহ বর্তাবে। এ ছাড়া তার অনুসারীদের সমপরিমাণ গোনাহের অংশীদারও হবে, কিন্তু তাতে অনুসরণকারীদের গোনাহর পরিমাণ একটুও কমানো হবে না। (ইবনে মাজাহ : ২০৩)

আল্লাহ তা'য়ালা সন্তান কে বানিয়েছে সুন্দর ও মায়াবী করে যা বাবা মা পরিবারের সকলের জন্য আনন্দ ও চক্ষু শীতল কারি,সন্তান বাবা মায়ের জন্য

আর্থিক,শারিরিক,মানুষিক,দুনিয়াবী,পরকালিন ইত্যাদি সকল ভাবে সুখ শান্তির কারণ অপর দিকে আবার অশান্তির ও কারণ যদি সঠিক শিক্ষা দিতে না পারে।

পরিশেষে মানব জীবনে সন্তানের ভুমিকা অপরিসীম কেননা যাদের সন্তান নেই তারাই বুজে সন্তান না থাকার বেদনা কতটা কস্টের।

তাই আল্লাহর দেয়া নিয়ামত দুনিয়ায় সব থেকে মায়ার সম্পদ সন্তান,আর সেই সন্তান যেন খারাপ দিকে চলে না যায় সেই দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

সন্তানকে দ্বীনি পরিবেশে রাখতে হবে,বাবা মাকেও দ্বীনদার হতে হবে।
নিজে নামায না পড়ে শুধু সন্তান কে নামাযের তাগিদ দিলে চলবে না।
সন্তান মা-বাবা দের অনুসরণ করে মা বাবা যেই পথে চলে যা করে যেভাবে করে সন্তান ও তাই শিখে।
আর বাচ্ছাদের উপর পরিবেশের প্রভাব মারাত্মক একটা প্রভাব,পরিবেশ খারাপ হলে সেই পরিবেশে সন্তানকে দ্বীনদার পরহেজগার বানানো অনেক মুস্কিল।
তাই সন্তান কে ছোট থেকেই মাদ্রাসায় দ্বীনি পরিবেশে রেখে দ্বীনি শিক্ষা দিলে ভালো হয়,তবে বাড়িতে দ্বীনি পরিবেশ থাকলে সেইটা সর্বউত্তম।
কথায় আছে সংঘ দোষে লোহা ভাসে,,,তেমনি খারাপ দুষ্টু বাচ্ছাদের থেকে দুরে রেখে দ্বীনি পরিবেশ অতিজরুরি আল্লাহ আমাদের সেই তাওফিক দান করুন আমিন।

পেক্ষাপট :

মুসলিম সমাজে সন্তান জন্ম একটি আনন্দদায়ক ঘটনা, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত উপহার হিসেবে বিবেচিত হয়,সন্তান জন্মের পর কিছু মানুষ যেমন খুশি হই তেমনি ভাবে ﻷ ﻷকিছু মানুষ রিজিক নিয়ে চিন্তিত থাকে মহান আল্লাহ তা'য়ালা কুরআন এরশাদ করেন:

تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ ۭ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ اِيَّاكُمْ ۭ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَبِيْرًا

অনুবাদ:অভাব-অনটনের ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না। আমিই তাদেরকে রিযক দেই এবং তোমাদেরকেও। নিশ্চয় তাদেরকে হত্যা করা মহাপাপ। আল-বায়ান

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা তাদের এই কর্মপন্থাটি যে অত্যন্ত জঘন্য ও ভ্রান্ত তাই সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। অনুধাবন করতে বলেছেন যে, রিযিকদানের তোমরা কে? এটা তো একান্তভাবে আল্লাহ্ তাআলার কাজ। তোমাদেরকেও তো তিনিই রিযিক দিয়ে থাকেন। যিনি তোমাদেরকে দেন, তিনিই তাদেরকেও দেবেন। তোমরা এ চিন্তায় কেন সন্তান হত্যার অপরাধে অপরাধী হচ্ছ?

হাদিসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন:আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, সবচেয়ে বড় গুনাহ কোনটি? তিনি বললেন, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি বললাম, এটা অবশ্যই বড় কিন্তু তারপর কি? তিনি বললেন, এবং তোমার সাথে খাবে এ ভয়ে তোমার সন্তানকে হত্যা করা"। [বুখারীঃ ৪৪৭৭]

এই নির্দেশ সূরা আনআম ১৫১ নং আয়াতেও উল্লেখ হয়েছে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী (সাঃ) শিরকের পর যে গুনাহকে সবচেয়ে বড় গণ্য করেছেন, তা হল এই ((أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ)) "তোমার নিজ সন্তানকে এই ভয়ে হত্যা করা যে, সে তোমার সাথে খাবে।" (বুখারীঃ তাফসীর সূরা বাকারা, আদব অধ্যায়, মুসলিমঃ তাওহীদ অধ্যায়) ইদানীং সন্তান হত্যার এই মহাপাপ অতীব সুশৃঙ্খল নিয়মে 'জন্মনিয়ন্ত্রণ'-এর সুন্দর নামে সারা পৃথিবীতে চলছে। পুরুষরা 'উত্তম শিক্ষা ও তরবিয়ত' (বা 'ছোট পরিবার, সুখী সংসার') এর নামে এবং মহিলারা তাদের দেহের 'সুষমা' অক্ষয় রাখার জন্য ব্যাপকহারে ('আমরা দুই আমাদের দুই' শ্লোগান দিয়ে) এই অপরাধ করে চলেছে। أَعَاذَنَا اللهُ مِنْه। তাফসীরে আহসানুল বায়ান।

কুরআন ও হাদিসের আলোকে আমরা বুজতে পারলাম সন্তান এর রিজিক নিয়ে আমাদের চিন্তার কারণ নেই আল্লাহ তা'য়ালা তাদের রিজিকের মালিক,আল্লাহ তাদের রিযিকের ব্যাবস্থা করবেন আর রিযিকের ভয়ে সন্তানদের হত্যা করা মহা পাপ,,,আর এই হত্যা

বলতে শুধু জন্মের পর জল জ্যান্ত সন্তান হত্যাকেই নয় বরং মায়ের পেটে ব্রুণ হত্যা কিংবা সন্তান জন্ম দানে বাধা প্রধান করাও এর অন্তর্ভুক্ত।

আমাদের সমাজে সন্তান জন্ম নিয়ে যেমন রিযিকের ভয় করে তেমনি ভাবে সন্তান জন্ম কে কেন্দ্র করে আমাদের সমাজে ভিবিন্ন কু,প্রথা কুসংস্কার চালু রয়েছে যেমন:মা বেশি খেলে তার বড় বাচ্চা হবে, হাঁসের ডিম খেলে বাচ্চার চোখ সুন্দর হবে, মা যদি গলায় মালা পরে তাহলে পেটের ভেতর বাচ্চার গলায় নাড়ি পেঁচিয়ে যাবে, জোড়া কলা বা দুই কুসুম আছে এমন ডিম খেলে যমজ বাচ্চা হবে, চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের সময় এবং অমাবস্যায় গর্ভবতী নারী ঘরের বাইরে যেতে পারবে না বা কিছু কাটাকাটি করতে পারবে না। এরূপ করলে গর্ভস্থ সন্তানের ক্ষতি হবে, মৃত ব্যক্তির কাছে গেলে মৃত সন্তান হবে (তবে মাকে আকস্মিক ভয় বা মানসিক চাপ থেকে দূরে রাখার জন্য হলে ভিন্ন কথা), মৃগেল বা নির্দিষ্ট কোনো মাছ খেলে বাচ্চার ক্ষতি হবে, ডিম বা ডাব খেলে বাচ্চার চোখের ক্ষতি হবে, গর্ভবতী নারী মুরগি বা হাঁস জবাই করলে তা তার সন্তানের ক্ষতির কারণ হবে, খাবারের থালা চেটে খেলে কন্যাসন্তান হবে, বাসায় গর্ভবতী কেউ থাকলে বাজার থেকে মাছ আনা যাবে না; আনলেও তাতে আগুনের স্পর্শ লাগিয়ে ঘরে প্রবেশ করাতে হবে ইত্যাদি। এই রকম অনেক বাধা-নিষেধ অনাগত বাচ্চার মায়ের ওপর চাপানো হয়।

এভাবে বাচ্চা জন্ম নেওয়ার পর নবজাতককে কেন্দ্র করে বহু কুসংস্কার সমাজে প্রচলিত আছে যেমন: তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ দুটি হলো- নবজাতকের মাথার পাশে ম্যাচের বাক্সের ভেতর দিয়াশলাইয়ের কাঠি, রসুন, লৌহ পদার্থ ইত্যাদি এই আশায় রাখা যে, এগুলো খারাপ জিন-ভূত থেকে রক্ষা করবে এবং বদনজর থেকে বাঁচানোর জন্য বাচ্চার কপালে কালো টিপ/কাজল দেওয়া।

উল্লিখিত লোকাচার, কর্মকাণ্ড, বিশ্বাস ও বিষয়সমূহ ইসলামের দৃষ্টিতে ভ্রান্ত ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত। কোরআন-হাদিস তো বটেই, আধুনিক বিজ্ঞানেও এসবের কোনো উল্লেখ নেই। ইসলাম কোনোকিছুকে অশুভ মনে করা কিংবা কুলক্ষণে বিশ্বাস করাকে কঠিনভাবে নিষেধ করেছে।

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, ‘কোনো বস্তুকে কুলক্ষণ ভাবা শিরক।’ একথা তিনি তিনবার বলেছেন। -সুনানে আবু দাউদ : ৩৯১০

দ্বিতীয়ত, সন্তান ছেলে হবে নাকি মেয়ে, বাচ্চা একটা হবে নাকি যমজ তা সম্পূর্ণই আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন। কোনো কিছু খাওয়া বা না খাওয়ার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। মহান আল্লাহ বলেন, ‘তিনি (আল্লাহ) যাকে ইচ্ছা কন্যাসন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্রসন্তান দান করেন। অথবা তাদের পুত্র ও কন্যা উভয়ই দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা করেন বন্ধ্যা।’ -সুরা আশ-শুরা : ৪৯-৫০

তৃতীয়ত, জিন ও মানুষের নানারকম ক্ষতি থেকে বাঁচতে একজন মা গর্ভকালীন বেশি বেশি ইবাদত, জিকির-আজকারে মশগুল থাকবেন। বিশেষ করে তিন কুল (সুরা ইখলাস, ফালাক, নাস), আয়াতুল কুরসি ও সুরা বাকারাসহ হাদিসে বর্ণিত সকাল-সন্ধ্যার জিকিরসমূহ নিয়মিত পাঠ করবেন। আল্লাহতায়ালার কাছে বেশি বেশি দোয়া-ইস্তেগফার করবেন। হারাম বা নিষিদ্ধ কাজ এড়িয়ে চলবেন। বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরও এই আমলগুলো করে যাবেন- যাতে করে বাচ্চা বদনজর ও খারাপ জিনের প্রভাব থেকে বেঁচে থাকতে পারে। বিশেষ করে নিজে কোরআন তেলাওয়াত করতে না পারলেও ঘরের কেউ যেন সুরা বাকারাহ তেলাওয়াত করে। হাদিসে এসেছে, 'যে বাড়িতে সুরা বাকারাহ পাঠ করা হয়, সে বাড়ি থেকে শয়তান পলায়ন করে।' -সহিহ মুসলিম : ৭৮০

আর কেউ আপনার সামনে বাচ্চার প্রশংসা করলে তাকে সঙ্গে সঙ্গে বারাকাল্লাহ, মাশাল্লাহ, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ বলার অনুরোধ করবেন। যার ফলে বদনজর লাগবে না। এসব আমল হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। -সুনানে ইবনে মাজাহ : ৩৫০৯

এছাড়া বাচ্চার নিরাপত্তার জন্য নিম্নোক্ত দোয়াটি পড়তে পারেন, যা স্বয়ং রাসুল (সা.) স্বীয় নাতি হযরত হাসান-হোসাইন (রা.)-এর জন্য পড়তেন।

উচ্চারণ : আউজু বিকালিমাতিল্লাহিত তাম্মাতি মিন কুল্লি শাইত্বানিন ওয়া হাম্মাতিন ওয়া মিন কুল্লি আইনিন লাম্মাহ।

অর্থ : আমি আল্লাহর কাছে তার পরিপূর্ণ বাক্যের মাধ্যমে প্রতিটি শয়তান এবং বিষধর বস্তু ও অনিষ্টকারী বদনজর থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।' -সুনানে ইবনে মাজাহ : ৩৫২৫

মনে রাখতে হবে, একজন মা গর্ভকালীন শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়ে অনেক কঠিন সময় পার করেন। এই সময়টাকে আরও বেশি কঠিন করে তোলে প্রচলিত কুসংস্কার। তাই মা ও বাচ্চার স্বার্থেই এরূপ ভ্রান্ত বিশ্বাসগুলো থেকে বের হয়ে আসতে হবে। আর বদনজরের কারণে বাচ্চা ও মা উভয়েই পরবর্তী সময়ে ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারেন। তাই এসব থেকে সাবধান থাকা উচিত।

এছাড়াও আমাদের দেশে একজন নারী বার বার কন্যা সন্তান জন্ম দিলে তাকে নানা ভাবে নির্জাতিত হতে হয়,অনেক খারাপ কথাও শুনতে হয় অথচ আল্লাহ তা'য়ালা কুরআনে বলেছেন: আল্লাহ যাকে ইচ্ছা কন্যাসন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্রসন্তান দান করেন। অথবা তাদের পুত্র ও কন্যা উভয়ই দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা করেন বন্ধ্যা। তাহলে আল্লাহ যাকে ইচ্ছে করেন ছেলে যাকে ইচ্ছে করে মেয়ে দান করে আবার কাওকে বন্ধ্যাও রাখেন,,আমরা তাহলে কেন এই সমাজে নারীদের দোষ দিব?

এই জায়গা থেকে আমাদের কে স্বরে আসতে হবে।বাচ্ছা ছেলে হোক অথবা মেয়ে অভয় অবস্থায় মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদাই করব ইনশাআল্লাহ। সেই সাথে সকল কুসংস্কার

থেকেও স্বরে আসতে হবে,রিযিকের ভয় থেকেও,একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা রাখব ইনশাআল্লাহ,সন্তান জন্মের পেক্ষাপট হোক সুন্দর ও সুন্নাহ প্রন্থায়, আল্লাহ আমাদের সেই তাওফিক দান করুন আমিন।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

সন্তান-সন্ততি আল্লাহর বিশেষ নিয়ামত। সন্তান পৃথিবীতে মানুষের জন্য সৌন্দর্যস্বরূপ। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা।’ (সুরা : কাহফ, আয়াত : ৪৬)

ইসলামী শরিয়ত সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর কিছু করণীয় নির্ধারণ করে দিয়েছে, তা নিম্নরূপ—

শোকর আদায় করা : সন্তান যেহেতু নিয়ামত, এ জন্য সর্বপ্রথম কাজ হলো আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় করা।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা মানুষকে কৃতজ্ঞ বান্দা হতে আদেশ করেছেন এবং অকৃতজ্ঞ হতে নিষেধ করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন, ‘যদি তোমরা শোকর আদায় করো, তাহলে আমি অবশ্যই তোমাদের আরো বাড়িয়ে দেব, আর যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও, তাহলে আমার শাস্তি অবশ্যই কঠিন।’

(সুরা : ইবরাহিম, আয়াত : ৭)

ভূমিষ্ঠ সন্তানের জন্য আল্লাহর দরবারে ইবরাহিম (আ.) এভাবে শোকর আদায় করেন, ‘সব প্রশংসা মহান আল্লাহর, যিনি বৃদ্ধ বয়সে আমাকে ইসমাঈল ও ইসহাককে দান করেছেন। নিশ্চয়ই আমার রব দোয়া শ্রবণকারী।

হে আমার রব! আমাকে নামাজ কায়েমকারী বানান এবং আমার বংশধরদের মধ্যে থেকেও। হে আমাদের রব! আমাদের দোয়া কবুল করুন।’ (সুরা : ইবরাহিম, আয়াত : ৩৯-৪০)

এই আয়াত থেকে শোকর আদায়ের পাশাপাশি নবজাতকের জন্য দোয়া করাও প্রমাণিত হয়।আমরা সন্তান জন্মের পর আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করব,পাশাপাশি আমাদের সন্তানের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করবো।

প্রতিটি সন্তান জন্ম নেয় মুসলিম হয়ে অত্যপর তারা তাদের পিতামাতার অনুসরণ করে ভুল পথে যায় হাদিসে এসেছে

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ كَانَ يحدث قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً

جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ ثُمَّ يَقُول أَبُو هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ (فطْرَة الله الَّتِي فطر النَّاس عَلَيْهَا(الْآيَة«

অনুবাদ:আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ প্রত্যেক সন্তানই ইসলামী ফিতরাতের উপর জন্মগ্রহণ করে থাকে। অতঃপর তার মাতা-পিতা তাকে ইয়াহুদী, নাসারা অথবা অগ্নিপূজক বানিয়ে ফেলে। যেরূপে চতুষ্পদ জন্তু পূর্ণাঙ্গ জন্তুই জন্ম দিয়ে থাকে, এতে তোমরা কোন বাচ্চার কানকাটা দেখতে পাও কি? এরপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তিলাওয়াত করলেনঃ

فِطْرَةَ اللهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللهِ ذلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ

''আল্লাহর ফিতরাত, যার উপর তিনি মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি রহস্যে কোন পরিবর্তন নেই। এটাই সরল প্রতিষ্ঠিত দীন।'' (সূরাহ্ আর্ রূম ৩০: ৩০)। (বুখারী, মুসলিম)

সঠিকভাবে সন্তান লালন পালন করতে পারলে দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত করতে পারলে সন্তান দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জাহানেই আমাদের জন্য সুখ শান্তির কারণ যেমন:হাদিসে ইরশাদ হয়েছে, হজরত মুয়াজ জুহানি (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, হজরত রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, 'যে ব্যক্তি কোরআন পাঠ করেছে এবং তাতে যা আছে সে অনুযায়ী আমল করেছে, তাহলে তার মা-বাবাকে কেয়ামত দিবসে একটি (নূরের) তাজ (টুপি) পরানো হবে। যদি সূর্য তোমাদের ঘরে প্রবেশ করত, তাহলে ওই সূর্যের আলো অপেক্ষাও ওই টুপির আলো উজ্জ্বলতর হবে। এখন তোমরা চিন্তা করো, যে ব্যক্তি কোরআনের নির্দেশ অনুসারে আমল করে, তার মর্যাদা ও অবস্থা কত উত্তম হবে?' *–(আবু দাউদ: ১৪৫৩; শুআবুল ঈমান: ১৭৯৭)*

এছাড়া যারা কোরআন তেলাওয়াতকারী তারা আল্লাহর পরিবারভুক্ত। কোরআন তেলাওয়াতকারী জগৎ-সংসারের বিশিষ্ট জ্ঞানী ব্যক্তি। তাদের সুপারিশ আল্লাহতায়ালা কবুল করবেন। কোরআন তেলাওয়াতকারীর মা-বাবাকে আল্লাহতায়ালা জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন।

হজরত ইবনে আবু তালেব (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে, হজরত রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, 'যে ব্যক্তি কোরআন পাঠ করে এবং তা মুখস্থ করেছে অতঃপর কোরআন যা হালাল করেছে সে নিজের জন্য তা হালাল করেছে এবং কোরআন যা হারাম করেছে সে নিজের জন্য তা হারাম করেছে, তাহলে আল্লাহতায়ালা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং নিজ পরিবারের এমন দশজনের জন্য তার সুপারিশ কবুল করা হবে। যাদের পরিণাম জাহান্নাম অবধারিত ছিল।' *-(তিরমিজি: ৫/২৯০৫*

সন্তানকে নেক এবং কোরআনের ধারক-বাহক বানালে এর সুফল মা-বাবা মৃত্যুর পরেও পাবেন যখন মানুষের সব ধরনের আমল বন্ধ হয়ে যায়। এ বিষয়ে হজরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত হাদিসে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'মানুষ মৃত্যুবরণ করলে তার যাবতীয় আমল বন্ধ হয়ে যায়, তবে ৩টি আমল বন্ধ হয় না ১. সদকায়ে জারিয়া, ২. এমন ইলম যার দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় ও ৩. এমন নেক সন্তান যে তার জন্য দোয়া করে।' *-(সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৪৩১০)*

,প্রখ্যাত ইসলামি স্কলার শায়খ আহমাদুল্লার ভাষ্য মতে, মা-বাবা যদি সন্তানকে সঠিক ইসলামি শিক্ষা দেন, তাদের পাপাচার ও গোনাহ থেকে বিরত রাখার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেন এবং পৃথিবীতে কখনো সন্তানকে পাপাচারের প্রতি উৎসাহ কিংবা তার কোনো মন্দ কাজে সমর্থন না দিয়ে থাকেন; এমন অবস্থার পরও যদি সন্তান পাপাচারে লিপ্ত হয়, তাহলে তার এমন কাজের জন্য মা-বাবাকে দুনিয়ার জমিনে অথবা কবরে কোনো শাস্তি ভোগ করতে হবে না।

তিনি বলেন, সন্তান যদি মা-বাবার দেখানো পথ অনুযায়ী নেক আমল করে তাহলে মা-বাবার কবরে এর সওয়াব পৌঁছাবে। এ বিষয়ে হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'মানুষ মৃত্যুবরণ করলে তার যাবতীয় আমল বন্ধ হয়ে যায়, তবে ৩টি আমল বন্ধ হয় না— ১. সদকায়ে জারিয়া। ২. এমন ইলম যার দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়। ৩. এমন নেক সন্তান যে তার জন্য দোয়া করে।' (মুসলিম : ৪১১৫)

বাবা মা মারা গেলেও নেক সন্তানের দোয়া সন্তানের দান খয়রাত বাবা মায়ের উপকারে আসবে।

শুধু তাই নয় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কন্যা সন্তান লালন পালন করার মধ্যেও অনেক ফজিলত বর্ণনা করেছেন যেমন:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ عِمْرَانَ أَبُو حَفْصٍ التُّجِيبِيُّ، عَنْ أَبِي عُشَّانَةَ الْمَعَافِرِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: مَنْ كَانَ لَهُ ثَلاَثُ بَنَاتٍ، وَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ، وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِدَتِهِ، كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ.

অনুবাদ:উকবা ইবনে আমার (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছিঃ যার তিনটি কন্যা সন্তান আছে এবং সে তাদের ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করে এবং তাদেরকে যথাসাধ্য উত্তম পোশাকাদি দেয়, তারা তার জন্য দোযখ থেকে রক্ষাকারী প্রতিবন্ধক হবে (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)।

حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا فِطْرٌ، عَنْ شُرَحْبِيلَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ تُدْرِكُهُ ابْنَتَانِ، فَيُحْسِنُ صُحْبَتَهُمَا، إِلاَّ أَدْخَلَتَاهُ الْجَنَّةَ.

অনুবাদ:ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে মুসলিমের দুইটি কন্যা সন্তান আছে এবং সে তাদেরকে উত্তম সাহচর্য দান করে তারা তাকে বেহেশতে দাখিল করবে (ইবনে মাজাহ, হাকিম)।

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَهُمْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ كَانَ لَهُ ثَلاَثُ بَنَاتٍ، يُؤْوِيهِنَّ، وَيَكْفِيهِنَّ، وَيَرْحَمُهُنَّ، فَقَدْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ الْبَتَّةَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَعْضِ الْقَوْمِ: وَثِنْتَيْنِ، يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: وَثِنْتَيْنِ.

অনুবাদ:জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যার তিনটি কন্যা সন্তান আছে এবং সে তাদেরকে আশ্রয় দিয়ে তাদের ব্যয়ভার বহন করে এবং তাদের সাথে দয়ার্দ্র ব্যবহার করে, তার জন্য বেহেশত অবধারিত হয়ে যায়। লোকজনের মধ্য থেকে একজন বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কারো যদি দুটি কন্যা সন্তান থাকে? তিনি বলেনঃ দুইটি কন্যা সন্তান হলেও (আবু দাউদ, তাবারানী, বাযযার)।
কন্যা সন্তান এর ব্যাপারে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরা বিশেষ ফজিলত এর হাদিস আমরা দেখলাম,অন্য দিকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্তান লালন পালন করাকে সন্তানের জন্য ব্যায় করা কে সদাকা বলে গণ্য করেছে হাদিসে এসেছে:

حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ بَحِيرٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: مَا أَطْعَمْتَ نَفْسَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا أَطْعَمْتَ وَلَدَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا أَطْعَمْتَ زَوْجَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا أَطْعَمْتَ خَادِمَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ.

অনুবাদ:মিকদাম ইবনে মাদীকারিব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছেনঃ তুমি নিজেকে যা খাওয়াও তা তোমার জন্য সদাকা। তোমার সন্তানকে তুমি যা খাওয়াও তাও তোমার জন্য সদাকা, তোমার স্ত্রীকে তুমি যা খাওয়াও তাও তোমার জন্য সদকা এবং তোমার খাদেমকে যা খাওয়াও তাও তোমার জন্য সদাকা (আবু দাউদ)।
উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা বুজতে পারলাম সন্তান আমাদের দুনিয়ায় যেমন উপকারে আসে তেমনি আখিরাতেও উপকারে আসবে যদি আমরা সন্তানকে সঠিক শিক্ষা দিতে পারি,আল্লাহ ও তার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দেখানো পথে পরিচালিত করতে পারি,তাই আমরা আমাদের সন্তান কে জন্মের সাথে সাথেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দেখানো পথে পরিচালিত করার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ,আল্লাহ আমাদের সবাইকে সেই তাওফিক দান করুন আমিন।

অধ্যায় ১: সন্তান আল্লাহর নেয়ামত ও আমানত:

সন্তান আল্লাহর দেওয়া এক অমূল্য 'আমানত' এবং 'নেয়ামত' বা অনুগ্রহ।

এটি কেবল একটি উপহারই নয়, বরং একটি পবিত্র দায়িত্বও বটে, যার জন্য পিতামাতাকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। তাই সন্তানকে সঠিক দ্বীনি ও নৈতিক শিক্ষা দেওয়া, তাদেরকে সৎ পথে পরিচালিত করা এবং আল্লাহর রাস্তায় তাদের প্রতিপালন করা পিতামাতার প্রধান কর্তব্য।

মাতা পিতার কাছে সন্তান কত প্রিয় তা বোঝানোর মতো ভাষা আমার জানা নেই,আল্লাহ তা'য়ালা ভালোবাসার চুড়ান্ত সিমা বুজাতে কুরআনে এরশাদ করেন যেমন: قُلۡ اِنۡ كَانَ اٰبَآؤُكُمۡ وَ اَبۡنَآؤُكُمۡ وَ اِخۡوَانُكُمۡ وَ اَزۡوَاجُكُمۡ وَ عَشِيۡرَتُكُمۡ وَ اَمۡوَالُ اقۡتَرَفۡتُمُوۡهَا وَ تِجَارَةٌ تَخۡشَوۡنَ كَسَادَهَا وَ مَسٰكِنُ تَرۡضَوۡنَهَاۤ اَحَبَّ اِلَيۡكُمۡ مِّنَ اللّٰهِ وَ رَسُوۡلِهٖ وَ جِهَادٍ فِىۡ سَبِيۡلِهٖ فَتَرَبَّصُوۡا حَتّٰى يَاۡتِىَ اللّٰهُ بِاَمۡرِهٖ ؕ وَ اللّٰهُ لَا يَهۡدِى الۡقَوۡمَ الۡفٰسِقِيۡنَ

অনুবাদ:বল, 'তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের সে সম্পদ যা তোমরা অর্জন করেছ, আর সে ব্যবসা যার মন্দা হওয়ার আশঙ্কা তোমরা করছ এবং সে বাসস্থান, যা তোমরা পছন্দ করছ, যদি তোমাদের কাছে অধিক প্রিয় হয় আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর পথে জিহাদ করার চেয়ে, তবে তোমরা অপেক্ষা কর আল্লাহ তাঁর নির্দেশ নিয়ে আসা পর্যন্ত'। আর আল্লাহ ফাসিক সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।

কিয়ামত দিবসের বিভীষিকা বুঝাতে আল্লাহ তাআলা সন্তানের ভালোবাসার কথা দিয়েই বুঝিয়েছেন যে, সন্তান এত প্রিয় হওয়া সত্ত্বেও সেদিন পিতা মাতার সন্তানেরও খোঁজ রাখার সুযোগ হবে না। মা তার দুগ্ধপোষ্য শিশুকে ভুলে যাবে

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ভালোবাসার সীমা বুঝাতেও কুরআন-হাদীসে সন্তানের এ ভালোবাসা দিয়েই বুঝানো হয়েছে যে, স্বীয় সন্তান থেকেও এঁদেরকে বেশি ভালোবাসতে হবে।

عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসে বলেছেন:

«لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.»

অনুবাদ:আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

"তোমাদের মধ্যে কেউ (পূর্ণ) মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার কাছে তার পিতা, তার সন্তান-সন্ততি এবং অন্যান্য সকল মানুষ হতে প্রিয়তম হই।"

[সহীহ] - [মুত্তাফাকুন 'আলাইহি (বুখারী ও মুসলিম)।] - [সহীহ বুখারী - 15]

আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সেই প্রভুর কসম! যার হাতে আমার জীবন আছে, তোমরা কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ মুমিন নও, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার নিকটে তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততির চেয়ে অধিক প্রিয়তর না হতে পেরেছি।

(বুখারী ১৪)

ভালোবাসার চূড়ান্ত পরিসীমা বুঝাতেই মানুষ সন্তানের ভালোবাসার উপমা দিয়ে থাকে।

এক আরব বেদুঈন কতইনা চমৎকার বলেছেন, 'আমার সন্তান তো আমার নিজের কলিজাটিই, যা বক্ষ থেকে বের হয়ে যমিনে চলাফেরা করছে।' কিয়ামত দিবসের বিভীষিকা বুঝাতে আল্লাহ তা'আলা সন্তানের ভালোবাসার কথা দিয়েই বুঝিয়েছেন: يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ اَرْضَعَتْ وَ تَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَ تَرَى النَّاسَ سُكٰرٰى وَ مَا هُمْ بِسُكٰرٰى وَ لٰكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيْدٌ

অনুবাদ:যেদিন তোমরা তা দেখবে সেদিন প্রত্যেক স্তন্য দানকারিনী আপন দুগ্ধপোষ্য শিশুকে ভুলে যাবে এবং প্রত্যেক গর্ভধারিণী তার গর্ভপাত করে ফেলবে, তুমি দেখবে মানুষকে মাতাল সদৃশ, অথচ তারা মাতাল নয়। তবে আল্লাহর আযাবই কঠিন।

জোড়াবদ্ধ হওয়ার পর প্রতিটি জোড়ার এটাই আকাক্সক্ষা থাকে যে তাদের কোল জুড়ে নতুন কেউ আসবে। ফুটফুটে চেহারায় স্বচ্ছ কোমল অন্তর নিয়ে হাসবে। একটু বিলম্ব হলে প্রতীক্ষার প্রহর যে আর শেষ হয় না। অস্থির হয়ে যায়, কখন নতুন মুখটি আসবে। আর যখন সে দুনিয়াতে আসে ঘরের সবাই তো খুশিই, তবে মাতা-পিতার যে কী পরিমাণ খুশি তা বলে বুঝানো সম্ভব নয়। সন্তানটি তাদের কলিজার টুকরা, গর্বের ধন। একে আমাদের মতো করে গড়ে তুলব। তাকে আমরা এটা বানাব ওটা বানাব ইত্যাদি ইত্যাদি। এ হল সন্তান নিয়ে ভাবনার এক পিঠ এবং সাধারণত এটিই দৃশ্যমান। তবে এক্ষেত্রে আরেকটি দিক আছে, এবং সেটিই হল আসল ও গুরুত্বপূর্ণ। তবে তা সাধারণত আমাদের ভাবনার বাইরে থেকে যায়। এক সময় মানুষ ছিল না, দুনিয়াও ছিল না। জান্নাত-জাহান্নামও ছিল না। আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করলেন মানুষ সৃষ্টি করবেন, উদ্দেশ্য- তারা তাঁর ইবাদত-আনুগত্য করবে, নেক কাজ করবে, মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকবে, অতপর তাঁর ইচ্ছা ও দয়ায় চিরস্থায়ী জান্নাতে বসবাস করবে। তাই তিনি দুনিয়া সৃষ্টি করলেন, জান্নাত-জাহান্নাম তৈরি করলেন। তো এ মানুষ কীভাবে সৃষ্টি করবেন, তিনি চাইলে তো প্রথম মানুষ থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষকে একবারেই একসাথে সৃষ্টি করতে পারতেন। কিন্তু তিনি সেভাবে না করে প্রথমে একজন (আদম আ.) সৃষ্টি করলেন। এরপর তাঁর থেকে তার স্ত্রীকে। অতপর এঁদের থেকে মানুষ সৃষ্টি হবে। এদের থেকে যারা সৃষ্টি হবে তাদের থেকেও একইভাবে মানুষ সৃষ্টি হবে। এভাবে মানুষ সৃষ্টির ধারা অব্যাহত থাকবে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা চলতে থাকবে। আল্লাহ তাআলা মানুষকে একসাথে সৃষ্টি না করে

এভাবে মা-বাবার মধ্যমে সৃষ্টি করার রহস্য তো অনেক আছে। তবে সাদামাটাভাবে যে হেকমতটি সহজে বোঝা যায় এবং যার ফলাফল সবার সামনে, তা হল এভাবে সৃষ্টিতে মানুষ একে অপরের সাথে সৃষ্টিগতভাবে সম্পৃক্ত হয়, ফলে তাদের মাঝে আত্মীয়তা, হৃদ্যতা, অন্তরঙ্গতা, একে অপরের সহযোগিতার সম্পর্ক ও টান তৈরি হয়। তাই কেউ কারো পিতা-মাতা হয়, কেউ সন্তান হয়, কেউ ভাই-বোন হয় ইত্যাদি।

সন্তান বান্দার জন্য আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অন্যতম সেরা উপহার। তিনি যাকে খুশি তাকে এই উপহার দেন। ইরশাদ হয়েছে, 'তিনি যাকে খুশি সন্তান দান করেন এবং যাকে খুশি পুত্রসন্তান দান করেন। যাকে খুশি কন্যা ও পুত্র উভয়টি দান করেন। যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ, ক্ষমতাশালী।' (সুরা আশ-শুরা: ৪৯)

পবিত্র কোরআনে সন্তানকে মানবজীবনের সৌন্দর্য বলা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, 'সম্পদ ও সন্তানাদি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য।' (সুরা কাহাফ: ৪৩)

এই উপহার ও সৌন্দর্য পেয়ে আনন্দের আতিশয্যে খেয়ালখুশিমতো বড় করলে হবে না। তাদের শিষ্টাচার শিক্ষা দিতে হবে। কারণ সন্তান শুধু উপহার নয়, একইসঙ্গে আল্লাহর আমানতও। পরকালে আল্লাহ তাআলা মা-বাবাকে সন্তানের বিষয়ে জিজ্ঞেস করবেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন, 'জেনে রেখো, তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য এক পরীক্ষা। আর মহা পুরস্কার রয়েছে আল্লাহরই কাছে।' (সুরা আনফাল: ২৮)

ইমাম ইবনে জারির তাবারি (রহ) বলেন, আল্লাহ তাআলা মুমিন বান্দাদের লক্ষ করে বলছেন, 'হে মুমিনগণ! জেনে রেখো, তোমাদেরকে যে ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি দান করেছি এসব তোমাদের জন্য পরীক্ষার বস্তু। এর মাধ্যমে তোমাদের আমি পরীক্ষা করব এটা দেখার জন্য যে, সন্তান-সন্ততি ও অর্থ-কড়ির ক্ষেত্রে তোমরা আল্লাহর হক কতটুকু আদায় করো এবং দীনের বিধিনিষেধ কী পরিমাণ মান্য করো।' (তাফসিরে তাবারি: ১১/১২৬)

রাসুলুল্লাহ (স.) ইরশাদ করেন, জেনে রেখো! তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল; আর তোমরা প্রত্যেকেই নিজ অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে...। (বুখারি: ৬৬৫৩; সুনানে আবু দাউদ: ২৯২৮)

আরেক হাদিসের ঘোষণা- আল্লাহ তাআলা যদি বান্দাকে কারো দায়িত্বশীল বানান আর সে নিজ অধীনস্থদের কল্যাণের ব্যাপারে যত্নশীল না হয়, তাহলে সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না। (সহিহ বুখারি: ৭১৫০)

মোটকথা, সন্তান-সন্ততি মা-বাবার কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে আমানত। তাদের ঈমান-আকিদা, বোধ-বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা, আমল-আখলাক, জীবন যাপন প্রভৃতির ব্যাপারে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেওয়া মা-বাবার কর্তব্য।

কারণ মা-বাবাই সন্তানকে সুপথে অথবা বিপথে পরিচালিত করে। এজন্য রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, ‘প্রত্যেক নবজাতক ফিতরাতের ওপর (সুস্থ প্রকৃতি, সুবোধ ও সত্য গ্রহণের যোগ্যতা নিয়ে) জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদি, অগ্নিপূজক ও খ্রিস্টানে পরিণত করে।’ (মেশকাত: ৯০; বুখারি: ১৩৫৮; মুসলিম: ২৬৫৮)

সুতরাং সন্তানের প্রতিপালনে মা-বাবার দায়িত্ব ও ভূমিকা ইসলামে খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সন্তানের সুশিক্ষা ও যথাযথ প্রতিপালনের অভাবে অনেক পরিবারকে বিপন্ন হতে দেখা যায়। আল্লাহর নির্দেশ ভুলে খেয়ালখুশিমতো গড়ে তোলার কারণেই এমনটি হয়।

কোরআনে এ ব্যাপারে সতর্ক করে বলা হয়েছে, ‘নিশ্চয়ই তোমাদের সম্পদ ও সন্তান ফেতনাস্বরূপ। আর আল্লাহর কাছে রয়েছে উত্তম প্রতিদান।’ (সুরা তাগাবুন: ১৫)

উত্তম শিক্ষা ও উপদেশ দান হলো সন্তানকে সুসন্তান হিসেবে গড়ে তোলার অন্যতম মাধ্যম। এটি সন্তানের জন্য মা-বাবার পক্ষ থেকে সর্বোত্তম উপহার। মহানবী (স.) বলেন, ‘সন্তানকে দেওয়া পিতার সর্বোত্তম উপহার হলো শিষ্টাচার।’ (তিরমিজি: ১৯৫২)

সুসন্তান শুধু পার্থিব জীবনের সম্পদ নয়, পরকালীন জীবনেও তার কারণে মা-বাবা বিশেষ সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হবেন। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন, ‘নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ জান্নাতে নেককার বান্দার মর্যাদা সমুন্নত করবেন, তখন সে বলবে, হে আমার রব, কেন আমার জন্য এই উচ্চ মর্যাদা? তখন আল্লাহ বলবেন, তোমার জন্য তোমার সন্তানের ক্ষমা প্রার্থনা করার কারণে।’ (মুসনাদ আহমদ: ১০৬১০)

রাসুল (স.) আরও বলেছেন, ‘যখন মানুষ মারা যায়, তিনটি বিষয় ছাড়া তার অন্য সব আমলের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। তা হলো সদকায়ে জারিয়াহ, এমন জ্ঞান মানুষ যার দ্বারা উপকৃত হয় এবং সুসন্তান যে তার জন্য দোয়া করে। (মুসলিম: ১৬৩১)

মা-বাবার আরেকটি দায়িত্ব হলো, সন্তানের জন্য বেশি বেশি দোয়া করা। হাদিসে এসেছে, আল্লাহ সন্তানের জন্য মা-বাবার দোয়া কবুল করেন। পবিত্র কোরআনে চক্ষু শীতলকারী সন্তান লাভের দোয়া শেখানো হয়েছে; যারা উত্তম স্ত্রী ও সুসন্তান লাভের দোয়া করে, তাদের প্রশংসা করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে, ‘যারা বলে, হে আমাদের প্রভু! আমাদের চক্ষু শীতলকারী স্ত্রী ও সন্তান দান করুন। আমাদের আল্লাহভীরু মানুষের নেতা নির্বাচিত করুন। (সুরা ফোরকান: ৭৪)

বর্তমান যুগে অনেক মা-বাবা জানেন না সন্তানকে কী বিষয় শিক্ষা দেবেন। এ অবস্থায় নিজেদেরও প্রয়োজনীয় শিক্ষা অর্জন করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রথমে তাওহিদ, রেসালাত, ঈমান, কুফর সম্পর্কে জানা জরুরি। এরপর সন্তানকে আদব-আখলাক এবং দীনি শিক্ষায় সুশিক্ষিত করে খাঁটি মুমিন হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। এজন্য সন্তানদেরকে আলেমদের

সান্নিধ্যে নিয়ে যাওয়াও প্রয়োজন। কেননা তাঁদের ব্যক্তিত্ব, উপদেশ ও দোয়া সন্তানের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে। তা হতে পারে তার জন্য অমূল্য সম্পদ।
সাহাবায়ে কেরাম (রা.) সন্তানদের রাসুলে আকরাম (স.)-এর দরবারে নিয়ে যেতেন। এই ধারা পরবর্তী উলামায়ে কেরামের মধ্যেও অব্যাহত ছিল। আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে সন্তানদের সুসন্তান হিসেবে গড়ে তোলার এবং আল্লাহর আমানতের ব্যাপারে যত্নশীল হওয়ার তাওফিক দান করুন।

অধ্যায় ২:সন্তানের হক ও দায়িত্ব :

সন্তান জন্মের পর সন্তানে অনেক গুলা হক রয়েছে ও তাদের প্রতি পিতামাতার দায়িত্ব ও গুরুত্ব পরিসীম নিচে ধারাবাহিক ভাবে এই বিষয়ে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

সন্তানের হক ১:ডান কানে আযান দেওয়া ও বাম কানে ইকামত দেওয়া।

নবজাতকের কানে আজান ও ইকামত দেওয়া সুন্নাত। উবাইদুল্লাহ ইবনে আবু রাফি (রা.) বলেন, ফাতিমা (রা.) যখন আলী (রা.)-এর ছেলে হাসান (রা.)-কে প্রসব করলেন, তখন রাসুলুল্লাহ (স.) তার কানে নামাজের আজানের ন্যায় আজান দিয়েছিলেন। (আবু দাউদ: ৫১০৫)

নবজাতকের কানে আজান-ইকামত দেওয়ার পদ্ধতি

এই আজানও নামাজের আজানের মতোই হবে। অর্থাৎ আজানের সব বাক্য থাকবে। যারা মনে করে হাইয়া আলাস সালাহ ও হাইয়া আলাল ফালাহ থাকবে না, তাদের ধারণা ভুল। বরং হাইয়া আলাস সালাহ ও হাইয়া আলাল ফালাহও থাকবে। এমনকি এই দুই বাক্য বলার সময় চেহারা ডানে-বামে ঘোরানোও উত্তম।

তবে, এই আজান নামাজের আজানের মতো উচ্চস্বরে দিবে না; বরং স্বাভাবিক আওয়াজে দিবে। আর ডান কানে আজান ও বাম কানে ইকামত দিবে।

ফাতেমা (রা.) যখন আলী (রা.)-এর ছেলে হাসান (রা.)-কে প্রসব করলেন, তখন রাসুলুল্লাহ (স.) তার ডান কানে নামাজের আজানের ন্যায় আজান দিয়েছিলেন এবং বাম কানে ইকামত দিয়েছিলেন। (শুআবুল ইমান: ৮৬২০) হুসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (স.) ইরশাদ করেছেন যার সন্তান হয়, সে যেন তার ডান কানে আজান এবং বাম কানে ইকামত দেয়। (শুআবুল ঈমান: ৮৬১৯)

কেউ কেউ মনে করে থাকেন, সন্তান জন্মের পরপর মসজিদে আজান দিলে এবং তা শোনা গেলে নবজাতকের কানে আজান দিতে হয় না। এটি ভুল ধারণা। বরং মসজিদে আজান হলেও নবজাতকের কানে পৃথকভাবে আজান দিতে হবে। কারণ হাদিসে প্রমাণিত, নবীজি নবজাতকের কানে আজান দিয়েছেন।

এছাড়াও ছেলে সন্তান ও মেয়ে সন্তান পার্থক্য করা যাবে না। বরং প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই ডান কানে আজান ও বাম কানে ইকামত দেয়া সুন্নত।

(জামে তিরমিজি: ১/২৭৮; তুহফাতুল আহওয়াযি: ৫/৮৯; তাকরিরাতে রাফেয়ি: ১/৪৫; ইলাউস সুনান: ১৭/১২৩; রদ্দুল মুহতার: ১/৩৮৫, ১/৩৮৭; আলমুহিতুল বুরহানি: ২/৮৯; ইমদাদুল ফতোয়া: ১/১০৮)

নবজাতকের কানে আজান-ইকামত দেওয়ার কারণ

জন্মের সঙ্গে সঙ্গে আজান-ইকামতের মাধ্যমে নবজাতকের কানে মহান আল্লাহর পবিত্র নাম, তাওহিদ ও রেসালাতের ঘোষণা পৌঁছে দেওয়া হয়। ফলে জীবনের শুরুতেই হৃদয় ও মস্তিষ্কে ঈমানের আওয়াজ পৌঁছে যায়। আর এতে শয়তানের আক্রমণ থেকেও নিরাপদ থাকে নবজাতক। জন্মের সময় কারো কানে আজান-ইকামত দেওয়া না হলে পরে হলেও আজান ও ইকামত দেওয়া জরুরি। এতে শয়তান ও মন্দ জ্বিনের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া যায়। (মিরকাতুল মাসাবিহ, শরহে মিশকাতুল মাসাবিহ: ৭/২৬৯১)

কেউ কেউ বলেন, নবজাতকের কানে আজান-ইকামত দ্বারা শিশুর কানে সর্বপ্রথম তাওহিদ ও নামাজের ডাক পৌঁছে দেওয়াই উদ্দেশ্য। তবে, সবচেয়ে বড় কথা হলো- এটি নবীজির সুন্নত। আর সুন্নাত মেনে চলার মধ্যেই মুমিনের সবরকম কল্যাণ ও স্বার্থকতা। আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে নবীজির প্রতিটি সুন্নাত অনুসরণ করার তাওফিক দান করুন আমিন।

সন্তানের হক ২: সন্তান জন্মের পর পর সন্তানের সুন্দর একটা ভালো নাম রাখা পিতা-মাতার সর্বপ্রথম দায়িত্ব। আমরা এভাবেও বলতে পারি যে, পিতা-মাতার উপর সন্তানের সর্বপ্রথম হক হচ্ছে, তার জন্য সুন্দর নাম নির্বাচন করা। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. ও আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

من حق الولد على الوالد أن يحسن اسمه ويحسن أدبه.

অর্থ : সন্তানের সুন্দর নাম রাখা ও তার উত্তম তারবিয়াতের ব্যবস্থা করা বাবার উপর সন্তানের হক। -মুসনাদে বাযযার (আলবাহরুয যাখখার), হাদীস ৮৫৪০

মানসিকতার উপর নামের প্রভাব

মানসিকতা ও স্বভাবের উপরও নামের একটা প্রভাব থাকে।

أَخْبَرَنِي عَبْدُ الحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ، قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، فَحَدَّثَنِي: أَنَّ جَدَّهُ حَزْنًا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا اسْمُكَ؟ قَالَ: اسْمِي حَزْنٌ، قَالَ: بَلْ أَنْتَ سَهْلٌ. قَالَ: مَا أَنَا بِمُغَيِّرٍ اسْمًا سَمَّانِيهِ أَبِي قَالَ ابْنُ المُسَيِّبِ: فَمَا زَالَتْ فِينَا الحُزُونَةُ بَعْدُ.

আবদুল হুমাইদ বিন শায়বা বলেন, আমি হযরত সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিবের কাছে বসা ছিলাম। তিনি তখন বললেন, আমার দাদা ‘হাযান’ একবার নবীজীর দরবারে উপস্থিত হলেন। নবীজী তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কী? দাদা বললেন, আমার নাম হাযান। (হাযান অর্থ শক্তভূমি) নবীজী বললেন- না, তুমি হচ্ছ ‘সাহল’ (অর্থাৎ তোমার নাম হাযানের পরিবর্তে সাহল রাখো; সাহল অর্থ, নরম জমিন।) দাদা বললেন, আমার বাবা

আমার যে নাম রেখেছেন আমি তা পরিবর্তন করব না। সাইদ ইবনুল মুসায়্যিব বলেন, এর ফল এই হল যে, এরপর থেকে আমাদের বংশের লোকদের মেযাজে রুঢ়তা ও কর্কশভাব রয়ে গেল। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৬১৯৩

সন্তানের হক ৩: সন্তান জন্মের ৭ দিন অথবা ১৪ দিন অথবা ২১ তম দিন আকিকা করা। নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ অনুসারে, ছেলে সন্তানের জন্য দুটি ছাগল ও মেয়ে সন্তানের জন্য একটি ছাগল দ্বারা আকিকা করা উত্তম। উম্মুল মুমিনিন আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত হাদিসে নবীজি বলেছেন, ছেলের জন্য দুটি ছাগল আর মেয়ের জন্য একটি ছাগল দিতে হবে। (জামে তিরমিজি ১৫১৩)

তবে, ছেলে সন্তানের জন্য একটি পশু দিয়ে আকিকা করলেও তা আদায় হয়ে যায়। ইসলামিক শরিআত অনুযায়ী, একাধিক সন্তানের জন্য একটি গরু বা মহিষ দ্বারা আকিকা করা সম্ভব, তবে ছাগল দিয়ে আকিকা করাই উত্তম, কারণ এটি বিশেষভাবে হাদিসে বর্ণিত।

জন্মের সপ্তম, ১৪তম বা ২১তম দিনে কিংবা পরে যেকোনো সময়ে আকিকা করা যায়। ছেলেসন্তানের পক্ষ থেকে একই ধরনের দুটি বকরি এবং মেয়ের পক্ষ থেকে একটি বকরি আকিকা করতে হয়। উম্মে কুরজ (রা.) বলেন, আমি রসুল (সা.)-কে বলতে শুনেছি, ছেলের জন্য এক ধরনের দুটি বকরি এবং মেয়ের জন্য একটি বকরি আকিকা করবে। (আবু দাউদ, হাদিস : ২৮৩৪)।

আকিকার জন্য সাধারণত ছাগল, উট, গরু বা মহিষ ব্যবহার করা হয়। আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত হাদীসে নবীজি বলেছেন, ‘‘যার কোনো সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, সে যেন উট, গরু বা ছাগল দিয়ে আকিকা করে। (আলমুজামুল আওসাত ২/৩৭১)

একটি গরু, মহিষ বা উট দ্বারা একাধিক সন্তানের আকিকা করা যায়, যেমনটা হযরত আনাস (রা.) উট দ্বারা তার সন্তানদের আকিকা করেছিলেন। (তবারানি, কাবির)

সন্তানের হক ৪: সদাকা করা ছেলে হোক অথবা মেয়ে সপ্তম দিনে চুল কেটে দেওয়া এবং সেই চুল এর সমপরিমাণ রুপা দা করে দেওয়া,আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত: ‘‘রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান রা. এর পক্ষ থেকে ১টি বকরী আকীকা দিয়েছেন এবং বলেছেন, হে ফাতেমা ! তার মাথা মুণ্ডন কর এবং চুল পরিমাণ রৌপ্য সদকাহ কর।’’ [সুনান আত-তিরমিযী: ১৫১৯]

সন্তানের হক ৫: তাহ্নিক করা, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "শিশুদেরকে খেজুর দিয়ে তাহনীক এবং বরকতের জন্য দো'আ করতেন।" [সহীহ বুখারী: ৩৯০৯; মুসলিম: ২১৪৬]

সন্তানের হক ৬: ছেলে সন্তান হলে তাকে সুন্নাতে খতনা করানো জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান এবং হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুমার সপ্তম দিবসে আকীকা এবং খাতনা করিয়েছেন।" [আল-মু'জামুল আওসাত: ৬৭০৮]

সন্তানের হক ৭: তাওহীদের শিক্ষা দেওয়া ছেলে হোক অথবা মেয়ে,সন্তান জন্মের পর তাকে দ্বীনি শিক্ষা দেওয়া ফরয,আল্লাহ তা'য়ালা কুরআনে লুকমান আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথা উল্লেখ করে আমাদের কে জানিয়েছেন সন্তান কে কিভাবে তাওহীদের শিক্ষা দিতে হয়:

যখন লোকমান উপদেশচ্ছলে তার পুত্রকে বললঃ হে বৎস, আল্লাহর সাথে শরীক করো না। নিশ্চয় আল্লাহর সাথে শরীক করা মহা অন্যায়।(সুরা লুকমান আয়াত নং ১৩)

তাওহীদ মানে আল্লাহর একত্ববাদ। আল্লাহ তাআলা এক ও অদ্বিতীয়; তাঁর কোনো শরিক নেই। তাওহিদের স্বীকৃতি হলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের উপযুক্ত কোনো ইলাহ নেই তা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করা। তাওহিদের স্বীকৃতি বাক্য 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার পাশাপাশি সন্তানকে তাওহিদের পরিপূর্ণ শিক্ষা দেয়া অত্যন্ত জরুরি।

হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'ঈমানের সত্তরেরও বেশি অথবা (বর্ণনাকারীর মতে) ষাটের কিছু বেশি শাখা-প্রশাখা রয়েছে। এসবের সর্বোচ্চটি হলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা এবং সর্বনিম্নটি হলো 'পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেয়া' আর লজ্জা ঈমানেরই একটি অংশ।' (মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ)।

সন্তানের হক ৮: কুরআন শিক্ষা দেওয়া

রাসূলুল্লাহ সা: বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ওই ব্যক্তি, যে কুরআন মাজিদ শিক্ষা করে এবং শিক্ষা দেয়।' (সহিহ বুখারি, হাদিস-৪৬৬১)

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে তিনটি বিষয়ে শিক্ষা দাও। (ক) তোমাদের নবীর প্রতি ভালোবাসা (খ) তাঁর পবিত্র আহলে বাইতের প্রতি ভালোবাসা এবং (গ) কুরআন তিলাওয়াত।

কুরআনের ধারকরা নবী-রাসুল ও আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের সাথে আল্লাহর 'আরশের ছায়াতলে থাকবে, যখন তাঁর ছায়া ছাড়া অন্য কোনো ছায়া থাকবে না।"[৪]

একদা উমর (রাঃ) এর কাছে এসে জনৈক ব্যক্তি নিজের সন্তানের অবাধ্যাচরণের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। ওমর অভিযুক্ত সন্তানকে পিতার সাথে অসদাচরণের কারণ সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। সন্তান তখন বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন, সন্তানের কি পিতার উপর কোনো হক আছে? উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই। সে বলল, তাহলে তা কী?
উমর (রাঃ) বললেন, পিতা তার জন্য সৎ আদর্শ নারীকে মাতা হিসেবে গ্রহণ করবে, তার জন্য একটা সুন্দর নাম রাখবে এবং তাকে কুরআন শিক্ষা দেবে। তখন সন্তান বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন, আমার পিতা ওগুলোতে একটিও করে নি। আমার মা হচ্ছেন ক্রীতদাসী। এক সময় মূর্তিপূজারী ছিলেন, আমার নাম রেখেছে জু'লান (অর্থাৎ গোবরে পোকা) আর আমার বাবা আমাকে কুরআনের একটি বর্ণও শিক্ষা দেন নি।
উমর (রাঃ) তখন পিতার দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি এসেছ সন্তানের অসদাচরণের বিরুদ্ধে নালিশ করতে। আরে তুমি তো তার প্রতি আগেই অবিচার ও অসদাচরণ করেছ।
সন্তানের হক ৯: সালাতের শিক্ষা দেওয়া,হাদিসে এসেছে:আব্দুল্লাহ ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বলতে শুনেছি, তিনি ইরশাদ করেন: 'তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল, আর সবাই তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে। ইমাম তথা জনতার নেতা একজন দায়িত্বশীল; তিনি তাঁর দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন। পুরুষ দায়িত্বশীল তার পরিবারের; সে জিজ্ঞাসিত হবে তার দায়িত্ব সম্পর্কে। স্ত্রী দায়িত্বশীল তার স্বামীর গৃহ ও সন্তানের; সে জিজ্ঞাসিত হবে তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে। মানুষের (দাস) ভৃত্য দায়িত্বশীল মুনিবের সম্পদের, সে জিজ্ঞাসিত হবে তার মুনিবের সম্পদ সম্পর্কে। অতএব, সতর্ক থেকো, তোমরা সবাই দায়িত্বশীল আর সবাই জিজ্ঞাসিত হবে নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে।' [বুখারী : ৭১৩৮; মুসলিম : ৪৮২৮; আবূ দাউদ : ২৯৩০]
ইমাম নববী রহ. বলেন, তিনিই পূর্ণ 'দায়িত্বশীল', যিনি রক্ষণাবেক্ষণকারী, বিশ্বস্ত, নিজ দায়িত্ব ও নজরাধীন বিষয়ের কল্যাণ ও স্বার্থ সম্পর্কে সজাগ। এ থেকেই বুঝা যায়, তার নজরাধীন যত বিষয় রয়েছে, তার কাছে সে বিষয়ে ইনসাফ কাম্য। তার দুনিয়া ও আখিরাত এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের কল্যাণ কাম্য।

কখন সন্তানকে সালাতের নির্দেশ দেয়া হবে?

আমর বিন শুয়াইব তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণনা করেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তোমাদের সন্তানদের সাত বছর হলে তাদের সালাতের নির্দেশ দাও, তাদের বয়স দশ বছর হলে এ জন্য তাদের প্রহার করো এবং তাদের পরস্পরে বিছানা পৃথক করে দাও।' [আবূ দাউদ : ৪৯৫; মুসনাদ আহমদ : ৬৬৮৯]

মু'আয বিন আব্দুল্লাহ বিন হাবীব আল-জুহানী সূত্রে হিশাম বিন সা'দ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: 'আমরা হিশামের কাছে গেলাম। তিনি তার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, শিশু কখন সালাত আদায় করবে? তিনি বললেন, আমাদের এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বলতেন তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। এর উত্তরে তিনি বলেন, 'যখন সে তার ডানকে বাম থেকে আলাদা করতে পারবে, তখন তাকে সালাতের নির্দেশ দাও'।' [আবূ দাউদ : ৪৯৭; বাইহাকী, সুনান আল-কুবরা : ৫২৯৬]

'অর্থাৎ শিশু যখন ডান ও বামের মাঝে পার্থক্য করতে পারবে। আর সাধারণত এ যোগ্যতা সপ্তম বছরে পৌঁছার পরই হয়।' [আউনুল মা'বুদ : ২/১৬৫]

আব্দুল মালেক বিন রবী' বিন সাবরা তার বাবা থেকে এবং তিনি দাদা সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: 'বাচ্চাকে সালাত শিক্ষা দাও যখন সে সাত বছর বয়সী হয় এবং এর জন্য তাকে প্রহার করো যখন সে দশ বছর বয়সী হয়।'[তিরমিযী : ৪০৭; ইবন খুযাইমা : ১০০২; তাবরানী, আল-মু'জামুল কাবীর : ৬৪১৮।]

সন্তানের হক ১০: আদব বা শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া:সন্তানদের আচরণ শিক্ষা দেয়া পিতামাতার উপর দায়িত্ব ও কর্তব্যের অন্তর্ভূক্ত। লুকমান আলাইহিস সালাম তার সন্তানকে বললেন, 'আর তুমি মানুষের দিক থেকে তোমার মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না। আর যমীনে দম্ভভরে চলাফেরা করো না; নিশ্চয় আল্লাহ কোন দাম্ভিক, অহঙ্কারীকে পছন্দ করেন না। আর তোমার চলার ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর, তোমার আওয়াজ নীচু কর; নিশ্চয় সবচাইতে নিকৃষ্ট আওয়াজ হল গাধার আওয়াজ।" [সূরা লুকমান ১৮,১৯]

হাদিসে মহানবী (সা.) বলেন, 'সন্তানকে দেওয়া পিতার সর্বোত্তম উপহার হলো শিষ্টাচার।' (তিরমিজি, হাদিস : ১৯৫২)

সন্তানকে সেখানো মানুষের সাথে সুন্দর ব্যাবহার করা,বড় দের সম্মান করা আর ছোট দের স্নেহ করা।কারো সাথে বেয়াদবি না করা,মানুষের সাথে অহেতুক তর্কবিতর্ক না করা,ঝগড়া ফাসাদ না করা।রাস্তায় চলাচলের সময় মানুষকে সালাম দেওয়া,কোনো মানুষের গীবত করা চুগলখোরি করা থেকে বিরত থাকা,অহংকার আর পরনিন্দা থেকে বিরত থাকার জন্য সন্তানকে বুজানো যে এগুলো ভালো নয়।আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে সন্তান কে নর্ম ও ভদ্র করে গড়ে তোলার, আল্লাহ আমাদের সেই তাওফিক দান করুক আমিন।

সন্তানের হক ১১: দ্বীনি শিক্ষা দেওয়া,জন্মের পরে প্রতি সন্তানের হক পিতা মাতার থেকে দ্বীনি শিক্ষা গ্রহণ করা,আর পিতামাতার উপর ফরজ তার সন্তানকে দ্বীনি শিক্ষা দেওয়া,হাদিসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন:"আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেক মুসলিমের উপর জ্ঞানার্জন করা ফরয।" [সুনান ইবন মাজাহ: ২২৪]

রাসূলুল্লাহ সা: বলেছেন, ‘তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ওই ব্যক্তি, যে কুরআন মাজিদ শিক্ষা করে এবং শিক্ষা দেয়।’ (সহিহ বুখারি, হাদিস-৪৬৬১)

যে পিতামাতা তাদের সন্তানদের আখেরাত ধ্বংস করল, মুসলমান হয়েও সন্তানকে মুসলমান হিসেবে জীবন যাপন করার সুযোগ দিল না সেই মা-বাবা সন্তানের মৌলিক অধিকার রক্ষা করল না, তাদের আসল দায়িত্বই পালন করল না। তারা হলেন জালিম আর সন্তান হল মাজলুম।

জীবনী ও ইতিহাসগ্রন্থে আমাদের আকাবির-আসলাফের এমন হাজারো ঘটনা খুঁজে পাওয়া যায়, যেখানে সন্তানকে জিহাদের ময়দানে এবং হিজরত ও দ্বীনের দাওয়াতে প্রেরণে আর দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত করণে শুধু মায়েরাই বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন। এখানে সে রকম কয়েকটি ঘটনা পেশ করছি।

১:উম্মে আনাস ইবনে মালেক রা. হযরত আনাস রা. বলেন, হযরত আবু তালহা রা. উম্মে সুলাইমকে বিবাহের

প্রস্তাব দিলেন। উম্মে সুলাইম বলেন, আমার ছেলে আনাস প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত এবং ইলমের মজলিসগুলোতে না বসা পর্যন্ত আমি বিবাহ করবো না। হযরত আনাস রা. বলেন, আল্লাহ তাআলা আমার আম্মাকে উত্তম বিনিময় দান করুন তিনি আমাকে উত্তমভাবে লালন-পালন করেছেন। হযরত আনাস রা. ইলম শেখা আরম্ভ করার পর তিনি আবু তালহা রা.-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।-তবাকাতে ইবনে সা’দ ৮ : ৩১১

২:উম্মে মালেক ইবনে আনাস : ইমাম মালেক রহ. তখন কিশোর। সুললিত কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। তাই তার গান শেখার ইচ্ছে হল। মাকে গান শেখার কথা বললেন। তাঁর আম্মা তাকে বললেন যে, তুমি তো গায়কদের মতো সুন্দর নও। গায়ক যদি দেখতে সুন্দর না হয় তাহলে মানুষ তার দিকে ফিরেও তাকায় না। সুতরাং তুমি গানের চিন্তা বাদ দিয়ে ফিকহ অর্জন কর। ইমাম মালেক রহ. বলেন, তখন আমি গায়কদের পরিত্যাগ করে ফুকাহাদের অনুসরণ করলাম। ফলে

আল্লাহ তাআলা আমাকে কোন অবস্থানে পৌঁছিয়েছেন তা তো দেখতেই পাচ্ছেন।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা বুজতে পারলাম সন্তান কে দ্বীনি শিক্ষা দেওয়ার গুরুত্ব অপরিসীম।

সন্তানের হক ১২: সন্তান ছেলে হোক অথবা মেয়ে বালেগ হওয়ার আগ প্রযন্ত ভরোণপোষন দেওয়া,সন্তান বড় হওয়ার আগ প্রযন্ত লেখা-পড়া,খাওয়া-দাওয়া,পোষাক-আশাক আসবাপত্র যাবতীয় খরচ সাধ্যমত বাবা মাকে বহণ করতে হবে এবং এই সকল খরচ এর বিনিময়ে আল্লাহ তা'য়ালা বাবা মা কে উত্তম প্রতিদান দান করবেন হাদিসে এসেছে:উম্মে সালামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি

জিজ্ঞাসা করলাম আবূ সালামার সন্তানদের জন্য আমি যদি খরচ করি এতে কি আমার জন্য প্রতিদান রয়েছে? নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ যতদিন তুমি খরচ করবে ততদিন তোমার জন্য প্রতিদান থাকবে।" [সহীহ বুখারী: ৫৩৬৯]

সন্তানের হক ১৩: উত্তম দ্বীনদার পাত্র-পাত্রী দেখে বিবাহ দেওয়া সুন্নাহ পদ্ধতিতে বিবাহ দেয়া এবং বিবাহর যাবতীয় কাজ সম্পাদন করা এবং উপযুক্ত সময়ে বিবাহর ব্যবস্থা করা। আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে: "নিশ্চয়ই পিতার উপর সন্তানের হকের মধ্যে রয়েছে, সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক হলে তাকে বিবাহ দেবে।" [জামিউল কাবীর]

আরেক হাদিসে হজরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যার কোনও সন্তান হলো (ছেলে বা মেয়ে) সে যেনো তার সুন্দর নাম রাখে এবং উত্তম শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়। সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক হলে তাকে বিয়ে দেবে। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর সন্তানকে যদি না দেয় এবঙ সে পাপে লিপ্ত হয়, তাহলে বাবা গুনাহগার হবে। (মেশকাত)

উপযুক্ত ছেলে-মেয়ের বিয়ের ক্ষেত্রে দেরি না করার নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এক হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত আলী রা.-কে লক্ষ্য করে বলেন, 'হে আলী! তিনটি জিনিসের ক্ষেত্রে বিলম্ব করবে না। ১. নামাজের যখন সময় আসবে তখন নামাজ আদায় করা থেকে দেরি করবে না। ২. মৃত ব্যক্তির জানাজা যখন উপস্থিত হবে তখন কাফন-দাফন সম্পন্ন করতে দেরি করবে না। ৩. কোন অবিবাহিতা মেয়ের জন্য যখন কোন উপযুক্ত পাত্র পাবে তখন তাকে পাত্রস্থ করা থেকে বিলম্ব করবে না।' -(তিরমিজি ১/২০৬)

সুতরাং আমাদের দায়িত্ব হলো সন্তান বালেগ হওয়ার পরে উপযুক্ত পাত্র-পাত্রী দেখে সুন্নাত মোতাবেক তাদের বিবাহের ব্যাবস্থা করা,মহান আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের সুন্নাত মোতাবেক সন্তানের হক আদায় করার তাওফিক দান করুন আমিন।

অধ্যায়৩:সন্তান লালনপালন তালীম-তারবিয়াত

সন্তান জন্মের পর আমরা সন্তানের ভবিষ্যতের ব্যাপারে সবাই চিন্তিত থাকি,সবার মনেই তার সন্তান কে নিয়ে কিছু না কিছু চিন্তা ভাবনা থাকে,আমার ছেলে,মেয়েকে উচ্চ শিক্ষিত বানাবো,ডাক্তার বানাবো ইঞ্জিনিয়ার বানাবো,এটা বানাবো সেটা বানাবো,একেক জনের মনে একেক রকম চিন্তা ভাবনা,এই সকল চিন্তা ভাবনার প্রয়োজন অবশ্যই রয়েছে এবং থাকা উচিত।

কিন্তু সেই সাথে আমাদের সন্তান কে দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত করার গুরুত্ব অপরিসীম,ছোট বেলায় একটা বাচ্ছা যা শিক্ষা দেবেন বড় হয়েও সেই সন্তান সেভাবেই চলবে,,পারিবারিক শিক্ষা টা একজন মানুষের জীবনে সব থেকে বেশি প্রভাব ফেলে,পারিবারিক শিক্ষার অভাবে অনেক মানুষ অনেক উচ্চ শিক্ষিত হওয়া স্বত্তেও লোক সমাজে চলতে গিয়ে তাদের মান সম্মান হারায়,শুধু স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি অথবা মাদরাসায় পড়েও অনেকের আচার আচরণ অনেক খারাপ থাকে শুধু পারিবারিক শিক্ষার অভাবে সুতরাং মানব জীবন সুন্দর করে গড়ে তোলার জন্য পারিবারিক শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম।

এবার আসি কোন শিক্ষায় শিক্ষিত করব,জেনারেল শিক্ষায় নাকি মাদরাসার শিক্ষা?? অবশ্যই মাদরাসা শিক্ষা প্রথমে প্রাধান্য পাবে,কিন্তু সেই সাথে জেনারেল শিক্ষাও প্রয়োজন,ছোট্ট বেলায় প্রথমে মক্তব ও নুরানি মাদ্রাসায় পড়াশোনা করিয়ে এর পরে হিফজ খানায় পড়ানো যেতে পারে যদি সে মেধাবী শিক্ষার্থী হয়,৩০ পারা হিফজ করাতে হবেই এমন কোনো নির্দিষ্ট কোনো বিষয় নয়।

এর পরে কিতাব খানায় পড়িয়ে দাওরাহ হাদিস অর্থাৎ আমাদের সমাজে প্রচলিত ভাষায় যাকে বলে মাওলানা,,এর পরে সে যদি ফিকহ এর ব্যাপারে বেশি আগ্রহী থাকে তাহলে ইফতা বিভাগ অর্থাৎ মুফতি,অথবা যদি তাফসিরের ব্যাপারে আগ্রহী থাকে তাহলে তাফসীরের উপর উচ্চ শিক্ষা নিতে পারে,অথবা হাদিসের ব্যাপারে যদি বেশি আগ্রহী থাকে তাহলে হাদিসের উপর উচ্চ শিক্ষা নিতে পারেন।

এছাড়াও যদি বিদেশে দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসায় পড়তে যেতে চায় সেটাও যেতে পারেন।

এইটা হলো দ্বীনি শিক্ষার উত্তম পর্যায়ের,আর যদি মনে করেন আমার সন্তান দ্বীনি শিক্ষা গ্রহণ করবে পাশাপাশি জেনারেল শিক্ষাও নিবে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার,জজ,ব্যারেস্টার ও হবে সেটাও সম্ভব।

ছোট্ট বেলায় প্রথম মক্তব ও নুরানি শেষ করে প্রাইমারি স্কুল থেকে ক্লাস ৪ এ ভর্তি হতে পারবে জেনারেল শিক্ষার জন্য, পাশাপাশি হিফজ খানায় হিফজ করতে পারবে,অথবা

মক্তব,নুরানি শেষ করে হিফজ খানায় হিফজ শেষ করে এর পরে জেনারেল শিক্ষা গ্রহণ করে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার,জজ,ব্যারিস্টার হওয়া যেতে পারে।
অথবা মক্তব,,নুরানি,,হিফজ শেষ করে আলিয়া মাদ্রাসা থেকে আলিম(HSC) পাশ করে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার ও উচ্চ শিক্ষিত বানানো যেতে পারে।
এমনকি আলিম(HSC) পাশ করে মক্কা,মদিনা,আল আজহার ইউনিভার্সিটি সহ বিদেশের ভিবিন্ন বড় বড় ইউনিভার্সিটি থেকে ইসলামিক স্টাডিজ সহ বিভিন্ন জেনারেল সাবজেক্ট থেকে অর্নাস,মার্স্টাস করেও উচ্চ শিক্ষা নিতে পারে।
এখন যদি আপনার সন্তান পুরোপুরি জেনারেল শিক্ষা দিয়ে থাকেন তাহলে তাকে অবশ্যই দ্বীনের জরুরি ফরয ইলম টুকু অর্জন করার জন্য ISLAMIC ONLINE MADRASH(IOM) থেকে ৩ বছর এর আলিম কোর্স করাতে পারেন,এছাড়াও আরো অনেক অনলাইন মাদ্রাসা রয়েছে যেমন:Internet Madrasa সেখান থেকে দ্বীন শেখার ব্যাবস্থা করতে পারেন।
এছাড়াও হুজুর রেখে বাড়িতে কুরআন,হাদিস,দ্বীনের জরুরি মাসয়ালা-মাসায়েল শিক্ষা দিতে পারেন,মোট কথা যেভাবেই হোক আপনার সন্তান কে দ্বীনি শিক্ষা দিতেই হবে আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের সবাইকে সেই তাওফিক দান করুন আমিন।
এছাড়াও সন্তান কে ছোট বেলা থেকেই নামাজের শিক্ষা দিতে হবে,বাড়িতে তালিম করতে হবে,কুরআন তিলাওয়াত এর আমল জারি রাখতে হবে,ছোট্ট সোনামনি দের ছোট্ট থেকেই রোজা রাখা শিক্ষা দিতে হবে,ছোট্ট মেয়েদের ছোট্ট থেকেই বুরকা হিজাব পড়ে পর্দা করে চলাচল করার শিক্ষা দিতে হবে,বড় দের সম্মান দেওয়া,আর ছোট দের স্নেহ করা শিক্ষা দিতে হবে,মা বাবার কথা মতো না চল্লে আল্লাহ নারাজ হন,রাসুল সা: নারাজ হবেন সেই শিক্ষা দিতে হবে।
কুরআনে আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন:তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি ছাড়া অন্য কারো উপাসনা করবে না এবং মা-বাবার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে; তাদের এক জন অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদেরকে (বিরক্তিসূচক শব্দ) ‘উহ্/উফ’বলো না এবং তাদেরকে ভৎর্সনা করো না; বরং তাদের সাথে বলো সম্মানসূচক নম্র কথা।’ (সুরা বনি ইসরাইল: আয়াত ২৩)
এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা একেবারে স্পষ্টভাবে বলেছেন—বার্ধক্যে পৌঁছালে তাদের প্রতি বিরক্তির ‘উহ/উফ’ শব্দটিও করা যাবে না।
পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সঙ্গে সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে গর্ভে ধারণ করে। তার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বছরে। সুতরাং আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। (তোমাদের সকলের) প্রত্যাবর্তন তো আমারই কাছে। (সুরা লুকমান: ১৪)

হাদিসে এরশাদ করেন :হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) রাসুলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণনা করেন যে—

الرِّضَا الرَّبِّ فِي رِضَا الْوَالِدِ، وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ

'জন্মদাতার (মা-বাবার) সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি আর জন্মদাতার (মা-বাবার) অসন্তুষ্টিতে অল্লাহর অসন্তষ্টি।' (তিরমিজি ১৮৯৯)

বর্তমান সমাজে যখন মা–বাবাকে অবহেলা, বকা, এমনকি নির্যাতনের খবর পাওয়া যায়—এটি শুধু অমানবিকই নয়; এটি আখিরাতের জন্য এক ভয়ংকর ক্ষতির ইঙ্গিত। কারণ মা–বাবার মন ভেঙে গেলে আল্লাহর সন্তুষ্টি থেকেও মানুষ বঞ্চিত হয়ে যায়।

যা আমাদের অবশ্যই মনে রাখা উচিত

একদিন আমরাও বয়সের ভারে ন্যুব্জ হবো, আমরাও হবো মা–বাবা। তখন যদি আমাদের সন্তানরাও আমাদের প্রতি উদাসীন থাকে—তাহলে কেমন লাগবে? তাই নিজের ভবিষ্যৎ, ঈমান ও আখিরাতের কথা ভেবে হলেও মা–বাবার প্রতি উত্তম আচরণ করা প্রত্যেক মুমিনের জন্য আবশ্যক।

মা-বাবার সেবার পাশাপাশি তাদের জন্য দোয়াও করতে হবে। কীভাবে দোয়া করতে হবে তা আল্লাহ তাআলা নিজেই পবিত্র কোরআনে শিখিয়ে দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন, 'তাদের (মা-বাবা) জন্য সদয়ভাবে নম্রতার বাহু প্রসারিত করে দাও। আর বলো, 'রাব্বির হাম হুমা কামা রাব্বায়ানি সাগিরা।' অর্থ: 'হে আমার প্রতিপালক, তাদের প্রতি দয়া কর, যেমনভাবে তারা আমাকে শৈশবে লালন-পালন করেছেন।' (সুরা ইসরা ২৪)

সন্তান কে ছোট থেকেই বুজাতে হবে এই দুনিয়া টা আখিরাতের বাজার।আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করার জন্য। আমরা একদিন এই দুনিয়ায় ছিলাম না,আজকে আছি আবার একদিন এই দুনিয়ায় থাকব না।আমাদের সাথে কিচ্ছুই যাবে না,যাবে শুধু আমাদের ঈমান,আমল আর উত্তম আখলাক।

তাই আমাদের বেশি বেশি ইবাদত বন্দেগি করতে হবে।

ইমান(কালিমা),নামাজ,রোজা,হজ্জ,যাকাত এর পাশাপাশি মানুষের সাথে সুন্দর ব্যাবহার করা বড় একটা ইবাদত সেই সাথে সর্বদা সত্য কথা বলা অন্যের হক নষ্ট না করা,ওয়াদা করে ওয়াদা খেলাফ না করা মুমিনের বৈশিষ্ট্য।

অনেকে এমনো আছে যে মাদ্রাসায় পড়েছে হাফেজ হয়েছে কিন্তু সময় মতো নামাজ আদায় করে না,,চুল গুলো বখাটে ছেলেদের মতো কাটে,অনেক মেয়ে বেপর্দা ভাবে চলাচল করে নাটক সিনেমা দেখায় মগ্ন থাকে,,বাজে ছেলে মেয়েদের সাথে আড্ডা দিয়ে খারাপ হয়ে যায়,,এই জন্য শুধু দ্বীনি শিক্ষা দিয়েই আমাদের দায়িত্ব শেষ নয়।

দ্বীনি শিক্ষার পাশাপাশি আমল করাও শিক্ষা দিতে হবে,ছোট থেকেই আমল গুজার না হলে বড় হয়ে গেলে সহজে আমল গুজার হওয়া বড় কঠিন কাজ।

সন্তান লালনপালনে মায়ের ভুমিকা কেমন? সন্তান লালনপালনে মায়ের ভুমিকা অপরিসীম,সুতরাং মাকে অবশ্যই দ্বীনদ্বার হতে হবে।

এই জন্য কবী বলেছেন তোমরা শিক্ষিত মা দাও,আমি তোমাদের শিক্ষিত জাতি দিব।

মা বাবা দুজনকেই দ্বীনদ্বার হতে হবে,তবে মায়ের ভুমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের জান্নাত মহানবী (সা.) মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের জান্নাত বলে ঘোষণা দিয়েছেন। একবার মুয়াবিয়া ইবনে জাহিমাহ (রা.) নবীজি (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, ‘হে আল্লাহর রাসুল (সা.), আমি যুদ্ধে যেতে চাই। আর এ ব্যাপারে আপনার পরামর্শ কামনা করছি।’ উত্তরে নবীজি (সা.) বলেন, ‘তোমার মা জীবিত আছেন কি?’ তিনি বললেন, ‘হ্যাঁ, তিনি জীবিত আছেন।’ নবীজি (সা.) বললেন, ‘তাহলে তার সেবা করো। কেননা (তোমার) জান্নাত তার দুই পায়ের নিচে।’ (সুনানে নাসায়ি: ৩১০৪)

সন্তান যেমন মায়ের পেট থেকে জন্ম গ্রহন করে ঠিক তেমনি মায়ের মুখের ভাষা আর আচার-আচরণ ও শিখে।

সন্তান মায়ের কাছেই বেশি থাকে,মা কি করে কিভাবে চলে কি বলে সেগুলোই সন্তানের উপর প্রভাব পরে।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বাবা জীবিকার তাগিদে দুরে থাকেন তাই সন্তানেরা মায়ের উপর নির্ভরশীল।

মেয়েদের কে ছোট্ট বেলা থেকেই কালিমা,নামায,যাকাত,রোজা,হজ্জ,উত্তম আখলাকের পাশাপাশি বাড়ির কাজ কর্ম গুলো শিখিয়ে নেওয়া জরুরি।

কিভাবে সংসার করতে হবে,বিয়ের পরে স্বামীর ঘর-সংসার গুছিয়ে রাখতে হবে,স্বামীর সেবা করতে হবে,স্বামীর আদেশ-নির্দেশ মেনে চলতে হবে যদি শরিয়ত বিরোধী কথা বা কাজ না হয়।

শশুড়-শাশুড়িকে মা-বাবার মতো সম্মান করতে হবে,তাদের সেবা যত্ন করতে হবে তাদের কথা মতো চলতে হবেস,যদি শরিয়ত বিরোধী কাথা বা কাজ না হয়।

মাকে হতে হবে তার সন্তানের রোল মডেল,মেয়ে যেন বলে মা যেমন আমিও তেমন হতে চাই।

ছেলে যেন বলে আমার মা আমার রোল মডেল আমি আমার মায়ের মতো হতে চাই,আল্লাহ আমাদের সেই তাওফিক দান করুন আমিন।

সন্তান লালনপালনে বাবার ভুমিকা কেমন?

সন্তান লালনপালনে বাবার ভুমিকাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়,বাবার ভুমিকাও অপরিসীম।

তবে জীবিকার তাগিদে বাবা কে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সন্তানের থেকে দুরে থাকতে হয়।তবুও দুর থেকেও বাবার দায়িত্ব অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখে।
তাই বাবাকে এমন হতে হবে যেন তার ছেলে-মেয়ে বলে আমি আমার বাবার মতো হতে চাই।
বাবা কে হতে হবে তার সন্তানের রোল মডেল।
সব সময় সন্তানের প্রতি নজর রাখতে হবে,আমার সন্তান কোথায় যায় কার সাথে চলে কি করে সব দিকে নজর রাখতে হবে,নিয়মিত স্কুলে,মাদ্রাসায় যায় কিনা,ক্লাস করে কিনা খবর রাখতে হবে।আপনি যদি প্রবাসি হয়ে থাকেন অথবা দুরে কোথাও কর্মরত থাকেন সেখান থেকেও প্রতিনিয়ত সন্তানের খোজ খবর নিতে হবে,প্রতিনিয়ত সন্তানের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।সন্তানের রেজাল্ট পড়াশোনার ব্যাপারে খোজ নিতে হবে।
রেজাল্ট ভালো হলে প্রশংসা করতে হবে,খারাপ হলে কিভাবে ভালো করা যাবে সেই পরামর্শ দিতে হবে।কখনো বকা দিয়ে গালিগালাজ করে সন্তান কে মানুষ করা যায় না, এই ক্ষেত্রে বাবা-মা উভয়ের খেয়াল রাখতে হবে,কখনো গালি-গালাজ মারধোর করা যাবে না। সকল ক্ষেত্রেই হোক সেইটা পড়াশোনা কিংম্বা অন্য বিষয়,যাই হোকনা কেনো রাগারাগি কোনো সমাধান নয়।
সর্বদা বাবা-মা কে মাথা ঠান্ডা রেখে সন্তানকে সুপরামর্শ দিয়ে পাশে থাকতে হবে।বন্ধুর মতো মিশতে হবে সন্তানের সাথে, বাবা মা দুজনকেই সন্তানের রোল মডেল হয়ে পাশে থাকতে হবে। আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের সবাইকে সেই তাওফিক দান করুন আমিন।

অধ্যায় ৪:সন্তান ও জান্নাত-কুরআন ও হাদিসের আলোকে।

সন্তান এমন এক সম্পদ যার ফল শুধু দুনিয়াতেই নয় আখিরাতেও পাওয়া যায়।সন্তান কে মানুষের মতো মানুষ আল্লাহ ওয়ালা দ্বীনদ্বার মুত্তাকী বানাতে পারলে তার প্রতিফল দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জাহানেই পাওয়া যাবে,আল্লাহ তায়ালা কুরআনে এরশাদ করেন:যারা ঈমানদার এবং যাদের সন্তানরা ঈমানে তাদের অনুগামী, আমি তাদেরকে তাদের পিতৃপুরুষদের সাথে মিলিত করে দেব এবং তাদের আমল বিন্দুমাত্রও হ্রাস করব না। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃত কর্মের জন্য দায়ী(সুরা তুর আয়াত নং ২১)
স্থায়ীভাবে অবস্থানের সেই উদ্যানসমূহ, যার ভেতর তারা নিজেরাও প্রবেশ করবে এবং তাদের বাপ-দাদাগণ, স্ত্রীগণ ও সন্তানদের মধ্যে যারা নেককার হবে, তারাও। আর (তাদের অভ্যর্থনার জন্য) ফেরেশতাগণ তাদের নিকট প্রত্যেক দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে(সুরা রাদ আয়াত নং ২৩)
মানুষ মৃত্যুর পরেও নেক সন্তানের জন্য তার আমল জারি থাকেন হাদিসে এসেছে:রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করে, তখন তার সমস্ত আমল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় কেবল তিনটি আমল ব্যতীত। (১) ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ। (যেমন মসজিদ, মাদরাসা, ইয়াতীমখানা, রাস্তা ও বাঁধ নির্মাণ, অনাবাদী জমিকে আবাদকরণ, সুপেয় পানির ব্যবস্থাকরণ, দাতব্য চিকিৎসালয় ও হাসপাতাল স্থাপন বই ক্রয় করে বা ছাপিয়ে বিতরণ, বৃক্ষরোপণ ইত্যাদি)। (২) ইলম, যা দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়। (যা মানুষকে নির্ভেজাল তাওহীদ ও ছহীহ সুন্নাহর পথ দেখায় এবং যাবতীয় শিরক ও বিদ‘আত হ’তে বিরত রাখে। উক্ত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে শিক্ষাদান করা, ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে সহযোগিতা প্রদান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ, বিশুদ্ধ আক্বীদা ও আমল সম্পন্ন বই-প্রবন্ধ লেখা, ছাপানো ও বিতরণ করা এবং এজন্য অন্যান্য স্থায়ী প্রচার মাধ্যম স্থাপন ও পরিচালনা করা ইত্যাদি)। (৩) সুসন্তান, যে তার জন্য দো‘আ করে’। (মৃতের জন্য সর্বোত্তম হাদিয়া হ’ল সুসন্তান, যে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, ছাদাক্বা করে, তার পক্ষ হ’তে হজ্জ করে ইত্যাদি)। *(মুসলিম হা/১৬৩১, মিশকাত হা/২০৩)*।
সন্তানদের হাফেজ হাফেজা বানাতে পারলেও তার জন্য তার পিতা মাতার জন্য রয়েছে বিশেষ পুরুষ্কার হাদিসে এসেছে:হাদিসে ইরশাদ হয়েছে, হজরত মুয়াজ জুহানি (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, হজরত রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, ‘যে ব্যক্তি কোরআন পাঠ করেছে এবং তাতে যা আছে সে অনুযায়ী আমল করেছে, তাহলে তার মা-বাবাকে কেয়ামত দিবসে একটি (নূরের) তাজ (টুপি) পরানো হবে। যদি সূর্য তোমাদের ঘরে প্রবেশ করত, তাহলে ওই সূর্যের আলো অপেক্ষাও ওই টুপির আলো উজ্জ্বলতর হবে। এখন তোমরা চিন্তা করো,

যে ব্যক্তি কোরআনের নির্দেশ অনুসারে আমল করে, তার মর্যাদা ও অবস্থা কত উত্তম হবে?' *-(আবু দাউদ: ১৪৫৩; শুআবুল ঈমান: ১৭৯৭)*

হজরত ইবনে আবু তালেব (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে, হজরত রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, 'যে ব্যক্তি কোরআন পাঠ করে এবং তা মুখস্থ করেছে অতঃপর কোরআন যা হালাল করেছে সে নিজের জন্য তা হালাল করেছে এবং কোরআন যা হারাম করেছে সে নিজের জন্য তা হারাম করেছে, তাহলে আল্লাহতায়ালা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং নিজ পরিবারের এমন দশজনের জন্য তার সুপারিশ কবুল করা হবে। যাদের পরিণাম জাহান্নাম অবধারিত ছিল।' *-(তিরমিজি: ৫/২৯০৫)*

সন্তান-সন্ততি বান্দার প্রতি আল্লাহর উপহার। কারণ, সুসন্তান জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ। সন্তানকে মানবজীবনের সৌন্দর্য ও রূপ বলা হয়েছে:

ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য এবং স্থায়ী সৎকর্মসমূহ আপনার পালনকর্তার কাছে প্রতিদান প্রাপ্তি ও আশা লাভের জন্যে উত্তম(সুরা কাহাফ আয়াত নং ৪৬)

সন্তান লাভের বিষয়টিকে মহান আল্লাহ 'দান' বলেও আখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'যাকে খুশি তিনি সন্তান দান করেন এবং যাকে খুশি পুত্রসন্তান দান করেন। যাকে খুশি কন্যা ও পুত্র উভয়টি দান করেন। আর যাকে ইচ্ছে বন্ধ্যা করে দেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ, ক্ষমতাশালী।' (সুরা আশ-শুরা, আয়াত : ৪৯,৫০

হাদিসে কন্যা সন্তানের জন্য আলাদা ভাবে জান্নাত লাভের ফজিলত বর্ণনা করেছেন:

হযরত আবদুল্লাহ উমর (রা.) বর্ণনা করেন, রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, 'ওই নারী বরকতময়ী ও সৌভাগ্যবান, যার প্রথম সন্তান মেয়ে হয়। কেননা, (সন্তানদানের নেয়ামত বর্ণনা করার ক্ষেত্রে) আল্লাহ তায়ালা মেয়েকে আগে উল্লেখ করে বলেন, তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন, আর যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন। ' *-(কানযুল উম্মাল ১৬:৬১১)*

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেন, 'যার তিনটি কন্যাসন্তান থাকবে এবং সে তাদের কষ্ট-যাতনায় ধৈর্য ধরবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (মুহাম্মদ ইবন ইউনূসের বর্ণনায় এ হাদীসে অতিরিক্ত অংশ হিসেবে এসেছে) একব্যক্তি প্রশ্ন করলো, হে আল্লাহর রাসুল, যদি দু'জন হয়? উত্তরে তিনি বললেন, দু'জন হলেও। লোকটি আবার প্রশ্ন করলো, যদি একজন হয় হে আল্লাহর রাসুল? তিনি বললেন, একজন হলেও। ' (বাইহাকি, শুয়াবুল ঈমান : ৮৩১১)

হজরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে নবী (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি দু'টি কন্যাকে তারা সাবালিকা হওয়া পর্যন্ত লালন-পালন করবে, কেয়ামতের দিন আমি এবং সে এ দু'টি

আঙ্গুলের মতো পাশাপাশি আসবো (অতঃপর তিনি তার আঙ্গুলগুলি মিলিত করে দেখালেন)'। *(মুসলিম, হাদিস নং: ২৬৩১, তিরমিজি, হাদিস নং: ১৯১৪, মুসনাদ আহমদ, হাদিস নং: ১২০৮৯, ইবনু আবি শাইবা, হাদিস নং: ২৫৯৪৮)*

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলনে, রাসুল (সা.) ইরশাদ করনে, 'যার ঘরে কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলো, অতঃপর সে ওই কন্যাকে কষ্ট দেয়নি, মেয়ের ওপর অসন্তুষ্টও হয়নি এবং পুত্র সন্তানকে তার ওপর প্রধান্য দেয়নি, তাহলে ওই কন্যার কারণে আল্লাহ তায়ালা তাকে জান্নাতে প্রবেশকরাবেন। ' (মুসনাদ আহমদ, হাদিস নং: ১/২২৩)

আয়েশা (রা.) বলেন, 'আমার কাছে এক নারী এলো। তার সঙ্গে তার দুই মেয়ে। আমার কাছে সে কিছু প্রার্থনা করলো। সে আমার কাছে একটি খেজুর ছাড়া কিছুই দেখতে পেলো না। আমি তাকে সেটি দিয়ে দিলাম। সে তা গ্রহণ করললো এবং তা দুই টুকরো করে তার দুই মেয়ের মাঝে ভাগ করে দিলো। তা থেকে সে নিজে কিছুই খেলোল না। তারপর নারীটি ও তার মেয়ে দু'টি উঠে পড়লো এবং চলে গেলো।

ইত্যবসরে আমার কাছে নবী (সা.) এলেন। আমি তার কাছে ওই নারীর কথা বললাম। নবী (সা.) বললেন, 'যাকে কন্যা দিয়ে কোনো কিছুর মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয় আর সে তাদের প্রতি যথাযথ আচরণ করে, তবে তা তার জন্য আগুন থেকে রক্ষাকারী হবে। ' *-(মুসলিম, হাদিস নং : ৬৮৬২; মুসনাদ আহমদ, হাদিস নং : ২৪৬১৬)*

*শুধু জীবিত অবস্থায়ই সন্তান মা-বাবার জন্য জান্নাতের মাধ্যম হবে এমনটা নয়,,সন্তান ছোট বেলায় মৃতু বরন করলেও মুমিন,মুমিনাদের জন্য জান্নাতের কারণ হবে হাদিসে এসেছে:*শিশু অবস্থায় কোন ছেলে-মেয়ে মারা গেলে তারা ক্বিয়ামতের দিন তাদের মুসলিম পিতা-মাতাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, মুসলিম শিশু সন্তানেরা জান্নাতের 'শিশু খাদেম' হবে। তাদের কেউ পিতা-মাতা কাউকে পেলে তার কাপড় ধরে টেনে জান্নাতে না নেওয়া পর্যন্ত ছাড়বে না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৫২)*।

সেই সত্তার শপথ; যার হাতে আমার প্রাণ আছে! গভচ্যুত (মৃত) শিশু তার নাভির নাড়ী ধরে নিজের মাতাকে বেহেস্তের দিকে টেনে নিয়ে যাবে---যদি ঐ মা (তার গর্ভপাত হওয়ার সময়) ঐ সওয়াবের আশা রাখে তবে।" (সহীহ ইবনে মাজাহ ১৩০৫নং)।

অন্য এক বর্ণনা অনুযায়ী, সে তার পিতা-মাতার কাপড় ধরে জান্নাতে নিয়ে যাবে। (সিঃ সহীহাহ ৪৩২নং)

তিনি আরো বলেছেন, "যে মহিলার তিনটি শিশু মারা যাবে, সেই মহিলার জন্য ঐ শিশুরা জাহান্নাম থেকে পর্দা স্বরূপ হবে।" এক মহিলা বলল, আর দুটি মারা গেলে?" তিনি বললেন,

“দুটি মারা গেলেও। (তারাতার মায়ের জন্য জাহান্নাম থেকে পর্দা হবে।)” (বুখারী ১০ ১ নং, মুসলিম ২৬৩৩ নং)

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা এইটা বুজতে পারলাম মুমিনদের জন্য সন্তান আল্লাহর পক্ষ থেকে বড় নেয়ামত।এই সন্তান দ্বীনদ্বার মুত্তাকী হলেও বাবা মায়ের জন্য জান্নাতে যাওয়ার কারণ হবে।

আবার কন্যা সন্তান হলেও জান্নাতে যাওয়ার মাধ্যম হবে।আবার যদি ছোট্ট বেলায় মারাও যায় আর সেই মুমিনগণ যদি আল্লাহর উপর ধৈর্য ধারণ করেন তাহলে আল্লাহ তাদের জান্নাত দান করবেন।

আমাদের সকলের প্রধান কামনা থাকবে সন্তান কে দ্বীন দ্বার আল্লাহ ওয়ালা আলেম ওলামা বানানোর ইনশাআল্লাহ,আল্লাহ আমাদের সেই তাওফিক দান করুন আমিন।

অধ্যায় ৫:সন্তানদের অবহেলা ও সমাজে বিপর্যয়:

সন্তানদের পারিবারিক অবহেলার কারনেই আজকে আমাদের সমাজে ভিবিন্ন বিপর্যয় দেখা দিয়েছে যেমন: মাদকসেবন করা,জুয়া খেলা,সুদ খাওয়া,ঘুষ খাওয়া,ইভটিজিং করা,প্রেমের নামে যিনা-ব্যাবিচার করা,ধর্ষণ,সমকামিতা,আত্যহত্যা,মানুষ খুন করা,চুড়ি,ডাকাতি ছিনতাই ইত্যাদি দিন দিন বেড়েই চলেছে।

আমরা এই সমাজের মানুষ,আমাদের এই সমাজেই বসবাস করতে হবে তাই এই সমাজ কে সুষ্ঠু সুন্দর ভাবে বসবাসের উপযোগী করে গড়ে তোলা আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য।তাই আমরা আমাদের সন্তানদের কে কখনো অবহেলা করব না।তাদের খোজ খবর রাখা তাদের সঠিক শিক্ষা দেওয়া,তাদের প্রয়োজন আমাদের সাধ্যের মধ্যে পুরনো করা আমাদের মা-বাবা দের দায়িত্ব।

সন্তান জন্মের পর তাকে পারিবারিক শিক্ষা ও ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া অতি জরুরি।পারিবারিক শিক্ষা বড় একটা শিক্ষা,পারিবারিক শিক্ষার অভাবে অনেক লোক উচ্চ শিক্ষিত হয়েও বেয়াদবের মতো আচার আচরণ।উচ্চ শিক্ষিত হয়ে উচ্চ পদে বসে বাবার বয়সী-মায়ের বয়সী,বড় ভাই-বোনের বয়সী লোকের সাথে খারাপ আচরণ করে বসে।বড় কর্মকর্তা হওয়া সত্বেও রাস্তা-ঘাটে রিক্সাওয়ালা অটো সিএনজি চালকদের সাথে খারাপ আচরণ করে বসে। বাজার-ঘাটে ব্যাবসায়ীদের সাথে সামান্য ব্যাপারে সিনক্রিয়েট করে বসে,যেখানে সেখানে ক্ষমতার বড়াই করা যেন আমাদের দেশের ট্রেডিশন হয়ে গিয়েছে এই সবই পারিবারিক শিক্ষার অভাবে।

১৩,১৪ বছরের ছেলে মেয়েরা প্রেমের নামে যেনার সম্পর্ক করে বেড়াচ্ছে,অনেক বাবা-মা এই গুলা জেনেও চুপ থাকে এইটা খুব জঘন্যতম একটা সিস্টেম।বাবা-মা দের উচিৎ ছিল আমার সন্তান আমার ছেলে আমার মেয়ে কোথায় যায় কি করে,কার সাথে চলে,কোনো অনৈতিক কাজে জড়িয়ে যাচ্ছে কিনা সেই দিকে খেয়াল রাখা,কিন্তু কিছু বাবা-মা তা না করে ছেলে মেয়েদের অবাদ মেলামেশা কে দেখেও না দেখার ভাব ধরে চুপ করে থাকে।শাসন করা যেন আমাদের সমাজ থেকে উঠেই গেছে,স্কুলে শিক্ষক-শিক্ষিকারা যদি এইগুলা জেনে বুজে শাসন করে বা অন্য কোনো বেয়াদবির জন্য শাসন করে সেখানে গিয়েও কিছু পিতা-মাতারা গিয়ে শিক্ষকগনদের সাথে রাগারাগি করে আসে,যে আমার সন্তানকে কেনো মারলেন! অথচ উচিত ছিলো বাড়িতেই সন্তান কে আগেই শাসন করা সেই সাথে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছে সন্তানের ব্যাপারে খোজ খবর নেওয়া এবং শিক্ষকদের বলা যে আমার সন্তানের বেয়াদবি পেলে কোনো অনৈতিক কিছু পেলে সাথে সাথে শাসন করবেন কিন্তু সেইটা না করে উল্টো শিক্ষকদের উপর প্রেসার দেয় কিছু সংখ্যক

মানুষ।এই সকল বিষয় গুলা পারিবারিক শিক্ষার অভাবে হয়,সন্তানের প্রতি অবহেলার কারনেই হয়ে থাকে।

এর পরে রইলো ধর্মীয় শিক্ষার অভাব,বাবা মায়ের একটা অবহেলা সন্তান কে সময় মতো ধর্মীয় শিক্ষা না দেওয়ার কারণে সন্তান যেনার মতো জঘন্যতম কাজে লিপ্ত হচ্ছে অপ্রাপ্য বয়সেই।মেয়ে ইজ্জত হারাচ্ছে বিয়ের বয়স হওয়ার আগেই।অনেক ক্ষেত্রে এমনটা দেখা যায় নিজ পরিবার থেকেই মেয়ের ইজ্জত হারাচ্ছে(নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক)।

ধর্মীয় শিক্ষা আর পারিবারিক শিক্ষার অভাবে ভাই বোনের মধ্যেও যেনা হয়ে যাচ্ছে(আস্তাগফিরুল্লাহ)

ধর্মীয় শিক্ষার অভাবে উচ্চ শিক্ষিত হয়ে দেশের উচ্চ পদে বসেও দেশের বড় বড় ক্ষতি করতেছে,দেশের মানুষের ক্ষতি করতেছে।

আজকে আমাদের বাংলাদেশের দিকে তাকিয়ে দেখুন যত বড় বড় ক্ষতি দেশ ও দেশের মানুষের হচ্ছে তাদের সাথে অধিকাংশ উচ্চ শিক্ষিত উচ্চ পদের কর্মকর্তা জড়িত।

ভালো করে তাকিয়ে দেখুন তো সমাজে বড় বড় দুর্নীতির সাথে কয়জন মাদ্রাসা পড়ুয়া শিক্ষার্থী বা আলেম ওলামা জড়িত আছে?

যদিও পান তাহলেও সংখ্যায় খুব কম সংখক তাও আবার ছোট খাটো দুর্নীতির সাথে পেলেও পেতে পারেন,আবার নাও পেতে পারেন।

কিন্তু জেনারেল শিক্ষায় উচ্চ শিক্ষিত হয়ে উচ্চ পদে বসে ৯৯% মানুষ দেশ ও দেশের ক্ষতি করে যাচ্ছে এই সব কিছুর পিছনে রয়েছে ধর্মীয় শিক্ষার অভাব ও পারিবারিক শিক্ষার অভাব,পারিবারিক অবহেলার কারনেই।

যদি ছোট বেলা পরিবার থেকে শিক্ষা দেওয়া হতো যে সুদ খাওয়া হারাম আল্লাহ কুরআনে সুদ কে হারাম করেছেন

সুদে লিপ্তরা শয়তানে আচ্ছন্ন: “যারা সুদ খায়, তারা কিয়ামতের দিন সেই লোকের মতো দাঁড়াবে যাকে শয়তান আচ্ছন্ন করে পাগল করে দেয়।” (সুরা বাকারা, আয়াত: ২৭৫)

এই আয়াত বলে দিচ্ছে—সুদখোর মানুষের আত্মা ও নৈতিকতা ধ্বংস হয়ে যায়, তার মানসিক স্থিরতা হারিয়ে যায়। (*তাফসীর ইবনে কাসীর*, দারুস সালাম, রিয়াদ: ২০০৩, খণ্ড ১, পৃ. ৭১৮)

২. আল্লাহর যুদ্ধ ঘোষণা: “হে মুমিনগণ, আল্লাহকে ভয় করো এবং সুদের যা বাকি আছে তা ছেড়ে দাও, যদি তোমরা সত্যিকার মুমিন হও। আর যদি তা না করো, তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে নাও।” (সুরা বাকারা, আয়াত: ৭৮-২৭৯)

কোরআনের কোথাও অন্য কোনো গোনাহের জন্য এভাবে সরাসরি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের যুদ্ধ ঘোষণার কথা আসেনি। সুদ এখানে ব্যতিক্রম। (সায়্যিদ কুতুব, *ফি জিলালিল কোরআন,* দারুশ শুরুক, কায়রো: ২০০০, খণ্ড ১, পৃ. ৩৪৫)

যদি ছোট বেলা সন্তানকে অবহেলা না করে সুদের বুজায় বড় হয়ে সুদ খেও না সুদ খেলে এই রকম বড় গুনাহ হবে আল্লাহ ও তার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করবছেন তাহলে সেই সন্তান বড় হয়ে সুদ খেতে দুইবার চিন্তা করবে।

আর যদি ছোট বেলায় মাদরাসায় পড়ত বা ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হত তাহলেও সুদের ধারের কাছেও যেত না।

ঘুষ: ঘুষ খাওয়া এটি রাষ্ট্রীয় আইন ও ধর্মীয় আইন, মানবিক,সামাজিক ও পারিবারিক দিক সকল দিক থেকেই অপরাধ।কিন্তু আমাদের এই সমাজে এখন ঘুষ খাওয়া টা একটা ফ্যাশনে একটা ক্রেডিট এ পরিনত হয়েছে,এর পিছনে মুল কারণ হলো পারিবারিক অহবেলার জন্য পারিবারিক শিক্ষা ও ধর্মীয় শিক্ষার অভাব।যার মনে আল্লাহর ভয় আছে সে কখনো ঘুষ নিতে পারে না।

যদি পরিবার থেকে বলত তোমার ঘুষের টাকা আমরা খাব না তাহলে কোন সন্তান ঘুষ নিত না।

যদি ছোট বেলায় পরিবার থেকে শিক্ষা দিত যে কুরআন,হাদিসে ঘুষের ব্যাপারে এভাবে বলা আছে:আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ وَتُدۡلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلۡحُكَّامِ لِتَأۡكُلُواْ فَرِيقٗا مِّنۡ أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلۡإِثۡمِ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ١٨٨﴾ [البقرة: ١٨٨]

"তোমরা অন্যায়ভাবে পরস্পরের সম্পদ ভক্ষণ করো না এবং জেনে-বুঝে মানুষের সম্পদ থেকে ভক্ষণের জন্য বিচারকদের দরবারে উহার আরযী পেশ করো না"। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৮৮]

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন,

«لَعَنَ اللهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ فِي الْحُكْمِ»

"বিচার-ফায়সালায় ঘুষ দাতা ও ঘুষ গ্রহীতা উভয়ের উপরে আল্লাহ তা'আলা লা'নত করেছেন"(*মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ৯০১১; সহীহুল জামে', হাদীস নং ৫০৯৩)*

তবে যদি ঘুষ প্রদান ব্যতীত নিজের পাওনা বা অধিকার আদায় সম্ভব না হয় কিংবা ঘুষ না দিলে যুলুম-অত্যাচারের শিকার হতে হয় তবে ঐ অধিকার আদায় ও যুলুম নিরোধ কল্পে ঘুষ দিলে ঘুষদাতা উক্ত শাস্তির আওতায় পড়বে না।

এইভাবে কুরআন,হাদিস দিয়ে ছোট বেলায় কোন সন্তান কে সঠিল শিক্ষা দিলে বড় হয়ে সেই সন্তান ঘুষখোর হত না।

আজকে ঘুষ দিতে না পেরে কত মানুষের চাকরি হচ্ছে না,যোগ্যতা থাকা স্বত্তেও বেকার বসে আছে।

ঘুষ একটা সামাজিক ব্যাধি যার ফলে সমাজে অনেক বড় বিপর্যয় দেখা দেয়,আর এই ঘুষের সাথে জড়িত ৯৯% মানুষ জেনারেল শিক্ষায় উচ্চ শিক্ষিত হয়ে উচ্চ পদে বসে আছে।

এরা দেশ ও জাতির শত্রু,আমাদের দেশের এই বিপর্যয় বন্ধের জন্য সন্তান জন্মের পর তাকে সঠিক শিক্ষা দিতে হবে,সন্তানের প্রতি অবহেলা করা যাবে না,আল্লাহ আমাদের সেই তাওফিক দান করুন আমিন।

প্রেমর নামে যিনা ব্যাবিচার,ইভটিজিং,ধর্ষণ:যদি ছোট বেলায় পারিবারিক শিক্ষা দিত যে বড় হয়ে কখনো ইভটিজিং করবে না,,কাওকে ধর্ষণ করবে না,প্রেমের নামে যিনা-ব্যাবিচারের মত জঘন্যতম অপরাধ কখনো করবে না এতে আল্লাহ নারাজ হন কুরআনে আল্লাহ বলেছেন:

﴿وَلَا تَقۡرَبُواْ ٱلزِّنَىٰٓۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَسَآءَ سَبِيلٗا ٣٢ ﴾ [الاسراء[٣٢ :

“তোমরা যিনা ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না। কারণ তা হলো অশ্লীল এবং নোংরা পথ(সুরা ইসরাঈল আয়াত নং ৩২)

যিনার কাছেও যেয়ে না” এ হুকুম ব্যক্তির জন্য এবং সামগ্রিকভাবে সমগ্র সমাজের জন্যও। আয়াতে ব্যভিচার হারাম হওয়ার দুটি কারণ উল্লেখ করা হয়েছেঃ এক, এটি একটি অশ্লীল কাজ। মানুষের মধ্যে লজ্জা-শরাম না থাকলে সে মনুষ্যত্ব থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। অতঃপর তার দৃষ্টিতে ভালমন্দের পার্থক্য লোপ পায়। কিন্তু যাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের সামান্যতম অংশও বাকী আছে তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিলে তারা ব্যভিচারকে অন্যায় বলে স্বীকৃতি দিতে দ্বিধা করে না। আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এক যুবক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে ব্যভিচার করার অনুমতি দিন। এটা শুনে চতুর্দিক থেকে লোকেরা তার দিকে তেড়ে এসে ধমক দিল এবং চুপ করতে বলল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কাছে ডেকে নিয়ে বললেন, বস। যুবকটি বসলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তুমি কি এটা তোমার মায়ের জন্য পছন্দ কর? যুবক উত্তর করলঃ আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন, আল্লাহর শপথ, তা কখনো পছন্দ করি না।

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তেমনিভাবে মানুষও তাদের মায়েদের জন্য সেটা পছন্দ করে না। তারপর রাসূল বললেন, তুমি কি তোমার মেয়ের জন্য তা পছন্দ কর? যুবক উত্তর করলঃ আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন, আল্লাহর শপথ, তা কখনো পছন্দ করি না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ অনুরূপভাবে মানুষ তাদের মেয়েদের জন্য সেটা পছন্দ করে না। তারপর রাসূল বললেন, তুমি কি তোমার বোনের জন্য সেটা পছন্দ কর? যুবক উত্তর করলঃ আল্লাহ আমাকে

আপনার জন্য উৎসর্গ করুন, আল্লাহর শপথ, তা কখনো পছন্দ করি না। তখন রাসূল বললেনঃ তদ্রুপ লোকেরাও তাদের বোনের জন্য তা পছন্দ করে না। (এভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ফুফু, ও খালা সম্পর্কেও অনুরূপ কথা বললেন আর যুবকটি একই উত্তর দিল) এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উপর হাত রাখলেন এবং বললেন, "হে আল্লাহ! তার গুনাহ। ক্ষমা করে দিন, তার মনকে পবিত্র করুন এবং তার লজ্জাস্থানের হেফাযত করুন।" বর্ণনাকারী সাহাবী বলেন, এরপর এ যুবককে কারো প্রতি তাকাতে দেখা যেত না। [মুসনাদে আহমাদঃ ৫/২৫৬, ২৫৭]

দ্বিতীয় কারণ সামাজিক অনাসৃষ্টি। ব্যভিচারের কারণে এটা এত প্রসার লাভ করে যে, এর কোন সীমা-পরিসীমা থাকে না। এর অশুভ পরিণাম অনেক সময় সমগ্র গোত্র ও সম্প্রদায়কে বরবাদ করে দেয়। এ কারণেই ইসলাম এ অপরাধটিকে সব অপরাধের চাইতে গুরুতর বলে সাব্যস্ত করেছে। এবং এর শাস্তি ও সব অপরাধের শাস্তির চাইতে কঠোর বিধান করেছে। কেননা, এই একটি অপরাধ অন্যান্য শত শত অপরাধকে নিজের মধ্যে সন্নিবেশিত করেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যিনাকারী ব্যক্তি যিনা করার সময় মুমিন থাকে না। চোর চুরি করার সময় মুমিন থাকে না। মদ্যপায়ী মদ্যপান করার সময় মুমিন থাকে না। [মুসলিমঃ ৫৭]

এইভাবে পারিবারিক ও ধর্মীয় শিক্ষা দিলে বড় হয়ে সেই সন্তান এইরকম প্রেম ভালোবাসার নামে যিনা ব্যাববিচার,ইভটিজিং,ধর্ষণ এর মত জঘন্যতম পাপ করার আগে দুইবার ভাববেন তাই আমাদের উচিত সন্তানদের অবহেলা না করে পারিবারিক ও ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া।

মাধক সেবন ও জুয়া:পারিবারিক শিক্ষা ও ধর্মীয় শিক্ষার অবহেলার কারনেই সন্তানরা আজ মাধক সেবন ও জুয়া খেলার মতো খারাপ কাজে লিপ্ত হচ্ছে,পরিবার কে ফকির বানিয়ে ফেলতেছে,বাবা মায়ের কস্টে উপার্জিত সম্পদ মদ খেয়ে জুয়া খেলে শেষ করে দিচ্ছে,নিজে সংসার করতে পারে না মদ খেয়ে জুয়া খেলে সব কিছু ধংস করে দেয়।যদি পরিবার থেকে যদি ছোট বেলায় বলা হত আল্লাহ কুরআনের মাধক সেবনের ব্যাপারে আয়াত নাযিল করেছেন:কোরআন কারিমে বলা হয়েছে, '(হে রাসুল সা.) লোকেরা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলুন, উভয়ের মধ্যে আছে মহা পাপ এবং মানুষের জন্য উপকারও; কিন্তু এগুলোর পাপ উপকার অপেক্ষা অধিক। ' (সুরা-২ বাকারা, আয়াত: ২১৯)

শয়তান তো মদ ও জুয়া দিয়ে তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহ্ র স্মরণে ও সালাতে বাধা দিতে চায়। তবে কি তোমরা নিবৃত্ত হবে না ?(সুরা মায়িদা আয়াত নং ৯১)

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন, 'যখন নবীজির পক্ষ থেকে একজন ঘোষক মদিনার অলিগলিতে প্রচার করতে লাগলেন যে, মদপান হারাম ঘোষণা করা হয়েছে, তখন

যার হাতে মদের যে পাত্র ছিল, তা তারা সেখানেই ফেলে দিয়েছিলেন। সেদিন মদিনায় এত পরিমাণ মদ নিক্ষিপ্ত হয়েছিল যে, মদিনার অলিগলিতে বৃষ্টির ফলে সৃষ্ট কাদাপানির মতো অবস্থা হয়েছিল এবং অনেক দিন পর্যন্ত মদিনার অলিগলির অবস্থা এমন ছিল, যখনই বৃষ্টি হতো, মদের গন্ধ মাটির ওপর ফুটে উঠত।' (তাফসিরে মায়ারেফুল কোরআন : ১/৫২৫)
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যিনাকারী ব্যক্তি যিনা করার সময় মুমিন থাকে না। চোর চুরি করার সময় মুমিন থাকে না। মদ্যপায়ী মদ্যপান করার সময় মুমিন থাকে না। [মুসলিমঃ ৫৭]

- এইভাবে কুরআন ও হাদিসের দ্বারা ছোট বেলা থেকেই শিক্ষা দিলে অবহেলা না করলে সেই সন্তান বড় হয়ে মদ জুয়া থেকে অবশ্যই দুরে থাকবে ইনশাআল্লাহ,আল্লাহ আমাদের সহিহ বুজ দান করুন আমিন।

সমকামিতা:আজকে আমাদের সন্তানের প্রতি খেয়াল না থাকার কারণে তারা সমকামিতায় জড়িয়ে যাচ্ছে।
সন্তানের প্রতি অবহেলা আর পারিবারিক শিক্ষা ও ধর্মীয় শিক্ষার অভাবে সমাজের এই বিপর্যয় সৃষ্টির এক মাত্র কারণ।
সমকামিতা একটা সামাজিক ব্যাধি,সমকামিতা সমাজ দেশ ও জাতিকে ধংস করে দেয়।
সমকামিতা একটি ঘৃণ্য অপরাধ এবং কবীরা গুনাহ। এই পাপের কারণেই বর্তমান পৃথিবী এইডস-এর মত মরণ ব্যধিতে ভরে গেছে। এটাই আল্লাহর গযব।
যদি ছোট বেলায় সন্তাকে বুজানো হত কুরআন হাদিসে এইভাবে বলা হয়েছে:
আর আমি লূতকেও পাঠিয়েছিলাম। সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'তোমরা এমন কুকর্ম করছো যা তোমাদের পূর্বে বিশ্বে কেউ করে নাই(সুরা আ'রাফ আয়াত নং ৮০)
তোমরা তো কামবশতঃ পুরুষদের কাছে গমন কর নারীদেরকে ছেড়ে। বরং তোমরা সীমা অতিক্রম করেছ।(সুরা আ'রাফ আয়াত নং ৮১)
আর আমি তাদের উপর (পাথরের) প্রচণ্ড বৃষ্টি বর্ষণ করলাম। সুতরাং দেখ, সে অপরাধীদের পরিণাম কেমন (ভয়াবহ) হয়েছিল।(সুরা আ'রাফ আয়াত নং ৮৪)
কারোর ব্যাপারে সমকাম প্রমাণিত হয়ে গেলে তাকে ও তার সমকামী সঙ্গীকে শাস্তি স্বরূপ হত্যা করতে হয়।
আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَنْ وَجَدْتُمُوْهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ فَاقْتُلُوْا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُوْلَ بِهِ»

"কাউকে সমকাম করতে দেখলে তোমরা উভয় সমকামীকেই হত্যা করবে(*সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৪৬২; তিরমিযী, হাদীস নং ১৪৫৬; ইবন মাজাহ)*

আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلاً أَوِ امْرَأَةً فِيْ الدُّبُرِ»

“আল্লাহ তা‘আলা এমন ব্যক্তির প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে কখনো তাকাবেন না যে সমকামে লিপ্ত হয় অথবা কোনো মহিলার মলদ্বারে গমন করে।(*ইবন আবী শাইবাহ, হাদীস নং ১৬৮০৩; তিরমিযী, হাদীস নং ১১৬৫)*

সুতরাং উপরোক্ত আয়াত ও হাদিস থেকে সমকামীদের ভয়াবহ শাস্তির কথা বুজতে পারলাম,ঠিক এই ভাবে সন্তানকে ছোট বেলায় অবহেলা না করে সঠিক শিক্ষা দিলে তারা সমকামি হবে না ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ তা’য়ালা আমাদের সবাইকে উক্ত আয়াত ও হাদিস অনুযায়ী আমল করার তাওফিক দান করুন আমিন।

আত্যহত্যা:আমাদের সমাজে আত্যহত্যা হার দিন দিন বেড়েই চলেছে এর পিছনে প্রধান কারণ হলো পারিবারিক অবহেলা।

সন্তানের সাথে রাগারাগি গালিগালাজ করা।

পাশের বাসার ছেলে-মেয়েদের সাথে তুলনা করা একটি মারাত্যক ব্যাধি।

পরিক্ষার রেজাল্ট খারাপ হলে তুলনা করা অমুকের ছেলে অমুকের মেয়ে ভালো রেজাল্ট করেছে,এই ধরনের কথা বার্তা সন্তানের মনে ভাজে ভাবে প্রভাব ফেলে আর সন্তান আত্যহত্যার পথ বেছে নেয়।আমাদের দেশে প্রতিনিয়ত এই ধরনের আত্যহত্যার কথা শুনে থাকি যে পরিক্ষার রেজাল্ট খারাপ হওয়ায় আত্যহত্যা করেছে।

মূলত পরিক্ষার রেজাল্ট খারাপ হওয়ায় আত্যহত্যা করেনি,আত্যহত্যা করেছে বাবা-মায়ের এই রকম তুলনা মুল্যক খোজা মারা কথাত জন্য।

তাই আমাদের তুলনা করা ত্যাগ করতে হবে।

ওমুকের ছেলে ভালো চাকরি পেয়েছে তুই কেন পাস না?

ওমুকের ছেলে-মেয়ে হ্যান ত্যান করেছে তুই কেন করস না?

এই জাতিয় তুলনা করা পরিহার করতে হবে নইতো আত্যহত্যার হার দিন দিন বাড়তেই থাকবে।

অপর দিকে ধর্মীয় শিক্ষা না দেওয়ার কারণে,যদি ছোট বেলায় সন্তান কে অবহেলা না ধর্মীয় শিক্ষা দিত যে কুরআন হাদিসে আত্যহত্যার ব্যাপারে এমন হুশিয়ারি দেওয়া আছে যেমন:“এবং তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা‘আলা তোমাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু”। (নিসা’ : ২৯)

জনৈক ব্যক্তি গুরুতর আহত হলে সে তার ক্ষতগুলোর যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করলো। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বললেন: আমার বান্দাহ্ স্বীয় জান কবযের ব্যাপারে তড়িঘড়ি করেছে অতএব আমি তার উপর জান্নাত হারাম করে দিলাম''। (বুখারী ১৩৬৪)

যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন বস্ত্ত দিয়ে আত্মহত্যা করলো আল্লাহ্ তা'আলা তাকে জাহান্নামে সে বস্ত্ত দিয়েই শাস্তি দিবেন''।

(বুখারী ১৩৬৩, ৬০৪৭, ৬১০৫, ৬৬৫২; মুসলিম ১১০)

উক্ত আয়াত ও হাদিস থেকে আমরা আত্যহত্যার কঠিন হুশিয়ারি জানতে পারলাম,যদি ছোট বেলায় কোনো সন্তানকে এইভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহলে বড় হয়ে সেই সন্তান কখনো আত্যহত্যা করবে না ইনশাআল্লাহ।

মানুষ খুন:আজকাল প্রায় দেখতে পাই একজন আরেকজনকে খুন করে ফেলেছে,ভাই ভাইকে খুন করেছে,ভাই বোনকে খুন করেছে,বাবা ছেলে কে খুন করেছে,,ছেলে বাবাকে খুন করেছে।

মা সন্তানকে খুন করেছে,সন্তান মাকে খুন করেছে ইত্যাদি এই ধরনের রক্তের সম্পর্ক আত্তীয়স্বজন,পাড়া পতিবেশি,চেনা-অচেনা ও বন্ধু বান্ধবীদের মধ্যেও এমন খুন খারাপির কথা শুনতে পাই,এর কারণ কি?

এর কারণ হলো সন্তানকে অবহেলা করা,পারিবারিক নৈতিকতা ও ধর্মীয় শিক্ষা না দেওয়ার ফলে।

যদি ছোট বেলায় সন্তান কে এভাবে বলা হত যে কুরআন হাদিসে মানুষ হত্যার ব্যাপারে কঠিন সাজার কথা উল্লেখ আছে যেমন:নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ্ তা'আলার আয়াত ও নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করে, অন্যায়ভাবে নবীদেরকে হত্যা করে এবং মানুষদের মধ্য থেকে যারা ন্যায় ও ইন্সাফের আদেশ করে তাদেরকেও। (হে নবী) তুমি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও। এদেরই আমলসমূহ ইহকাল ও পরকালে নষ্ট হয়ে যাবে এবং এদেরই জন্য তখন আর কেউ সাহায্যকারী হবে না''। (আ'লি 'ইমরা'ন : ২১-২২)

আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত হত্যাকারীকে চির জাহান্নামী বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং তিনি তার উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট। তেমনিভাবে তার উপর তাঁর অভিশাপ ও আখিরাতে তার জন্য দ্বিগুণ শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:আর যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কোন মু'মিনকে হত্যা করে তার শাস্তি হবে জাহান্নাম। তার মধ্যে সে সদা সর্বদা থাকবে এবং আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রতি ক্রুদ্ধ হবেন ও তাকে অভিশাপ দিবেন। তেমনিভাবে তিনি তার জন্য প্রস্ত্তত রেখেছেন ভীষণ শাস্তি''। (নিসা : ৯৩)।

আনাস্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন: أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ: الْإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَوْلُ الزُّوْرِ، أَوْ قَالَ: وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ.

‘‘সর্ববৃহৎ কবীরা গুনাহ্ হচ্ছে চারটি: আল্লাহ্ তা‘আলার সাথে কাউকে শরীক করা, কোন ব্যক্তিকে অবৈধভাবে হত্যা করা, মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া এবং মিথ্যা কথা বলা। বর্ণনাকারী বলেন: হয়তো বা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: মিথ্যা সাক্ষী দেয়া’’। (বুখারী ৬৮৭১; মুসলিম ৮৮)

নিম্নোক্ত হাদীসগুলোতে হত্যাকান্ডের ভয়াবহতা ও ভয়ঙ্করতা আরো সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়। আব্দুল্লাহ্ বিন্ ‘আববাস্ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

يَجِيْءُ الْمَقْتُوْلُ بِالْقَاتِلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؛ نَاصِيَتُهُ وَرَأْسُهُ بِيَدِهِ، وَأَوْدَاجُهُ تَشْخَبُ دَمًا، يَقُوْلُ: يَا رَبِّ! هَذَا قَتَلَنِيْ، حَتَّى يُدْنِيَهُ مِنَ الْعَرْشِ، قَالَ: فَذَكَرُوْا لِابْنِ عَبَّاسٍ التَّوْبَةَ، فَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: «وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيْمًا» قَالَ: مَا نُسِخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ، وَلَا بُدِّلَتْ، وَأَنَّى لَهُ التَّوْبَةُ؟!.

‘‘হত্যাকৃত ব্যক্তি হত্যাকারীকে সঙ্গে নিয়ে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা‘আলার সামনে উপস্থিত হবে। হত্যাকৃত ব্যক্তির মাথা তার হাতেই থাকবে। শিরাগুলো থেকে তখন রক্ত পড়বে। সে আল্লাহ্ তা‘আলাকে উদ্দেশ্য করে বলবে: হে আমার প্রভু! এ ব্যক্তি আমাকে হত্যা করেছে। এমনকি সে হত্যাকারীকে আর্শের অতি নিকটেই নিয়ে যাবে। শ্রোতারা ইব্নে ‘আববাস্ (রাঃ) কে উক্ত হত্যাকারীর তাওবা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি উপরোক্ত সূরাহ নিসা’র আয়াতটি তিলাওয়াত করে বললেন: উক্ত আয়াত রহিত হয়নি। পরিবর্তনও হয়নি। অতএব তার তাওবা কোন কাজেই আসবে না’’। (তিরমিযী ৩০২৯; ইব্নু মাজাহ্ ২৬৭০; নাসায়ী ৪৮৬৬)

উপরোক্ত আয়াত ও হাদিস থেকে আমরা মানুষ হত্যার ভয়াবহতার ব্যাপারে যা জানতে পারলাম যদি এইভাবে কোনো সন্তানকে ছোট বেলায় অবহেলা না করে সঠিক শিক্ষা দেওয়া হয় তাহলে হইতো সেই সন্তান বড় হয়ে মানুষ হত্যার মত জঘন্যতম কাজ করা থেকে বিরত থাকবে ইনশাআল্লাহ।

চুরি,ডাকাতি,ছিনতাই: দিন দিন চুরি,,ডাকাতি,ছিনতাই বেড়েই চলেছে এর প্রধান কারণ হলো সন্তান জন্মের পর তাকে সঠিক শিক্ষা দিতে না পারা,সন্তাকে অবহেলায় ফেলে রাখা।

আর একটা কারণ হলো দেশে বেকারত্ব,সবাই শুধু চাকরির দিকে জুকে কেও ব্যাবসার চিন্তা করতে চায় না।

অথচ আল্লাহ ব্যাবসার মধ্যেই অধিক বারাকা রেখেছেন।

অপরদিকে ঘুষখোর দের জন্য যোগ্যতা থাকা স্বত্তেও চাকরি না পেয়ে বেকারত্ব থাকে লক্ষ লক্ষ যুবক আর সেই ধারাবাহিকতায় অনেকেই ঈমান হারিয়ে চুরি,ছিনতাই,ডাকাতির পথ ধরে।

আর এর জন্য দায়ী কারা?

দায়ী সেই বাবা-মা,যারা তার সন্তান কে সঠিক শিক্ষা দিতে পারেনি তাই তার সন্তান হয়েছে ঘুষখোর আর সেই ঘুষখোর এর জন্য চাকরি না পেয়ে অন্য আরেকজন হচ্ছে চোর,ডাকাত,ছিনতাইকারি সেও তার পরিবার থেকে সঠিক শিক্ষা পাইনি বলেই এই পথ বেছে নিয়েছেন,অতেব উভয় অবস্থার জন্য অবহেলা কারি বাবা-মা দায়ী।

যদি ছোট বেলায় অবহেলা না করে সঠিক শিক্ষা দিত,সন্তান কে বুজাত কুরআন হাদিসে চুরি,ডাকাতি,ছিনতাইদের জন্য কঠোর শাস্তি রয়েছে যেমন: কোরআনে বলা হয়েছে, ‘যারা আল্লাহ ও তার রাসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কাজ করে বেড়ায় তাদের শাস্তি কেবল এটাই যে, তাদের হত্যা করা হবে বা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে বা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে বা তাদের দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে। দুনিয়ায় এটাই তাদের লাঞ্ছনা। আর আখেরাতে তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।’ (সুরা মায়েদা ৩৩)

আবূ হুরাইরা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ চোরকে অভিশপ্ত করুন; সে ডিম (অথবা হেলমেট) চুরি করে, ফলে তার হাত কাটা যায় এবং রশি চুরি করে, ফলে তার হাত কাটা যায় (বুখারী ৬৭৮৩, ৬৭৯৯, মুসলিম ৪৫০৩)

আবূ হুরাইরা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন ব্যভিচারী যখন ব্যভিচার করে, তখন মু’মিন থাকা অবস্থায় সে ব্যভিচার করতে পারে না। কোন চোর যখন চুরি করে, তখন মু’মিন থাকা অবস্থায় সে চুরি করতে পারে না এবং কোন মদ্যপায়ী যখন মদ্যপান করে, তখন মু’মিন থাকা অবস্থায় সে মদ্যপান করতে পারে না। (বুখারী ২৪৭৫, মুসলিম ২১১, আসহাবে সুনান)।

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে (এক উচ্চবংশীয়া) মাখযূমী মহিলা লোকের কাছে জিনিস ধার নিত, অতঃপর তা অস্বীকার করত। এই শ্রেণীর চুরি করার ফলে ধরা পড়লে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হাত কাটার আদেশ দিলেন। তাকে নিয়ে তার আত্মীয়-স্বজন সহ কুরাইশ বংশের লোকেরা বড় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। (তার হাত যাতে কাটা না হয় সেই চেষ্টায়) তারা বলাবলি করল, ’ওর ব্যাপারে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে কে কথা বলবে?’ পরিশেষে তারা বলল, ’আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রিয়পাত্র উসামাহ বিন যায়দ ছাড়া আর কে (এ ব্যাপারে) তাঁর সাথে কথা বলার দুঃসাহস করবে?’

সুতরাং (তাদের অনুরোধ মতে) উসামাহ তাঁর সাথে কথা বললেন (এবং ঐ মহিলার হাত যাতে কাটা না যায় সে ব্যাপারে সুপারিশ করলেন)। এর ফলে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে উসামাহ! তুমি কি আল্লাহর দণ্ডবিধিসমূহের এক দণ্ডবিধি (কায়েম না হওয়ার) ব্যাপারে সুপারিশ করছ?!" অতঃপর তিনি দণ্ডায়মান হয়ে ভাষণে বললেন, "তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতরা এ জন্যই ধ্বংস হয়েছিল যে, তাদের মধ্যে কোন উচ্চবংশীয় (বা ধনী) লোক চুরি করলে তারা তাকে (দণ্ড না দিয়ে) ছেড়ে দিত। আর কোন (নিম্নবংশীয়, গরীব বা) দুর্বল লোক চুরি করলে তারা তার উপর দণ্ডবিধি প্রয়োগ করত। পক্ষান্তরে আল্লাহর শপথ! মুহাম্মাদের কন্যা ফাতেমা যদি চুরি করত, তাহলে আমি তারও হাত কেটে দিতাম।(বুখারী ৩৪৭৫, ৬৭৮৮, মুসলিম ৪৫০৫-৪৫০৭, আসহাবে সুনান)
উপরোক্ত আলোচনা থেকে চুরি,ডাকাতি,ছিনতাই এর ব্যাপারে কঠোর শাস্তির বিধান বুজতে পারলাম,যদি এইভাবে সন্তানকে ছোট বেলায় অবহেলা না করে সঠিক শিক্ষা দেওয়া হয় তাহলে হইতো সেই সন্তান বড় হয়ে চোর,ডাকাত,ছিনতাইকারি হবে না ইনশাআল্লাহ।

শিক্ষা ও প্রাপ্তি:

সন্তান শুধু দুনিয়ার নয় বরং আখিরাতেরও সম্পদ।সন্তানকে দুনিয়ার সম্পদ বানাতে যেমন উচ্চ শিক্ষিত করতে হয়,ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার,
প্রফেসর,বড় অফিসার ইত্যাদি বানাতে হয় ঠিক তেমনি ভাবে আখিরাতের সম্পদ বানাতে চাইলেও তাকে দ্বীনি শিক্ষা দেওয়া দরকার,আলেম ওলামা বানানো প্রোয়োজন।
সন্তান জন্মের পর সন্তানের হকের মধ্যে বড় একটা হক হলো দ্বীনি শিক্ষা,আর সন্তানের এই হকের ব্যাপারে অবহেলা করা মারাত্মক কবিরাহ গুনাহ।তাই আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে দ্বীনদ্বার বানানো তাদেরকে ইসলামি শিক্ষা দেওয়া বাবা-মা জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
এই সমাজ ধংসের প্রধান কারণ সন্তানের হক সঠিকভাবে আদায় না করা তাদের অবহেলা করা ও তাদেরকে ইসলামি শিক্ষা না দেওয়া।
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে ছোট ছেলেরা জিহাদে যাওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা করতো,কাওকে নিতে না চাইলে কান্না করতো।আর আমাদের সমাজের ছেলেরা নামায ও ঠিক মতো পড়ে না।
নামাযের জন্য ডাকলে বলে আমার প্যান্ট খারাপ,হায় আফসোস কপালপোড়া।
আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন তোমরা পেশাব থেকে সাবধানতা অবলম্বন কর। কারণ, অধিকাংশ কবরের আযাব এই পেশাব (থেকে সাবধান না হওয়ার) ফলেই হয়ে থাকে(*দারাকুত্বনী, সহীহ তারগীব ১৫১*)

একদা দু'টি কবরের পাশ বেয়ে অতিক্রম করার সময় বললেন, "এই দুই কবরবাসীর আযাব হচ্ছে। তবে কোন কঠিন কাজের জন্য ওদের আযাব হচ্ছে না। অবশ্য সে কাজ ছিল বড় গোনাহর। ওদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি চুগলখোরী করে বেড়াত, এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি নিজের পেশাব থেকে সতর্ক হত না(*বুখারী তাওহীদ পাবঃ হা/ ২১৮, মুসলিম আল-মাকতাবাতুশ-শামেলা হা/২৯২ প্রমুখ)*

প্রস্রাব থেকে বাচার জন্য রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন ভাবে বেচে থাকতে বলেছেন।তার শাস্তিও বর্ননা করেছে এর পরেও মুসলমানের সন্তানকে নামাযে ডাকলে বলে কাপড় ঠিক নাই।এর পিছনে মুল কারণ পারিবারিক ও ধর্মীয় শিক্ষার অভাব।

তাই এই হাদিস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে সন্তানদের ও সঠিক শিক্ষা দিতে হবে।

আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আমাদের সন্তানকে আখিরাতের জন্য কল্যাণকর করে গড়ে তুলতে চাইলে আমাদের কয়েকটি কাজ কারতে হবে যেমন:

১/তাওহীদ শিক্ষা দিতে হবে।

২/কুরআন শিক্ষা দিতে হবে।

৩/নামায শিক্ষা দিতে হবে।

৪/শিষ্টাচার শিক্ষা দিতে হবে।

১/সন্তানকে তাওহীদ শিক্ষা দিতে হবে :

মানুষের ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য প্রথমে ঈমান থাকা জরুরি আর ঈমান আনার জন্য তাওহীদ শিক্ষা জরুরি।

সন্তান কে ছোট বেলায় তাওহীদ শিক্ষা না দিলে বড় হয়ে তাওহীদ শিক্ষা একটু কঠিন কাজ আর সময় হয়ে উঠে না,মানুষ ঈমান হারা হয়েই মারা যায়।

সুরা লুকমানে আল্লাহ তা'য়ালা লুকমান আ: এর থেকে আমাদের জন্য একটা উপদেশ রেখে দিয়েছেন যে কিভাবে সন্তানদের তাওহীদ শিক্ষা দিতে হবে যেমন:স্মরণ করো যখন লোকমান উপদেশচ্ছলে তার পুত্রকে বললঃ হে বৎস, আল্লাহর সাথে শরীক করো না। নিশ্চয় আল্লাহর সাথে শরীক করা মহা অন্যায়(সুরা লুকমান আয়াত নং ১৩)

তাওহীদ কাকে বলে?

- **আভিধানিক অর্থ:** তাওহীদ শব্দের মূল অর্থ হলো কোনো কিছুকে একক বা অদ্বিতীয় হিসেবে চিহ্নিত করা।
- **ইসলামি পরিভাষা:** তাওহীদ হলো সৃষ্টি ও পরিচালনার ক্ষেত্রে আল্লাহকে একক ও অদ্বিতীয় হিসেবে বিশ্বাস করা, শুধুমাত্র তাঁরই ইবাদত করা, এবং তাঁর নাম ও গুণাবলীকে অন্য কিছুর সঙ্গে ভাগাভাগি না করা।

তাওহীদের প্রকারভেদ:

তাওহীদকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়:

- তাওহীদুর রুহুবিয়্যাহ **(আল্লাহর এককত্ব):** এই অংশে বিশ্বাস করা হয় যে আল্লাহ একক ও অদ্বিতীয়। তিনি সকল সৃষ্টির সৃষ্টিকর্তা ও পরিচালক, এবং তাঁর কোনো শরিক নেই।
- তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ **(একমাত্র আল্লাহর উপাসনা):** এই অংশে বিশ্বাস করা হয় যে একমাত্র আল্লাহই ইবাদত ও উপাসনার যোগ্য। অন্য কোনো কিছুর উপাসনা করা যাবে না, যেমন - শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যই নামাজ, রোজা, এবং অন্যান্য ইবাদত করা।
- তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত **(আল্লাহর নাম ও গুণাবলী):** এই অংশে বিশ্বাস করা হয় যে, আল্লাহ নিজেকে যে নাম ও গুণাবলী দ্বারা পরিচয় দিয়েছেন, তা ঠিক সেভাবেই বিশ্বাস করতে হবে। অর্থাৎ, আল্লাহকে কোনো দোষ বা ত্রুটি থেকে পবিত্র ও মুক্ত ঘোষণা করা, এবং তাঁর নাম ও গুণাবলীকে তাঁর জন্য নির্দিষ্ট করা

উক্ত আলোচনা থেকে আমরা তাওহীদ কাকে বলে? কত প্রকার? ও কি কি? তা জানতে পারলাম।

আমরা চেষ্টা করবো আমাদের সন্তানদের ছোট থেকে তাওহীদ শিক্ষা দেওয়ার জন্য আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের সবাইকে সেই তাওফিক দান করুন আমিন।

২/সন্তানকে কুরআন শিক্ষা দিতে হবে:

কুরান শিক্ষা গ্রহণ কারির পিতা মাতার জন্য রয়েছে বিশেষ ফজিলত কুরআন তেলাওয়াত অত্যন্ত ফযীলতপূর্ণ ইবাদাত। এটি যেমন পাঠকারীর জন্য প্রভূত কল্যাণ বয়ে নিয়ে আসে, তেমনি তেলাওয়াতকারীর পিতা-মাতাও সেই কল্যাণধারায় সিক্ত হন। যদি কোন সন্তান কুরআন পড়া শেখে, কুরআন তেলাওয়াত করে, কুরআন মুখস্থ করে এবং সে অনুযায়ী জীবন পরিচালানা করে তাহ'লে এতে মৃত পিতা-মাতা উপকৃত হন। ক্বিয়ামতের দিন তাদেরকে উজ্জ্বল মুকুট পরানো হবে এবং উজ্জ্বল জান্নাতী পোষাক পরানো হবে।

বুরায়দা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী (ছাঃ)-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। এমতাবস্থায় তাঁকে আমি বলতে শুনেছি যে, 'তোমরা সূরা বাক্বারাহ শিক্ষা কর। কেননা এটি শিক্ষা করাতে কল্যাণ রয়েছে এবং তা পরিত্যাগ করাতে পরিতাপ রয়েছে। আর বাতিলপন্থীরা (যাদুকররা) এটি (মোকাবেলা করতে) সক্ষম হবে না'। এরপর তিনি কিছু সময় চুপ করে থাকলেন। অতঃপর তিনি বললেন, 'তোমরা সূরা বাক্বারাহ ও আলে ইমরান শিক্ষা কর। কেননা সে দু'টি যেন সমুজ্জ্বল জ্যোতি। এ দু'টি ক্বিয়ামতের দিন তার পাঠকের জন্য উপস্থিত হবে যেন সে দু'টি গামামা তথা দু'খন্ড মেঘ। কিংবা (তিনি বলেছিলেন) সে

দু'টি গায়ায়া তথা মেঘ বা বাদল। কিংবা যেন সে দু'টি ডানা বিস্তারকারী পাখীর দু'টি ঝাঁক।

ক্বিয়ামতের দিন যখন কবর বিদীর্ণ হবে তখন কুরআন তার পাঠকের নিকট জীর্ণ-শীর্ণ লোকের অবয়বে উপস্থিত হয়ে বলবে, তুমি কি আমাকে চিনতে পারছ? তখন লোকটি বলবে, আমি তোমাকে চিনি না। তখন কুরআন বলবে, আমিই তোমার সাথী, কুরআন। এই আমিই তোমাকে দিনে পিপাসার্ত-পরিশ্রান্ত করেছি এবং রাতে বিনিদ্র রেখেছি। প্রত্যেক ব্যবসায়ী ব্যবসায় মুনাফা লাভ করে, আর আজকে তুমিও তোমার সকল ব্যবসার মুনাফা লাভ করবে। তখন তার ডান হাতে রাজত্ব দান করা হবে এবং বাম হাতে অমরত্ব দান করা হবে। আর তার মাথায় মর্যাদার মুকুট পরানো হবে। আর তার মাতা-পিতাকে দুই প্রস্ত পোষাক পরিধান করানো হবে, যা দুনিয়াতে তাদের জন্য তৈরী করা হয়নি। তখন তারা উভয়ে বলবে, আমাদেরকে এ পোষাক পরিধান করানো হ'ল (কেন)? তখন তাদেরকে বলা হবে, তোমাদের সন্তানদের কুরআন শিক্ষা করার জন্য। তখন তাকে (কুরআন পাঠকারীকে) বলা হবে, তুমি পাঠ করতে থাক এবং জান্নাতের সিঁড়ি ও কামরা বেয়ে উপরে আরোহণ করতে থাক। তার দ্রুত বা ধীর পাঠ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তার আরোহণ করা চলতেই থাকবে' *(দারেমী হা/৩৩৯১; আহমাদ হা/২৩০০০; ছহীহাহ হা/২৮২৯)*।

যে ব্যক্তি কুরআন তেলাওয়াত করবে, কুরআনের ইলম অর্জন করবে ও সে অনুসারে আমল করবে, ক্বিয়ামতের দিন তাঁর পিতা-মাতাকে নূরের মুকুট পরানো হবে। যার আলো সূর্যের আলোর মতো। আর তাঁর পিতা-মাতাকে দুনিয়ার সবকিছুর চেয়ে মূল্যবান দু'টি পোষাক পরানো হবে। তারা বলবেন, কিসের জন্য আমাদের এসব পোষাক পরানো হচ্ছে? তাঁদেরকে বলা হবে, তোমাদের সন্তান কুরআনকে গ্রহণ করেছে, এজন্য তোমাদেরকে এভাবে সম্মানিত করা হচ্ছে' (*হাকেম হা/২০৮৬; ছহীহুত তারগীব হা/১৪৩৪)*।

সন্তানকে নামাযের শিক্ষা দিতে হবে :

মুসলিম পরিবারে সন্তানকে নামায শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম।

আজকের শিশু আগামীর ভবিষ্যত। যে শিশুটি ছোটবেলা থেকেই নীতি-নৈতিকতা ও খোদাভীতি নিয়ে বেড়ে উঠবে সে সুন্দর পৃথিবী গড়তে ভূমিকা রাখবে। তাই শৈশব থেকেই শিশুদের আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া বিধি-বিধান পালনে অভ্যস্ত করে তোলা উচিত। আল্লাহর বিধানের মধ্যে অন্যতম হলো নামাজ। নামাজ মানুষকে সব ধরণের অশ্লীলতা থেকে দূরে।

এ বিষয়ে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন, নিশ্চয় নামাজ অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। আর আল্লাহর স্মরণই তো সর্বশ্রেষ্ঠ। তোমরা যা কর আল্লাহ তা জানেন। *-(সুরা আনকাকুত, আয়াত, ৪৫)*

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসে এরশাদ করেছেন সন্তানকে ৭ বছর বয়স থেকে নামাজ শিক্ষা দিতে:সন্তানকে নামাজে অভ্যস্ত করার বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন রাসুলুল্লাহ (সা.)। এক হাদিসে আল্লাহর রাসুল বলেন, 'তোমরা তোমাদের সন্তানদের সাত বছর বয়সে নামাজের নির্দেশ দাও। তাদের বয়স ১০ বছর হওয়ার পর (প্রয়োজনে) নামাজের জন্য প্রহার করো এবং তাদের বিছানা পৃথক করে দাও। ' *-(সুনানে আবি দাউদ, হাদিস : ৪৯৫)*

আরেক হাদিসে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন, সন্তান যখন ডান ও বাঁ পার্থক্য করতে শেখে, তখন তাকে নামাজ শেখাও। *-(মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা, হাদিস : ৩৫০৪)*

আব্দুল্লাহ ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বলতে শুনেছি, তিনি ইরশাদ করেন: 'তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল, আর সবাই তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে। ইমাম তথা জনতার নেতা একজন দায়িত্বশীল; তিনি তাঁর দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন। পুরুষ দায়িত্বশীল তার পরিবারের; সে জিজ্ঞাসিত হবে তার দায়িত্ব সম্পর্কে। স্ত্রী দায়িত্বশীল তার স্বামীর গৃহ ও সন্তানের; সে জিজ্ঞাসিত হবে তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে। মানুষের (দাস) ভৃত্য দায়িত্বশীল মুনিবের সম্পদের, সে জিজ্ঞাসিত হবে তার মুনিবের সম্পদ সম্পর্কে। অতএব, সতর্ক থেকো, তোমরা সবাই দায়িত্বশীল আর সবাই জিজ্ঞাসিত হবে নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে।' [বুখারী : ৭১৩৮; মুসলিম : ৪৮২৮; আবূ দাউদ : ২৯৩০]

উক্ত আয়াত ও হাদিস দ্বারা আমরা এইটা বুজতে পারলাম যে সন্তানকে ছোট থেকে নামায শিক্ষা দেওয়া অতি জরুরি,আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের সবাইকে সেই তাওফিক দান করুন আমিন।

সন্তানকে শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া:

সন্তানকে শিষ্টাচার আদব কায়দা শিক্ষা না দেওয়ার ফলে বখাটে ছেলেদের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে।আজকে মা বোনেরা রাস্তা ঘাটে নিরাপদ নয়।আবার কিছু মেয়েরাও উশৃংখল হয়ে উঠেছে এই শিষ্টাচারের অভাবে যদি ছোট বেলায় সন্তানকে সুন্দর আদব কায়দা,শিষ্টাচার দেওয়া হয় তাহলে সমাজের এই অদপতন হতো না।

হাদিসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন:নিশ্চয়ই উত্তম চরিত্র, ভাল ব্যবহার ও পরিমিত ব্যয় বা মধ্যপন্থা অবলম্বন করা নবুঅতের পঁচিশ ভাগের এক ভাগ'(*আবুদাঊদ হা/৪৭৭৬; মিশকাত হা/৫০৬০; ছহীহুল জামে' হা/১৯৯২-৯৩।*)

তুমি আদব অন্বেষণ কর। কারণ আদব হ'ল বুদ্ধির পরিপূরক, ব্যক্তিত্বের দলীল, নিঃসঙ্গতায় ঘনিষ্ঠ সহচর, প্রবাসজীবনের সঙ্গী এবং অভাবের সময়ে সম্পদ'(*ইছবাহানী, মুনতাখাব; সাফারিঈনী, গিযাউল আলবাব, ১/৩৬-৩৭।*)

এক মুসলিম অপর মুসলিম ভাইকে সাধ্যমত সহযাগিতা করবে এটা ইসলামের শিক্ষা। এর ফলে সে আল্লাহর সাহায্যের হকদার হয়ে যাবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন: وَمَنْ كَانَ فِى حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِى حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ،

'যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণে নিয়োজিত থাকে, আল্লাহ তার প্রয়োজন পূরণে ব্যস্ত থাকেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের একটি সমস্যা দূর করবে আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন তার সমস্যাগুলির একটি সমস্যা দূর করে দিবেন(*বুখারী তা'লীক; মুসলিম হা/৫৫; মিশকাত হা/৪৯৬৬।*)

তিনি আরো বলেন, انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُوْمًا 'তুমি তোমার ভাইকে সাহায্য কর, সে অত্যাচারী হোক অথবা অত্যাচারিত হোক'।(*বুখারী হা/২৪৪২; মুসলিম হা/২৫৮০; মিশকাত হা/৪৯৫৮।*)

অর্থাৎ প্রতিবেশী যদি অত্যাচারী হয় তবে তাকে অত্যাচার থেকে বিরত রাখার মাধ্যমে সাহায্য করতে হবে। আল্লাহ বলেন, وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ 'তোমরা সৎকর্ম ও আল্লাহভীতির কাজে পরস্পরকে সাহায্য কর এবং পাপ ও সীমা লংঘনের কাজে একে অপরকে সাহায্য করো না' *(মায়েদাহ ৫/২)*।

সাহায্য ও ঋণ চাইলে দিতে হবে। প্রতিবেশী পরামর্শ চাইলে সুপরামর্শ দিতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন,إِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْ لَه- 'যখন তোমাদের কেউ তার ভাইয়ের নিকট উপদেশ চাইবে, তখন সে যেন তাকে উপদেশ দান করে'(*বুখারী তা'লীক; গায়াতুল মারাম হা/৩৩৩।*)

ইসলামে শিষ্টাচারকে ঈমানের অংশ বলা হয়েছে। ইসলাম পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাংস্কৃতিক পার্থক্যকে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং জীবন যাপনের বিভিন্ন পর্যায়ে সার্বজনীন শিষ্টাচার বা আদব-কায়দা মেনে চলার নির্দেশনা দিয়েছে। মানুষের সেবা করা আমাদের দায়িত্ব। সুতরাং আমাদেরকে সাধ্যমত জনসেবা করা উচিত। সর্বোত্তম ব্যবহার, বিনয়ী আচরণ, সহযোগিতা ও পারস্পরিক সুসম্পর্কের মাধ্যমে সেবাদান নিশ্চিত করতে হবে। নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্যের ব্যাপারে সদা সচেতন থাকতে হবে।

বাচ্ছাদের হেফাজতের আমল:

ছোট্ট বাচ্ছাদের অনেক সময় মানুষের বদনজর লাগে,অনেক সময় শয়তান জ্বালাতন করে। বাচ্ছারা কান্নাকাটি করে,আগে ভালো খাওয়া দাওয়া করে কিন্তু এখন আর খায় না,আগে ভালো ঘুমাতো এখন গুমায় না,আগে সাস্থবান ছিলো আর এখন দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে এই সব বদনজরের প্রভাবেও হতে পারে।

এই বদনজর শুধু বাচ্ছাদেরি নয় বরং বড় ছোট সকলেরি লাগতে পারে।

অনেকেই আবার বদনজর কে কুসংস্কার মনে করে আবার কেও বিজ্ঞানের যুগে বদনজর কে বিশ্বাস করতে চায় না,চলুন কুরআন হাদিসে এই বদনজর সম্পর্কে কি বলে দেখে আসি:কাফিররা যখন উপদেশ বাণী (কুরআন) শ্রবণ করে তখন তারা যেন তাদের তীক্ষ্ম দৃষ্টি দ্বারা তোমাকে আছড়িয়ে ফেলতে চায় এবং বলেঃ সে তো এক পাগল। (সূরা কলামঃ ৫১)

হাফেজ ইবনে কাসীর (রাহেমাহুল্লাহ) ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) এবং মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেন যে, (لَيُزْلِقُونَكَ) "তোমার প্রতি বদনজর দিবে।" অর্থাৎ তারা তোমাকে হিংসার প্রতিফলন ঘটিয়ে রুগী বানিয়ে দিবে যদি আল্লাহর তোমার প্রতি হেফাযত না থাকে। আয়াতটি প্রমাণ বহন করে যে, বদনজরের কুপ্রভাবের বাস্তবতা রয়েছে, আল্লাহর হুকুমে। যেমন এ ব্যাপারে হাদীসও রয়েছে। (তাফসীর ইবনে কাসীরঃ ৪/৪১০) হাদীসসমূহ থেকে প্রমাণঃ

১। আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেনঃ

عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق

বদ নজর সত্য। (বুখারীঃ ১০/২১৩) অর্থাৎ এর বাস্তবতা রয়েছে, এর কুপ্রভাব লেগে থাকে।

২। আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণনা করেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ

استعيذوا بالله من العين فإن العين حق

তোমরা বদ নজরের ক্রিয়া (খারাপ প্রভাব) থেকে রক্ষার জন্যে আল্লাহ তায়ালার সাহায্য প্রার্থনা কর। কেননা তা সত্য। (ইবনে মাযাহঃ ৩৫০৮)

৩। ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বর্ণনা করেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ

العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين ، وإذا استغسلتم فاغسلوا

বদ নজর (এর খারাপ প্রভাব) সত্য এমনকি যদি কোন বস্তু ত্বাকদীরকে অতিক্রম করত তবে বদ নজর তা অতিক্রম করত। সুতরাং তোমাদেরকে যখন (এর প্রভাবমুক্ত হওয়ার জন্যে) গোসল করতে বলা হয় তখন তোমরা গোসল কর । (মুসলিমঃ ১৪/১৭১)

العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر

অর্থঃ বদ নজর মানুষকে কবর পর্যন্ত পৌছে দেয় এবং উটকে পাতিলে । (সহীহ আল জামেঃ শাইখ আলবানী (রহঃ) সহীহ বলেছেনঃ ১২৪৯)

অর্থাৎ মানুষের নজর লাগায় সে মৃত্যুবরণ করে, যার ফলে তাকে কবরে দাফন করা হয়। আর উটকে যখন বদ নজর লাগে তখন তা মৃত্যু পর্যায়ে পৌছে যায় তখন সেটা যবাই করে পাতিলে পাকানো হয় ।

৮ । জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ

أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين

অর্থঃ আমার উম্মতের মধ্যে তাকদীরের মৃত্যুর পর সর্বাধিক মৃত্যু বদ নজর লাগার দ্বারা হবে। (মুসনাদে বাযযার)

৯ । আয়েশা সিদীকা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে বদ নজর থেকে বাচার জন্যে ঝাড়-ফুক করার নির্দেশ দিতেন। (বুখারীঃ ১০/১৭০, মুসলিমঃ ২১৯৫)

উক্ত কুরআনের আয়াত ও হাদিস থেকে এটা সুস্পষ্ট যে বদনজর সত্য।

বদনজর থেকে বাচার আমল:

বদনজর থেকে বাঁচতে

সকাল-সন্ধ্যায় নিয়মিত আমলগুলোর মধ্যে রয়েছে **তিন কুল** (সূরা ইখলাস, ফালাক ও নাস) তিনবার করে পড়া, **আয়াতুল কুরসি** পাঠ করা এবং সকাল-সন্ধ্যার দোয়াগুলো পড়া। এছাড়াও, অন্য কারো ভালো কিছু দেখলে মাশাআল্লাহ, লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ বলা এবং বিসমিল্লাহিল্লাজি লা ইয়াদুররু মাআসমিহি শাইউন ফিল আরদি ওয়া লা ফিস-সামায়ি ওয়া হুয়াস সামিউল আলিম দোয়াটি পাঠ করাও উপকারী।

সকাল-সন্ধ্যার আমল

- **তিন কুল:** সকাল ও সন্ধ্যায় তিনবার করে **সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক এবং সূরা নাস** পড়ুন। এটি প্রতিটি ক্ষতিকর জিনিস থেকে নিরাপত্তা দিতে যথেষ্ট।
- **আয়াতুল কুরসি:** প্রতিদিন **আয়াতুল কুরসি** তেলাওয়াত করুন।
- **সকাল-সন্ধ্যার দোয়া:** রাসূলুল্লাহ (সা.) নির্দেশিত সকাল ও সন্ধ্যার দোয়াগুলো নিয়মিত পড়ুন।
- **অন্য দোয়া:** বিসমিল্লাহিল্লাজি লা ইয়াদুররু মাআসমিহি শাইউন ফিল আরদি ওয়া লা ফিস-সামায়ি ওয়া হুয়াস সামিউল আলিম এই দোয়াটি সকালে ও সন্ধ্যায় তিনবার করে পড়ুন।

যখন কারো ভালো কিছু দেখবেন

- **'মাশাআল্লাহ' বলুন:** কারো ভালো কিছু দেখলে বা শুনলে সাথে সাথে বলুন, ما شاء الله، لا قوة إلا بالله(মাশাআল্লাহ, লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ)।
- **'আল্লাহুম্মা বারিক' বলুন:** কারো প্রশংসা করার সময় আল্লাহুম্মা বারিক (اللهم بارك) দোয়াটি পড়ুন।

উপরোক্ত আমল গুলো আমরা নিজেরা করব ইনশাআল্লাহ,,আর ছোট্ট সোনামনিদের কেও ফুক দিব।

যদি কারো বদনজর লেগে যায় তাহলে তাকে রুকাইয়াহ করতে হবে,রুকাইয়ার নিয়ম:

সুরা ফাতিহা পড়া

> আয়াতুল কুরসি পড়া (সুরা বাকারা, আয়াত ২৫৫)

> সুরা বাকারার শেষের দুই আয়াত (২৮৫ ও ২৮৬)

> সুরা ইখলাস পড়া।

> সুরা ফালাক্ব পড়া।

> সুরা নাস পড়া।

>দরুদ শরীফ পড়া।

সব গুলা ৩ থেকে ৭ বার করে পরে পানিতে হাত রেখে পড়া এর পরে পান আর গোসল করা ৭ দিন।

বদনজর থেকে বাঁচার দোয়া

বদনজরে আক্রান্ত ব্যক্তিকে ঝাঁড়-ফুক দেয়া। বদনজরে আক্রান্ত ব্যক্তির জন্য ঝাঁড় ফুকের সময় এ দোয়া পড়া-

بِسْمِ اللهِ أَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيْكَ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ حاَسِدٍ اللهُ يَشْفِيْكَ بِسْمِ اللهِ أَرْقِيْكَ

উচ্চারণ : বিসমিল্লাহি আরক্বিকা মিং কুল্লি শাইয়িন ইয়ুজিকা ওয়া মিন সাররি কুল্লি নাফসিন আও আইনিন হাসাদিল্লাহু ইয়াশফিকা বিসমিল্লাহি আরক্বিকা।

অর্থ : আল্লাহর নামে কষ্ট দানকারীর সব অনিষ্টতা থেকে তোমাকে ঝাঁড়-ফুক করছি। হিংসুক ব্যক্তির কুদৃষ্টির অনিষ্টতা থেকে আল্লাহর নামে তোমাকে ঝাঁড়-ফুক করছি। আল্লাহ তোমাকের আরোগ্য দান করতে তারই নামে ঝাঁড়-ফুক করছি।' (বুখারি ও মুসলিম)

أعُوذُ بِكَلِماَتِ اللهِ التاَّمَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطاَنٍ وَهاَمَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ

উচ্চারণ : আউজু বিকালিমাতিল্লাহিত তাম্মাতি মিন কুল্লি শায়ত্বানিন ওয়া হাম্মাতিন ওয়া মিন কুল্লি আইনিন লিআম্মাতিন।'

অর্থ : 'আল্লাহর পরিপূর্ণ কালামসমূহের মাধ্যমে শয়তানের সব আক্রমণ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। বিষধর প্রাণীর ও বদনজরকারীর অনিষ্টতা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি।' (বুখারি)

بِسْمِ اللهِ يُبْرِيْكَ ومِنْ كُلِّ داَءٍ يَشْفِيْكَ، ومِنْ شَرِّ حاسِدٍ إذاَ حَسَدَ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ ذِيْ عَيْنٍ

উচ্চারণ : 'বিসমিল্লাহি ইউবরিকা ওয়া মিন কুল্লি দাঈন ইয়াশফিকা, ওয়া মিন শাররি হাসাদিন ইজা হাসাদা, ওয়া মিন শাররি কুল্লি জি আইনিন।'

অর্থ : 'আল্লাহর নামে শুরু করছি, তিনি তোমাকে মুক্ত করুন, প্রত্যেক অসুখ থেকে আরোগ্য দান করুন, প্রত্যেক হিংসুকের হিংসা থেকে এবং প্রত্যেক বদনযরের অনিষ্ট থেকে (মুক্ত করুন)।' (মুসলিম)

আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের সবাইকে হেফাজত করুন আমিন।

ডিভাইসওমুবাইল,কম্পিউটার এর ফিত্না:

আমাদের দেশে মুবাইল,কম্পিউটার যতটা উপকার করেছে ক্ষতির অংশ টা এর থেকে কম নয়।

মুবাইল ও কম্পিউটার এর অপব্যবহার এর ফলে আমাদের দেশে নানাবিদ ফিত্না দেখা দিয়েছে আর এই ফিত্নায় শুধু যে বাচ্ছা ছেলে মেয়েরা আসক্তি সেটাই শেষ নয়,বরং বাচ্ছার বাবা-মা,চাচা-চাচী,দাদা-দাদী,নানা-নানী,মামা-মামী,ফুপা-ফুপু,খালা-খালু প্রমুখ মুল কথা সবাই এই ফিত্নায় আশক্তি।এই মুবাইল কম্পিউটার এর ওজন যতটা কম,এর দায় বার কিয়ামতের দিন কোটি কোটি গুন বেশি হবে।

আর এই ফিত্না থেকে আমাদের সবাইকে বেরিয়ে আসতে হবে। আমি এই ফিত্না সম্পর্কে ও এই ফিত্না থেকে বের হওয়ার উপায় সম্পর্কে ধারাবাহিক ভাবে কিছু আলোচনা করার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ।

১/ফেসবুক:ফেসবুকের ফিত্নায় আজ পুরো বিশ্বের মানুষ,মানুষের মুল্যবান সময় কে এই ফেসবুকের পিছনে ব্যায় করছে।অহেতুক ফেসবুক স্ক্রল করতে করতে কোথায় যে যাবে সে নিজেও না,কিযে জানে না সেটাও জানে না।

আর ফেসবুক টা আজ ভরে গেছে গান,বাজনা আর অশ্লীল কন্টেন্ট দিয়ে।চারদিকে শুধু যৌন শুরশুরি মুল্যক ভিডিও।

যা দেখে অল্প বয়সের বাচ্ছা ছেলে মেয়ে থেকে শুরু করে বয়বৃদ্ধরাও প্রযন্ত প্রেম,ভালোবাসা,পরকিয়া সহ নানা কুকর্মে লিপ্ত হচ্ছে।

হাজারো সংসার ভেংগে যাচ্ছে ফেসবুকের চ্যাটিং এর মাধ্যমে।হাজারো অপ্রাপ্ত ছেলে মেয়েরা ফেসবুকের মধ্যে চ্যাটিং করে অবৈধ প্রেমের সম্পর্ক করে সতিত্ব হারাচ্ছে লাখো মেয়ে,চরিত্র নষ্ট হচ্ছে লাখো ছেলের।

কেওবা আবার প্রেমে ব্যার্থ আত্যহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে।

কেওবা আবার সতিত্ব হারিয়ে সমাজের চোখে ব্যাসার অপবাদ নিয়ে বেচে আছে।

মা-বাবার মান সম্মানকে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে কেওবা আবার পালিয়ে বিয়ে করে নিচ্ছে।

এখানেই শেষ নয়,বরং পালিয়ে বিয়ে করে কয়েক মাসের মাথায় কারো ডিভোর্স হয়ে যাচ্ছে আবার কেও ডিপ্রেশনে ভুগে আত্যহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে।

কারো আবার ঠাই হচ্ছে গার্মেন্টস কর্মীদের দলে,কেও বা আমার বাবা-মায়ের গাড়ে বসে খাচ্ছে,মা-বাবার দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে বসে আছে নিজেও ডিপ্রেশনে ভুগছে।
একটা বাবা কতটা কস্ট করে একটা ছেলে মেয়েকে মানুষ করে,একটা মা দশ মাস দশ দিন গর্ভধারণ করে নারিছেরা ধন।
যেই মায়ের এক ফোটা দুধের দাম নিজের গায়ের চামড়া দিয়ে জুতা বানিয়ে দিলেও পরিশোধ হবে না।এতো কস্টে লালনপালন করা সন্তান যখন একটা বখাটে ছেলের হাত ধরে পালায় অথবা একটা ভদ্র ঘরের ছেলে একটা অভদ্র বেয়াদব মেয়ে নিয়ে পালায় তখন ওই বাবা মায়ের কি পরিমাণ কস্ট হয় একটা বার চিন্তা করেছ?
এখন হইতো বুজবে না,নিজেরা যেদিন বাবা মা হবে সেই দিন বুজবে।
ফেসবুকে প্রেম করে পালিয়ে বিয়ে করে সংসার করার স্বপ্ন দেখা আর কলাগাছের বেলা দিয়ে পদ্মা নদী পাড়ি দিতে চাওয়ার মতো একটা কাল্পনিক গল্প মাত্র।
জীবনটা কোনো সিনেমা নয়,জীবনটা বড় কঠিন তাই সকল তরুণ তরুণী দের প্রতি আমার উধার্ত আহ্বান থাকবে তোমার এই জিনার পথ ছেড়ে দিয়ে সুন্নাতের পথ আকড়ে ধরো।
আল্লাহ কুরআনে বলেছেন:আর যিনা-ব্যভিচারের কাছেও যেও না, তা হচ্ছে অশ্লীল কাজ আর অতি জঘন্য পথ। (সুরা আল ইসরাঈল আয়াত নং ৩২)
তোমরা আল্লাহর আদেশ নিষেধ মেনে প্রেম ভালোবাসা নাম যিনায় না জড়িয়ে অথবা জড়িয়ে গেলে বেড়িয়ে এসে সন্নাহ অনুযায়ী জীবন সাজাও জীবন হবে সুন্দর।তোমাদের বাবা মায়ের মনে কস্ট দিও না,বাবা মার মনে কস্ট দিলে জান্নাত হারাম হয়ে যাবে।
আল্লাহ ও তার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরে যদি কারো কথা মতো চলতে হয় তাহলে সেইটা হলো বাবা মা,আল্লাহ আমাদের তরুণ তরুণী দেরকে হেদায়েত দান করুন আমিন।
প্রেম ভালোবাসা নামক এই ফিন্তায় শুধু তরুণ তরুণীরাই নয়,,ফেসবুকের এই নোংরা জাইগায় শয়তানের ধোকায় পরে অনেক বিবাহিত বাবা মায়েরাও পরকিয়ায় লিপ্ত হয়ে অবৈধভাবে যিনা ব্যাববিচারে লিপ্ত হচ্ছে।
লাখো সংসার ভেংগে যাচ্ছে,সন্তানের ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।
রং ধরা যৌবন জং ধরে শেষ হয়ে যাবে থেকে যাবে শুধু যিনার গুনাহ আর সমাজের চোখে খারাপ অপবাদ।
পরকিয়া একটা মারাত্মক গুনা যিনা ব্যাববিচার ও সামাজিক ব্যাধি।
আল্লাহ কুরআনে এরশাদ করেন:আর যিনা-ব্যভিচারের কাছেও যেও না, তা হচ্ছে অশ্লীল কাজ আর অতি জঘন্য পথ। (সুরা আল ইসরাঈল আয়াত নং ৩২)

১. “যিনার কাছেও যেয়ে না” এ হুকুম ব্যক্তির জন্য এবং সামগ্রিকভাবে সমগ্র সমাজের জন্যও। আয়াতে ব্যভিচার হারাম হওয়ার দুটি কারণ উল্লেখ করা হয়েছেঃ এক, এটি একটি অশ্লীল কাজ। মানুষের মধ্যে লজ্জা-শরাম না থাকলে সে মনুষ্যত্ব থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। অতঃপর তার দৃষ্টিতে ভালমন্দের পার্থক্য লোপ পায়। কিন্তু যাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের সামান্যতম অংশও বাকী আছে তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিলে তারা ব্যভিচারকে অন্যায় বলে স্বীকৃতি দিতে দ্বিধা করে না। আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এক যুবক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে ব্যভিচার করার অনুমতি দিন। এটা শুনে চতুর্দিক থেকে লোকেরা তার দিকে তেড়ে এসে ধমক দিল এবং চুপ করতে বলল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কাছে ডেকে নিয়ে বললেন, বস। যুবকটি বসলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তুমি কি এটা তোমার মায়ের জন্য পছন্দ কর? যুবক উত্তর করলঃ আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন, আল্লাহর শপথ, তা কখনো পছন্দ করি না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তেমনিভাবে মানুষও তাদের মায়েদের জন্য সেটা পছন্দ করে না। তারপর রাসূল বললেন, তুমি কি তোমার মেয়ের জন্য তা পছন্দ কর? যুবক উত্তর করলঃ আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন, আল্লাহর শপথ, তা কখনো পছন্দ করি না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ অনুরূপভাবে মানুষ তাদের মেয়েদের জন্য সেটা পছন্দ করে না। তারপর রাসূল বললেন, তুমি কি তোমার বোনের জন্য সেটা পছন্দ কর? যুবক উত্তর করলঃ আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন, আল্লাহর শপথ, তা কখনো পছন্দ করি না। তখন রাসূল বললেনঃ তদ্রুপ লোকেরাও তাদের বোনের জন্য তা পছন্দ করে না। (এভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ফুফু, ও খালা সম্পর্কেও অনুরূপ কথা বললেন আর যুবকটি একই উত্তর দিল) এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উপর হাত রাখলেন এবং বললেন, “হে আল্লাহ! তার গুনাহ। ক্ষমা করে দিন, তার মনকে পবিত্র করুন এবং তার লজ্জাস্থানের হেফাযত করুন।” বর্ণনাকারী সাহাবী বলেন, এরপর এ যুবককে কারো প্রতি তাকাতে দেখা যেত না। [মুসনাদে আহমাদঃ ৫/২৫৬, ২৫৭]

দ্বিতীয় কারণ সামাজিক অনাসৃষ্টি। ব্যভিচারের কারণে এটা এত প্রসার লাভ করে যে, এর কোন সীমা-পরিসীমা থাকে না। এর অশুভ পরিণাম অনেক সময় সমগ্র গোত্র ও সম্প্রদায়কে বরবাদ করে দেয়। এ কারণেই ইসলাম এ অপরাধটিকে সব অপরাধের চাইতে গুরুতর বলে সাব্যস্ত করেছে। এবং এর শাস্তি ও সব অপরাধের শাস্তির চাইতে কঠোর বিধান করেছে। কেননা, এই একটি অপরাধ অন্যান্য শত শত অপরাধকে নিজের মধ্যে সন্নিবেশিত করেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যিনাকারী

ব্যক্তি যিনা করার সময় মুমিন থাকে না। চোর চুরি করার সময় মুমিন থাকে না। মদ্যপায়ী মদ্যপান করার সময় মুমিন থাকে না। [মুসলিমঃ ৫৭]

ইসলামে ব্যভিচার যেহেতু বড়ই অপরাধমূলক কাজ; এত বড় অপরাধ যে, কোন বিবাহিত পুরুষ অথবা মহিলার দ্বারা এ কাজ হয়ে গেলে, ইসলামী সমাজে তার জীবিত থাকার অধিকার থাকে না। আবার তাকে তরবারির এক আঘাতে হত্যা করাও যথেষ্ট হয় না, বরং নির্দেশ হল, পাথর মেরে মেরে তার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটাতে হবে। যাতে সে সমাজে (অন্যদের জন্য) শিক্ষণীয় বিষয় হয়ে যায়। সেহেতু এখানে বলা হয়েছে, ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না। অর্থাৎ, তাতে উদ্বুদ্ধকারী উপায়-উপকরণ থেকেও দূরে থাক। যেমন, 'গায়ের মাহরাম' (যার সাথে বিবাহ হারাম নয় এমন বেগানা) নারীকে দেখা-সাক্ষাৎ করা, তার সাথে অবাধ মেলামেশার ও কথা বলার পথ সুগম করা। অনুরূপ মহিলাদের সাজ-সজ্জা করে বেপর্দার সাথে ছবি তুলে ফেসবুকে দেওয়া ইত্যাদি যাবতীয় কার্যকলাপ থেকে দূরে থাকা জরুরী। যাতে এই ধরনের অশ্লীলতা থেকে বাঁচা যায়।

নারীদের বেপর্দা ছবি,নাচ,গানের ভিডিও রিসল এখন ফেসবুকে মারাত্মক ফিত্নায় রুপ নিয়েছে।

অনেকেই তো আবার কাপল ব্লগের নামে বউ ব্যাবসা শুরু করেছে।

বউ এর সাথে অন্তরঙ্গ মুহুর্তের রোমান্টিক ভিডিও দিয়ে অল্প বয়সী তরুণ তরুণী দের কে খারাপ বানিয়ে ফেলেছে।এদে এই সব দেখে চোখের জিনা,কানের জিনা,অন্তরের জিনা তো হচ্ছেই সেই সাথে অনেকেই মাস্টারবেশনেও আসক্তি হয়ে যাচ্ছে।

ভাবা যায় কত ভয়ংকর ব্যাপার! আপনার বউ এর বুক এর সাইজ আর শারীরিক গঠন দেখে অন্য একটা অল্প বয়সী তরুণ মাস্টারবেশন করছে।

আরেক মহিলার এখন আপনাকে দেখে নিজের স্বামী ভালো লাগতেছে না,অন্য আরেক জনের এখন নিজের বউকে ভালো লাগতেছে না,নিজের বউ এর সাথে অন্তরঙ্গ মুহুর্তে আপনার বউয়ের শারীরিক গঠন তার চোখে ভেসে উঠছে আপনার আর আপনার বউয়ের তো যিনার গুনা হচ্ছেই সেই সাথে এই সকল লোক গুলাও গুনাহগার হচ্ছে।

মা-বাবারা যখন ছোট্ট সোনামনিদের সামনে ফেসবুক স্ক্রল করতে থাকে ছোট্ট সোনামনিদের ব্রেণে সেইটা সেভ হয়ে যায় আর সেও আস্তে আস্তে ডিভাইস আসক্ত হয়ে যায়,,মুবাই বা কম্পিউটার বা টিভি না দেখালে তখন আর খেতে চায় না।

অনেক মায়েরা বাচ্ছা কে বুকের দুধ খাওয়ানোর সময় ও ফেসবুক স্ক্রল করতে থাকে রিলস ভিডিও দেখতেই থাকে দেখতেই থাকে,বাচ্ছা যে কখন দুধ খাওয়া বাদ দিয়ে ফেসবুক খাচ্ছে রিলস ভিডিও খাচ্ছে সাথে বাচ্ছার চোখ ও খাচ্ছে বাচ্ছার মা নিজেও জানে না।

এই ফেসবুকের ফলে কতটা ভয়ংকর হয়ে দাঁড়িয়েছে এই সমাজের অবস্থা!
এই ফেসবুক স্ক্রল করতে করতে কখন নামাযের সময় পার হয়ে যায় টের ও পায় না অনেকে,কখন নিজের জীবনের মুল্যবান সময় পার হয়ে যাচ্ছে সেটাও টের পাচ্ছে না।
আমাদের জীবন টা বরফ এর মতো এর সঠিক ব্যাবহার করলে মুল্যবান।
এর সঠিক ব্যাবহার করলেও শেষ হয়ে যাবে,ব্যাবহার না করলেও শেষ হয়ে যাবে।
তাই আসুন এই ফেসবুক আসক্তি থেকে বেরিয়ে আসি,নিজেদের পরিবারের সাথে সময় কাটাই,নিজের জীবন টা কে সঠিক কাজে ব্যায় করি।

কিভাবে ফেসবুক আসক্তি থেকে বেরিয়ে আসা যায়?

প্রথমত ফজরের নামায পড়ে তসবিহ,তাহলিল শেষ করে সকালে সবাই বসে একটু কুরআন হাদিস পড়ি,এর পরে ছাত্র-ছাত্রীরা সকালের খাবার খেয়ে
মাদ্রাসা,স্কুল,কলেজ,ইউনিভার্সিটি তে যাবে আর পেশাজীবিরা অফিস আদালতে।
দুপুরে নামায পড়ে ফ্রি থাকলে ফেসবুক স্ক্রল না করে ঘুমানো যায়,হালকা রেস্ট নেওয়া যায়।
বিকেলে আসরের নামায পড়ে ফ্রি হলে ফেসবুক স্ক্রল করে সময় নষ্ট না করে পরিবার বন্ধু,বান্ধব আত্তীস্বজন মিলে অথবা একা বসে সিরাহ পাঠ করা।
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবনি জানা,সাহাবাদের জীবনি জানা এতে করে ঈমান কে সতেজ করবে।
সন্ধ্যায় নামাযের পর কুরআন তিলাওয়াত করা রাতে ঘুমানোর আগে ফেসবুক স্ক্রল না করে ইসলামিক বই পড়া ইত্যাদি ধর্মীয় বিষয় গবেষণা করে সময় কাটান দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জাহানেই কাজে আসবে।
কিন্তু বসে বসে ফেসবুক স্ক্রল করলে কোনো ফায়দা হবে না,এতে করে দুনিয়ার কাজের সময় চলে যাবে, দুনিয়াও হারাবেন আখিরাত ও হারাবেন।
আল্লাহ আমাদের সবাইকে সহীহ বুজ দান করুন ফেসবুক আসক্তি থেকে বেরিয়ে আসার তাওফিক দান করুন আমিন।

২/ইউটিউব :

ইউটিউব যতটা ভালো তার থেকে খারাপ এর সংখ্যা অধিক বেশি।
অনেকেই ইউটিউবে ওয়াজ শুনার জন্য আসে আসার পরে ওয়াজ এর পাশাপাশি অনেক অশ্রীল আওয়াজ শোনার দিকে চলে যায়।
শয়তান প্রথমে নেক সুরতে ইউটিউবে নিয়ে যায় যে ঘুম ধরতেছে না যাও ওয়াজ শুনে আসো।

ওয়াজ শুনতে গিয়ে দুই তিন মিনিট শুনার পরে আসে এড আর অর্ধউলোঙ্গ নগ্য মেয়েদের এড ভিডিও দেখে মনের ভিতর ওয়াসওয়াসা শুরু হয় এর পরে নানা অশ্লীল কন্টেন্ট দেখার দিকে দাপিত হয় এটা গেলো উপরে ফিটফাট ভিতরে সদর ঘাটের মানুষ।
এর পরে কিছু মানুষ হুদাই কাজ কাম পড়াশোনা ফেলে ইউটিউবের শর্ট ভিডিও গুলো দেখতে দেখতে দিনের পর দিন গিয়ে রাত হয়ে যায় নাওয়া খাওয়া বাদ দিয়ে দেখতেই থাকে দেখতেই থাকে মনে হয় আধা পাগল পুলাইপান চিকিৎসা দরকার।
এর পরে এক শ্রেণীর লোক নাটক সিনেমা গান বাজনা নিয়ে এমন ভাবে মেতে থাকে যেন খাও দাও নাটক দেখো দুনিয়া টা মস্ত বড়ো।
আর এক শ্রেণীর লোক আছে এরা আবার ইউটিউব থেকে টাকা ইনকাম করবে সেই চিন্তা বিভোর।নাওয়া খাওয়া বাদ দিয়ে সারাদিন রাত এক করে ফেলতেছে কনটেন্ট আর কনটেন্ট এর চিন্তা করে।
ভিডিও কিভাবে ভাইরাল হবে সেই ভাইরাস এর রোগী এদের ও চিকিৎসা দরকার।
ইউটিউবের ইনকাম,ফেসবুকের ইনকাম হালাল হবে কিনা হারাম হবে সেই চিন্তাই মাথা নাই এদের এই অবস্থা দেখে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সেই হাদিসটার কথা মনে পরে গেলো:রসুলﷺবলেছেন:-
মানুষের উপর এমন একটা সময় আসবে,যখন মানুষ হালাল-হারাম উপার্জনে বিবেচনা করবে না।
সহিহ বুখারি-২৭৬১
ইউটিউব ফেসবুকে কনটেন্ট বানিয়ে উপার্জন এর চিন্তা বাদ দিয়ে কর্ম করে খান।
হালাল ভাবে উপার্জন করে ডাল ভাত খান শান্তি আছে।
অনেকেই আবার ওয়াজ মাহফিলের ভিডিও ফেসবুক ইউটিউবে পোস্ট করে মনিটাইজেশন এর টাকা খাওয়া কে হালাল মনে করে ইবাদত দাওয়াতি মেহনত ভেবে বসে আছেন এটাও নেও সুরতে শয়তানের ধোকা।
ইসলামিক ভিডিও অথবা গান বাজনার ভিডিও কোনো ধরনের ভিডিও কনটেন্ট থেকে এড দিয়ে টাকা উপার্জনকে ইসলাম সমর্থন করে না।
ইউটিউবে আপলোড করা ভিডিওর বিষয়বস্তু যদি হারাম হয়, তাহলে নিশ্চিতভাবে এর উপার্জন হারাম হবে। আর যদি কন্টেন্ট হালালও হয়, তবুও এর উপার্জন করা হারাম।
আমাদের জানতে হবে, ইউটিউব-এর মাধ্যমে যে অর্থোপার্জন করা হয় তার মূল উৎস কী? কেন গুগল টাকা দিচ্ছে? মূলত গুগলের একটি বিশেষ সার্ভিসের নাম হল : ‘গুগল এডসেন্স’। এর মাধ্যমে তারা বিভিন্ন কোম্পানির নোংরা, অশ্লীল ও হারাম পণ্যের বিজ্ঞাপন

বিপুল অর্থের বিনিময়ে ইউটিউবসহ বিভিন্ন ওয়েবসাইটে সম্প্রচার করে। আর ঐ খাত থেকে অর্জিত লভ্যাংশের একটা অংশ ইউটিউবারদের দিয়ে থাকে।

তাদের বিজ্ঞাপনগুলোর ৯৯.৯% অশ্লীল ও হারাম পণ্যের। তাই এর থেকে প্রাপ্ত অর্থ হালাল হবে না। বরং তা হারাম হওয়ার পাশাপাশি হারামের প্রচার ও সহযোগিতা করার পাপও হবে। সাম্প্রতিককালে নীতি-নৈতিকতা ভুলে অর্থের লোভে এবং ভিউয়ার্স বৃদ্ধির লালসায় অসংখ্য অশ্লীল ও নগ্ন দৃশ্য আপলোড করছে। একজন বিবেকসম্পন্ন মানুষ কখনো এসব অশ্লীলতা মেনে নিতে পারে না। তাই এগুলোর বিরুদ্ধে প্রশাসনিকভাবে আইনী ব্যবস্থা নেয়া আবশ্যক। আল্লাহ তা'আলা এদের শাস্তি সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করে বলেন,

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۙ فِى الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ ؕ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ وَ اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

'নিশ্চয় যারা মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে, তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জানো না' (সূরা আন-নূর : ১৯)। মহান আল্লাহ আরো বলেন, 'বলুন, আমার প্রতিপালক নিষিদ্ধ করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতাকে, পাপাচারকে ও অসংগত বিদ্রোহকে' (সূরা আল-আ'রাফ : ৩৩)।

শায়খ ছালিহ আল-মুনাজ্জিদ (হাফিযাহুল্লাহ) বলেন, হারাম ও অশ্লীল বিজ্ঞাপন প্রচার করা এবং তা প্রচার করে অর্থ উপার্জন করা উভয়-ই হারাম। কেননা তা অন্যায়, অশ্লীলতা, বেহায়াপনা ও পাপাচারে সহযোগিতা করার অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা সৎকর্ম ও তাক্বওয়ায় পরস্পরকে সহযোগিতা কর। এবং মন্দকর্ম ও সীমালঙ্ঘনে একে অন্যের সহযোগিতা কর না। আর আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তি প্রদানে অত্যধিক কঠোর' (সূরা আল-মায়িদাহ : ২; মুসলিম, হা/২৬৭৪, ৬৬৯৭, ইসলাম সাওয়াল জাওয়াব, ফাতাওয়া নং-২৬৭১৭৩)।

উপরিউক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনে কাছীর (রাহিমাহুল্লাহ) ও ইমাম কুরতুবী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'এখানে আল্লাহ তা'আলা মুমিন ব্যক্তিদেরকে ভালো কাজে সহযোগিতা করতে আদেশ করেছেন এবং অন্যায়, অসৎ ও হারাম কাজে সাহায্য, সহযোগিতা করতে নিষেধ করেছেন' (তাফসীর ইবনে কাছীর, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২; তাফসীরে কুরতুবী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪৬-৪৭)।

‘ইসলাম ওয়েব’-এর আলেমগণ বলেন, ‘হারাম ও নিষিদ্ধ বিজ্ঞাপন সম্প্রচারিত করে অর্থোপার্জন করা জায়েয নয়। সুতরাং আপনার উপর অপরিহার্য হল নিজেকে এর থেকে মুক্ত করা’ (ইসলাম ওয়েব, ফাতাওয়া নং-২৬৫১০২, ১৩২১৩৯)।

তৃতীয়তঃ ইসলামী শরী‘আতের স্থিরীকৃত নীতিমালা সমূহের মধ্যে রয়েছে, إذا اجتَمَع الحلالُ والحرامُ غُلِّبَ الحرام ‘যখন কোন বিষয়ে হালাল ও হারামের মাসআলা একত্রিত হয়, তখন হারামের মাসআলা প্রাধান্য পায়’ (অর্থাৎ সেটাকে হারাম বলে গণ্য করতে হবে)। হাদীছেও এমন বক্তব্য এসেছে (বুখারী, হা/৫২; মুসলিম, হা/৩৯৮৬)। অন্য হাদীছে নবী (ﷺ) বলেন,

دَعْ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيْبُكَ فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِيْنَةٌ وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيْبَةٌ

‘যে বিষয়ে তোমার সন্দেহ হয়, তা ছেড়ে দিয়ে যাতে সন্দেহের সম্ভাবনা নেই তা গ্রহণ কর। যেহেতু সত্য হল শান্তি ও স্বস্তি এবং মিথ্যা হল দ্বিধা-সন্দেহ’ (তিরমিযী, হা/২৫১৮, সনদ ছহীহ)।

অতএব প্রত্যেক মুসলিমের উচিত সন্দেহমুক্ত, বৈধ ও উৎকৃষ্ট পন্থায় অর্থোপার্জন করার প্রচেষ্টা করা এবং পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন উপার্জনের পথ অন্বেষণ করা’ (ফাতাওয়া আল-লাজনাতুদ্ দায়িমাহ, ২৬তম খণ্ড, পৃ. ২৭৪-২৭৫ ও ১৪তম খণ্ড, পৃ. ৪২০)।
তথ্যসূত্র:ফাতাওয়া বোর্ড, মাসিক আল-ইখলাছ |
উপরোক্ত ফতুয়া বোড থেকে আমরা জানতে পারলাম ইউটিউব থেকে এড দিয়ে টাকা উপার্জন করাকে ইসলাম সমর্থন করে না।
আল্লাহ আমাদের সবাইকে ইউটিউবের ফিত্না থেকে হেফাজত করুন আমিন।
৩/টিকটক: আমাদের দেশে ফেসবুক ইউটিব এর পরেই টিকটক এর অবস্থান।আর এই টিকটক থেকে উপকারের থেকে ক্ষতির অংশ কোটি কোটি গুন অধিক বেশি।
আর এই টিকটকে ছোট্ট ছেলে মেয়েরা যেমন আসক্ত তেমনি ভাবে সকল বয়সী লোকেরাই আসক্ত হয়ে পড়েছে,ভয়ংকর একটা অবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছে এই টিকটকের কারণে।
তরুণ তরুণীরা লাজ লজ্জা হারিয়ে টিকটক চালু করে নাচানাচি,গানবাজনা,কওতুক সহ নানা রককম অশ্লীল কন্টেন্ট তৈরিতে ব্যাস্ত।
বয়স্ক ব্যক্তিদের সংখ্যাও এখানে কম নয়।

একটু সময় পেলেই টিকটক দেখা শুরু করে দেয়,একটা সুন্দর জাইগা দেখলেই সেখানকার সৌন্দর্য উপভোগ না করে টিকটক শুরু করে দেয়।
কি একটা অসুস্থ প্রজন্ম তৈরি হচ্ছে সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না,এ যেন মানসিক প্রতিবন্ধী প্রজন্ম।
এইখান থেকে বেরিয়ে আসতে হবে আমাদের কে।
সময় পেলেই টিকটক না দেখে আল্লাহর জিকির করা অধিক উত্তম কাজ।আল্লাহ তা'য়ালা কুরআনে এরশাদ করেন:কাজেই তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব এবং আমার শোকর করতে থাক, না-শোকরী করো না।
(সুরাহ বাকারাহ আয়াত নং ১৫২)
হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তোমাদেরকে কি এমন একটি উত্তম আমলের সংবাদ দেব যা তোমাদের মালিকের নিকট অধিকতর পবিত্র, তোমাদের মর্যাদা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অধিকতর সহায়ক, স্বর্ণ ও রৌপ্য ব্যয় করা থেকেও তোমাদের জন্য উত্তম, শত্রুর সাথে মোকাবেলা করে গর্দান দেয়া-নেয়া থেকে উত্তম? তারা বলল, হ্যাঁ অবশ্যই বলবেন। তিনি বললেন, যিকরুল্লাহ। [তিরমিযীঃ ৫/৪৫৯]
আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত এক হাদীসে-কুদসীতে আছে, আল্লাহ্ তাআলা বলেন, বান্দা যে পর্যন্ত আমাকে স্মরণ করতে থাকে বা আমার স্মরণে যে পর্যন্ত তার ঠোট নড়তে থাকে, সে পর্যন্ত আমি তার সাথে থাকি। [বুখারীঃ ৭৪০৫] মুআয রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "আল্লাহর আযাব থেকে মুক্ত করার ব্যাপারে মানুষের কোন আমলই যিকরুল্লাহর সমান নয়।" যুন্নুন মিসর বলেনঃ 'যে ব্যক্তি প্রকৃতই আল্লাহকে স্মরণ করে সে অন্যান্য সবকিছুই ভুলে যায়। এর বদলায় স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলাই সবদিক দিয়ে তাকে হেফাজত করেন এবং সবকিছুর বদলা তাকে দিয়ে দেন'।
অতেব আমরা একটু সময় পেলেই টিকটক করে এবং দেখে সময় নষ্ট না করে আল্লাহর জিকির করব ইনশাআল্লাহ,আল্লাহ আমাদের সবাইকে সেই তাওফিক দান করুন আমিন।
৪/পর্নোগ্রাফি:পর্নোগ্রাফি একটি ভয়ংকর আকার ধারণ করেছে,শুধু বাচ্ছারা নয় সকল বয়সের মানুষ এই ফিত্নায় আসক্ত।
পশ্চিমারা পর্নোগ্রাফির রমরমা ব্যবসায়ে করে যাচ্ছে আর মানুষ সেইগুলা দেখে দেখে গোপনে যিনা করে যাচ্ছে।
এই পর্নোগ্রাফির ফলে সমাজে একটা ভয়ংকর অবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছে।
এ শিল্প বিকাশে মাত্রা যোগ করেছে লাগামহীনভাবে। সমাজের মানুষের অধিকতর উদার মনোভাব ও ইসলামী নীতি-আদর্শ থেকে বিচ্যুতি, এ অশ্লীলতার বিকাশে নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। মানুষের লজ্জাবোধ বা চেতনা এতো তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে যে,

বর্তমান সমাজে পর্নোগ্রাফির অভিনেতাদের পর্নস্টার নামেও অভিহিত করা হয়। এসবের দ্বারা সংঘটিত পাপাচার তথা অশ্লীলতা যেন ক্রমেই মহামারি আকারে সমস্ত পৃথিবীকে গ্রাস করে চলেছে। মানুষের চরিত্র ও নৈতিকতা ধ্বংসের ক্ষেত্রে এই ব্লু-ফিল্ম বা পর্নোগ্রাফির মতো বড় হাতিয়ার দ্বিতীয়টি নেই। আসক্ত লোকজন পাপকে আর পাপ মনে করছে না। পাপ করা অপরাধ; কিন্তু পাপকে পাপ মনে না করা আরো কঠিনতম অপরাধ। শিশু থেকে শুরু করে সব শ্রেণির মানুষ এ পর্নোগ্রাফির দর্শক এবং এতে দারুণভাবে আসক্ত। এর ফলে অনিয়ন্ত্রিত যৌন আচরণের শিকার হচ্ছে শিশু থেকে বৃদ্ধা পর্যন্ত। চিকিৎসা বিজ্ঞান বলছে, একজন মানুষ যখন পর্নোগ্রাফি দেখে, তখন তার মস্তিষ্ক থেকে এক প্রকার হরমোন নিঃসরিত হয়। এ থেকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যৌনাচারে উৎসাহিত হয়। এ ধরনের মানুষ তখন যৌন কামনা চরিতার্থ করার জন্য কুকুরের মতো হয়ে উঠে। রাতভর পর্নোগ্রাফি দেখে দিনভর ঐ চেতনাই খুঁজতে থাকে। আর এসবের ফলে মানুষ আজ তার চরমসীমা পেরিয়ে জড়িয়ে পড়ছে ব্যভিচারে।

এ পর্নোগ্রাফির নেশা সবচেয়ে ভয়ানক ও জঘন্য, যা মাদকাসক্তির চেয়েও ভয়াবহ।

ছোট্ট ছেলেমেরা যৌন আচরণ শুরু করে দিয়েছে,যেই বয়সের বাচ্ছাদের এই সব জানারি কথা নয় তারাও আজ অবাধ যৌনাচারে লিপ্ত।

এই সকল আল্ট্রা ইডিটিং এর অবাস্তব ঘটনার পর্নোগ্রাফি ভিডিও দেখার ফলে বউকে স্বামীর ভালো লাগে না।

স্বামীকে বউয়ের ভালো লাগে না,আবার অনেকেই পন্যস্টাইলে স্ত্রী সহবার করতে গিয়ে অঘটন হচ্ছে অনেক নারী মারা যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে কারণ পর্নোগ্রাফির এই সব ইডিটিং ও অবাস্তব রংগিন দুনিয়ার অবাস্তব বৃক্রিত যৌনাচার।

কেও আবার স্ত্রী সহবাসের সময় ওই সকল রংগিন দুনিয়ার পতিতাদের নিয়ে চিন্তাভাবনায় ডুবে যাচ্ছে।

এইখানে যে সকল পতিতারা অভিনয় করে একই মহিলা এক যাইগায় বোনের অভিনয় করে আবার সেই মহিলাই অন্য জাইগায় অন্য ভিডিও তে স্টেপ মম এর অভিনয় করে,আবার ওই একই মহিলা অন্য জাইগায় স্টেপ ডটারের অভিনয় করে।

মুল কথা এইটা সাধারণ ফিল্মগুলোর মতোই ব্লু ফিল্ম অভিনয় মাত্র।

আর তাদের এই অভিনয় গুলো দেখেই সাধারণ মানুষ তাদের বাস্তব জীবনের সাথে মিল খাওয়াতে গিয়ে মিল পায় না ফলে সংসারে কোলাহল সৃষ্টি হয়।

স্বামীর ভালো লাগে না স্ত্রী কে আর স্ত্রীর ভালো লাগে না স্বামীকে।

ছড়িয়ে গেছে পরকিয়ার ভাইরাস,পরকিয়া একটা সামাজিক ব্যাধি।

এই পর্নোগ্রাফির নোংরা ভিডিও দেখে বাবা জড়িয়ে যাচ্ছে মেয়ের সাথে যিনায়,,ছেলে জড়িয়ে যাচ্ছে মায়ের সাথে যিনায়,,ভাই জড়িয়ে যাচ্ছে বোনের সাথে আর চাচাতো ভাই বোন,,ফুপাতো খালাতো ভাই বোনের মাজে যিনা ব্যাববিচারের কথা তো আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

এই সব যিনা ব্যাববিচারের মুলে এইসকল পর্নোগ্রাফির আসক্তি।

পর্নোগ্রাফির ঘটনা আর স্টাইল দেখে বাস্তব জীবনে বৃক্রিত যৌনাচার চর্চা করতে চায় মানুষ,অথচ এইগুলা পর্নোগ্রাফির সব অভিনয় তাদের এইগুলা ব্যাবসা।

কোটি কোটি যুবক যুবতীরা এই পর্নোগ্রাফি আসক্তি হয়ে মাস্টারবেশনে আসক্তি হয়ে যাচ্ছে,আর মাস্টারবেশনের ফলে শারীরিক দুর্বলতা দেখা দিয়েছে মানুষের মাঝে।

আজকে রাস্তায় রাস্তায় হারবালের ওইষুধ এর পোস্টার,পুরুষের দুর্বলতা ওইষুধ বিক্রির বিজ্ঞাপন।

এইগুলা তো গেলো সামাজিক অদপতন সেই সাথে রয়েছে যিনার গুনাহ।

চোখ দিয়ে দেখা চোখের যিনা,কান দিয়ে শুনা কানের যিনা,অন্তর দিয়ে কুচিন্তা করে অন্তরের যিনা,হাত দিয়ে মাস্টারবেশন করার জন্য হাতের যিনা,লজ্জা স্থানের যিনা,গোপন যিনা,গোপন পাপ সহ নানা মুখি পাপ করে ঈমান আমল নষ্ট হচ্ছে।আল্লাহ তা'য়ালা কুরআনে এরশাদ করেন:মুমিন পুরুষদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত করে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাযত করে। এটাই তাদের পবিত্র থাকার সর্বোত্তম মাধ্যম। ...এবং তাদের মুমিনা নারীদেরকেও বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত করে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাযত করে' *(আন-নূর, ২৪/৩০-৩১)*।

আর তোমরা) শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলো না, বস্তুত সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। সে তোমাদেরকে শুধু অসৎ এবং অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেয়, আর তোমাদেরকে নির্দেশ দেয় আল্লাহর সম্বন্ধে এমন কথা বলতে, যা তোমরা জানো না' *(আল-বাক্বারা, ২/১৬৮-১৬৯)*।

প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, لاَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلاَ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَة ‘কোনো পুরুষ অন্য পুরুষের গুপ্তাঙ্গের দিকে যেন না তাকায়। কোনো নারী অন্য নারীর গুপ্তস্থানের দিকে যেন না তাকায়’(ছহীহ মুসলিম, হা/৩৩৮; মিশকাত, হা/৩১০০)

মাদকাসক্তির ন্যায় এ তরুণ সমাজ যদি পর্নোগ্রাফিতে আসক্ত হয়ে পড়ে, তাহলে তার ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবন শুধু হুমকির সম্মুখীন হবে না, বরং সম্ভাবনাময় ইসলামী চেতনার অপমৃত্যু ঘটবে। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বহু স্থানে বিভিন্নভাবে অসংখ্য আয়াতের মাধ্যমে অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা পরিহার করার জন্য অনেক গুরুত্বারোপ

করেছেন। সূরা আল-মুমিনূনে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, - وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ - فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ‘(অবশ্যই সফলকাম হয়েছেন মুমিনগণ) যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে। নিজেদের পত্নী অথবা অধিকারভুক্ত দাসীগণ ব্যতীত, এতে তারা নিন্দনীয় হবে না এবং কেউ তাদেরকে ছাড়া অন্য কাউকে কামনা করলে তারা হবে সীমালঙ্ঘনকারী’ *(আল-মুমিনূন, ২৩/৫-৭)*। এখানে বলা হয়েছে, যারা নিজেদের লজ্জাস্থানকে হেফাযত করে, তারা সফলকাম হয়েছে। আমরা বর্তমান সময়ে বাস করছি চূড়ান্ত নির্লজ্জ এক পৃথিবীতে। এমন এক পৃথিবীতে, যেখানে নিজের হাতের মুঠোফোন দিয়েই যে কোনো ওয়েবসাইট থেকে যে কোনো ভিডিও দেখতে পারি অনায়াসেই। পর্নোগ্রাফি ইন্ডাস্ট্রি বর্তমানে একটি মাল্টি ট্রিলিয়ন ডলারের ইন্ডাস্ট্রি। যার উদ্দেশ্য ও কাজই হলো কোনো না কোনোভাবে যেন প্রত্যেকেই এ নোংরামির ভোক্তা হয় এবং প্রতিটি নারী-পুরুষ ও শিশুর সামনে এগুলো যেন উন্মোচিত হয়। আপনি দেখবেন, আসক্ত হবেন এবং পরিণত হবেন একজন ভোক্তায়। এটাই হলো আমাদের সমাজকে দেওয়া পর্নোগ্রাফির উপহার।যারা পর্নোগ্রাফিতে আসক্ত তারা কি জানেন ভিতরে ভিতরে আপনার আত্মা নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে? আপনার ছালাত হয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে অন্তঃসারশূন্য; যার কারণে ছালাত আদায়ের সময় আপনি একটু চোখের পানিও ফেলতে পারেন না। কারণ আপনার মনে আল্লাহর ভয় কমে গেছে ঐ সমস্ত নোংরামি দেখার কারণে আর এটা তারই ফলাফল। এগুলো আপনাকে পরিণত করেছে একটা মানুষরূপী পশুতে। যার ফলে স্বাভাবিকভাবে তাকাতেও পারেন না। পর্নোগ্রাফিতে আসক্ত এ সকল মানুষ যখন পাশ দিয়ে কোনো নারীকে হেঁটে যেতে দেখে, তখন তাদের ভাবনায় মানুষ মনে হয় না, তারা যেন দেখেন একটা মাংসপিণ্ড হেঁটে যাচ্ছে। তাদের দু’চোখ সর্বদা নিরীক্ষণ করে বেড়ায় প্রত্যেককে। সারাক্ষণ তারা চেয়ে থাকে, চোখ নামিয়ে নিতে রীতিমতো কষ্ট হয়। যখন ক্যাম্পাসে, কর্মক্ষেত্রে, বাসে, ট্রেনে অথবা রাস্তা দিয়ে পর্নোগ্রাফিতে আসক্ত কোনো লোক হেঁটে যান, তখন তিনি নিজেকে সংযত রাখতে পারেন না। হয়তো একটা বিলবোর্ডের দিকে তাকালো, একবার তাকালো, দ্বিতীয় বার তাকালো, এভাবে তৃতীয় বার তাকালো আর বিলবোর্ডের সেই নারীর ছবিটার দিকে তাকাতে কত কিছু মনে ভেসে উঠছে আর অজান্তেই পাপ করে চলছে। এভাবে এমন একটা সুযোগও তারা বাদ রাখে না। তারা পরিপূর্ণরূপে একজন আসক্ত ব্যক্তি।

এ পর্নোগ্রাফি প্রতিরোধের জন্য মুসলিমদের ট্রিলিয়ন ডলারের বিজ্ঞাপন ব্যবস্থা নেই। আর এটা বলাও বাস্তবসম্মত হবে না যে, ফেসবুক, টুইটার, ইউটিউব এসব সোশ্যাল মিডিয়া হারাম; সকলের তা বর্জন করতে হবে। এটাই এখন বাস্তবতা, এগুলো এখন অক্সিজেনের মতো। আপনি আমি তরুণদের সাথে খোলামেলা কথা বলতে পারি। তাদের শেখাতে হবে

কীভাবে এসব মোকাবেলা করতে হয়, কীভাবে সেই ফাঁদ থেকে বাঁচতে হয়। বিভিন্ন সিরিয়াল ও মুভি দেখা বন্ধ করতে হবে। আপনি এসব দেখলে নিজেদের সংযম ধরে রাখতে পারবেন না। ছালাত নিয়ে কথা বললেও লাভ হবে না। মা, মেয়ে সবাই মিলে যা তা দেখলে হবে না। মহান আল্লাহর বাণী, 'নিজেদের পত্নী অথবা অধিকারভুক্ত দাসীগণ ব্যতীত, এতে তারা নিন্দনীয় হবে না এবং কেউ এদেরকে ছাড়া অন্য কাউকে কামনা করলে তারা হবে সীমালঙ্ঘনকারী' *(আল-মুমিনূন, ২৩/৬-৭)*।

এখানে লজ্জাস্থানের হেফাযত বলতে শুধু যেনা-ব্যভিচার না করা; তা কিন্তু নয়। এর মানে সেসব জিনিস থেকে বিরত থাকা, যার মাধ্যমে এসব খারাপ কাজের প্রলোভনে পড়ে, লজ্জাবোধ হুমকির মুখে পড়ে। এ আয়াতের মাধ্যমে ফুটে উঠেছে যে, এ বিষয়ের প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষা আল্লাহ তাআলাই আমাদের মাঝে দিয়েছেন। আর সকলের এ চাহিদা আছে। এটা বলতে দলীলের প্রয়োজন নেই। পুরুষ-নারী সকল মানুষ আজকের আধুনিক যুগে এ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে প্রতিনিয়ত।

আসলে নিজেদের ভিতরে এ প্ররোচনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হবে।

হস্তমৈথুন বা যেকোন উপায়ে বীর্য স্খলন করা নিষিদ্ধ। এটি কবীরা গোনাহের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ বলেন, 'যারা নিজ স্ত্রী ও দাসী ব্যতীত অন্যকে কামনা করে, তারা সীমালংঘনকারী' *(মুমিনূন ২৩/৬-৭; মা'আরিজ ৭০/৩০-৩১)*। এটি এমন এক আত্মঘাতি পাপ, যা মানুষের জীবন-যৌবন ধ্বংস করে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ক্ষতিগ্রস্ত হয়ো না এবং ক্ষতি করো না' *(ইবনু মাজাহ হা/২৩৪০; ছহীহাহ হা/২৫০)*। ক্বিয়ামতের দিন মানুষের মুখ বন্ধ হবে এবং হাত-পা সাক্ষ্য দিবে' *(ইয়াসীন ৩৬/৬৫)*।

অতএব এই পাপীদের এখুনি তওবা করতে হবে। আর এথেকে বাঁচার জন্য যখনই বাজে চিন্তা মাথায় আসবে, তখনই বাম দিকে তিনবার থুক মেরে 'আঊযুবিল্লাহ' পড়বে *(মুসলিম হা/২২০৩; মিশকাত হা/৭৭)*। অতঃপর অন্য কাজে মন দিবে অথবা স্থান পরিবর্তন করবে। এছাড়া *'আল্লা-হুম্মাগফির যানবী ওয়া তাহহির ক্বালবী ওয়া হাছছিন ফারজী* (হে আল্লাহ! তুমি আমার গুনাহ ক্ষমা কর, আমার হৃদয়কে পবিত্র কর এবং আমার লজ্জাস্থানকে হেফাযত কর) দো'আটি পাঠ করা যায়। রাসূল (ছাঃ))-এর নিকটে এক যুবক যেনা করার অনুমতি চাইলে তিনি তাঁর জন্য এই দো'আ করেন *(আহমাদ, ছহীহাহ হা/৩৭০)*।

এছাড়াও মাস্টারবেশন থেকে বাচার জন্য রোজা রাখার আমল করা যায়,,সব থেকে ভালো দ্রুত বিবাহ করা।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের সবাইকে পর্নোগ্রাফি ও হস্থমৈথুনের মতো জঘন্যতম পাপ কাজ থেকে বিরত থাকার তাওফিক দান করুন আমিন।

৫/গেমিং:

গেমস খেলা আমাদের দেশের বাচ্ছাদের মধ্যে এমন ভাবে ভয়ংকর একটা রুপ নিয়েছে যে প্রতিটি গেমস আসক্ত ছেলে মেয়েরা যেন মানসিক প্রতিবন্ধী।

শুধু যে বাচ্ছারা গেমস খেলায় আসক্ত বিষয় টা এমন ও নয় বরং আমাদের দেশের বড় মানুষ গুলোও মুবাইল কম্পিউটার এর মাধ্যমে জুয়া খেলায় আসক্ত হয়ে পরেছে।

গেমিং টা আমাদের সমাজের ছেলে মেয়েদের মানসিক রুগী বানিয়ে ফেলতেছে অপর দিকে কিছু সংখ্যক লোক গেমিং জুয়ায় আসক্ত হয়ে সংসার ধংস হয়ে যাচ্ছে পরিবার ধংস হয়ে যাচ্ছে।

জুয়া খেলা তো ইসলামে সুস্পষ্ট হারাম সেই সাথে শুধু মজার ছলে সময় কাটানোর জন্য মুবাইলে বা কম্পিউটার বা অন্যান্য গেমিং ডিভাইসে গেমস খেলা জায়েজ নেই:কেননা এতে যথেষ্ট সময় অপচয় হয়। আর যে খেলায় সময়ের অপচয় হয়, দুনিয়া ও আখিরাতে কোনো কল্যাণ নিহিত থাকে না এবং আল্লাহর যিকির ও ছালাত হতে বিরত রাখে তা শয়তানের কাজ (আল-মায়েদা, ৫/৯১)। আর মোবাইলে গেমস খেলাও এমনি, কাজেই তা অবৈধ। বুরায়দা রযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি দাবা খেলল, সে যেন তার হাতকে শূকরের রক্ত-গোশত দ্বারা রঞ্জিত করল’ (ছহীহ মুসলিম, হা/২২৬০; মিশকাত, হা/৪৫০০)। উল্লেখ্য যে, হাদীছে বর্ণিত শব্দ ‘নারদেশীর’ দাবার সাথে সীমাবদ্ধ নয়। বরং যেসব খেলাধুলায় সময়ের অপচয় হয় তার সবগুলো নারদেশীরের অন্তর্ভুক্ত যা স্পষ্ট হারাম। তাছাড়া তিনটি খেলা ছাড়া সকল প্রকারের খেলা যা লোকেরা খেলে থাকে তা অন্যায় ও বাতিল- ১. ধনুকের সাহায্যে তীর নিক্ষেপ করা। ২. ঘোড়ার প্রশিক্ষণ ও ৩. স্ত্রীর সঙ্গে আমোদ-প্রমোদ করা। এগুলো শরীআতে বৈধ ও স্বীকৃত (মুসনাদে আহমাদ, হা/১৭৩৩৮; দারেমী, হা/২৪০৫ তিরমিযী, হা/১৮৩৭; ইবনু মাজাহ, হা/২৮১১; মিশকাত, হা/৩৮৭২)

মহান আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের সবাইকে খেল তামাশা জুয়া খেলা ও মুবাইল কম্পিউটার ইত্যাদির মাঝে গেমস খেলা থেকে বিরত থাকার তাওফিক দান করুন আমিন।

উপসংহার:

আমার সন্তান আমার জান্নাত এটা শুধু একটা উক্তি নয় বরং এটি কুরআন ও হাদিসের আলোকে সাব্যস্ত উপরে এই বিষয়ে বেশ কিছু আলোচনা করার চেষ্টা করেছি আলহামদুলিল্লাহ।

সন্তান আল্লাহর দেওয়া বড় নেয়ামত,জান্নাতে সহজে যাওয়ার মাধ্যম হবে যদি সেই সন্তান কে সঠিক শিক্ষা দেওয়া হয়।

তাই আমরা আমাদের সন্তানদের শিষ্টাচার আদব কায়দা শিক্ষা দিতে হবে,ইসলামিক শিক্ষা দিতে হবে।

সন্তানকে দ্বীনদ্বার পরহেজগার মুত্তাকী আল্লাহ ওয়ালা আলেম ওলামা বানানোর চেস্টা করবো ইনশাআল্লাহ।

আর নেককার সন্তান আল্লাহর কাছে চাইতে হয়।

প্রতিনিয়ত আল্লাহর কাছে সন্তানের জন্য দোয়া করতে হয়।

সন্তান জন্মের আগেই আল্লাহর কাছে দোয়া করে চাইতে হয় যেভাবে নবী রাসুলরা চেয়েছিলেন।

আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের জন্য উপদেশ হিসেবে কুরআনে সেই দোয়া গুলো উল্লেখ করেছেন যেমন:

- সূরা ইবরাহীম (১৪): ৪০: "হে আমার রব! আমাকে নামায কায়েমকারী বানান এবং আমার সন্তান-সন্ততির মধ্য থেকেও (একদলকে)। হে আমাদের রব! আর আমাদের দুআ কবুল করুন।"
- সূরা সাফফাত (৩৭:১০০): "হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একটি সুপুত্র দান করুন।"
- সূরা আলে ইমরান (৩:৩৮): "হে আমার রব! আপনার পক্ষ থেকে আমাকে একটি পূতপবিত্র সন্তান দান করুন। নিশ্চয়ই আপনি প্রার্থনা শ্রবণকারী।"

সন্তানের জন্য দোয়া জন্মের আগেই করতে হয় যেভাবে নবী রাসুলরা করেছেন।

আবার জন্মের পরেও প্রতিনিয়ত দোয়া করতে হবে।অনেক বাবা মা রাগের বসত বদদোয়া দেন এইটা করা যাবে না কারণ বাবা মা রাগ করে বদদোয়া দিলে সেইটা সাথে সাথে লেগে যেতে পারে,আর আপনার সন্তানের জীবনটা ধংস হয়ে যেতে পারে।পরে আপনার রাগ ঠিকই কমে যাবে আবার আপনার ঠিকই মায়া লাগবে কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে যাবে।

ইসলামের সার্বজনীন আদর্শের ধারাবাহিকতায় এ বিষয়টি সম্পর্কেও আমরা দিকনির্দেশনা পাই তারই কাছে। এ ব্যাপারেও ইসলাম আমাদের শিক্ষা দেয়। ইসলাম কখনো কারো

বিরুদ্ধে অভিশাপ দেয়া বা বদ দোয়া করাকে সমর্থন করে না। আপন সন্তানকে তো দূরের কথা জীবজন্তু এমনকি জড় পদার্থকে অভিশাপ দেয়াও সমর্থন করে না।

জাবির ইবন আবদুল্লাহ রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-বাতনে বুওয়াত যুদ্ধের সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে পথ চলছিলাম। তিনি মাজদী ইবন 'আমর জুহানিকে খুঁজছিলেন। পানি বহনকারী উটগুলোর পেছনে আমাদের মধ্য থেকে পাঁচজন, ছয়জন ও সাতজন করে পথ চলছিল। উকবা নামক এক আনসারি ব্যক্তি তাঁর উটের পাশ দিয়ে চক্কর দিল এবং তাকে থামাল। তারপর তার পিঠে উঠে আবার তাকে চলতে নির্দেশ দিল। উটটি তখন একেবারে নিশ্চল হয়ে গেল। তিনি তখন বললেন ধুত্তুরি। তোর ওপর আল্লাহর অভিশাপ। এ শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, নিজের উটকে অভিশাপদাতা এই ব্যক্তিটা কে? তিনি বললেন, আমি হে আল্লাহর রাসূল। তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'তুমি এর পিঠ থেকে নামো। তুমি আমাদের কোনো অভিশপ্তের সঙ্গী করো না। তোমরা নিজেদের বিরুদ্ধে, তোমাদের সন্তান-সন্ততির এবং তোমাদের সম্পদের বিরুদ্ধে দোয়া করো না। তোমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন মুহূর্তের জ্ঞানপ্রাপ্ত নও, যখন যা কিছুই চাওয়া হয় তিনি তোমাদের তা দিয়ে দেবেন।' [মুসলিম : ৭৭০৫]

হাদিসের ব্যাখ্যায় মোল্লা আলি কারি রহ. বলেন, অর্থাৎ তোমরা কোনো মুহূর্তেই নিজের বিরুদ্ধে, নিজের সন্তান বা সম্পদের বিরুদ্ধে বদ দোয়া করো না। কারণ, হতে পারে যে সময় তুমি দু'আ করছো, তা দিনের মধ্যে ওই সময় যখন যা-ই দোয়া করা হোক না কেন তা কবুল করা হয়। তোমরা তো এ সময় সম্পর্কে আল্লাহর পক্ষ থেকে জ্ঞান প্রাপ্ত নও। (মুবারকপুরী, মিরআতুল মাফাতিহ : ৭/৭০৩)

হাদিসটি বর্ণনা করে আরেক ব্যাখ্যাকার বলেন-

'হাদিসটি রাগের মাথায় মানুষের তার পরিবার ও সম্পদের বিরুদ্ধে দোয়া করার নিষিদ্ধতা প্রমাণ করে। হাদিসটি এর কারণও তুলে ধরে। আর তা হলো, এ দোয়াটি কবুলের বিশেষ মুহূর্তে পড়ে যেতে পারে। ফলে মানুষের সবই কবুল হয়ে যায় চাই তা ভালো হোক বা মন্দ, যা সে তার পরিবার বা সম্পদের ক্ষেত্রে প্রত্যাশা করে না।' [আবদুল মুহসিন, শারহু সুনান আবি দাউদ : ৮/২৮৮]

অতএব প্রতিটি মা-বাবাকে ভেবে দেখতে হবে, আমার রাগের মাথায় উচ্চারণ করা বাক্য যদি সত্যে পরিণত হয় তাহলে কেমন লাগবে? আমি কি তা সহ্য করতে পারব? এ জন্য রাগের মাথায়ও কখনো সন্তানের অমঙ্গল কামনা করা যাবে না। প্রসঙ্গত বলা দরকার যে, শুধু মা-বাবাদেরকেই নয়, আমাদের সবারই উচিত নিজের, নিজের সন্তান ও সম্পদের

বিরুদ্ধে বদ দোয়া করা থেকে সংযত হওয়া। রাগের সময় সংযম ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দেওয়া।

সন্তানের জন্য বেশি দোয়া করবো,দ্বীনি শিক্ষা দিব,শিষ্টাচার শিক্ষা দিব,আমল গুজার বানানোর চেস্টা করবো আর আমরা বাবা মায়েরাও নামায পড়ে দুহাত তুলে চোখের পানি ফেলে সন্তানের জন্য দোয়া করব ইনশাআল্লাহ তবেই আমার সন্তান আমার জান্নাত এই উক্তিটি বাস্তবে পরিণত হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে সেই তাওফিক দান করুন আমিন।

তথ্যসূত্র:

মাসিক আল কাউছার
মাসিক আত তাহরীক
মাসিক আল ইতিছাম
বাংলা হাদিস বিডি
বাংলা কুরআন
তাফসীরে আহসানুল বায়ান
কালের কণ্ঠ
সময়ের আলো
islamhouse.com
dhakapost.com
news24bd.tv